প্রথমা প্রকাশন

বিডিনিয়োগ.কম

চাকরির পরীক্ষার সরকারি যত তথ্য

মাসিক

চলতি ঘটনা

বাংলাদেশ ও বিশ্ব

নভেম্বর ২০২০

৪১তম বিসিএস প্রস্তুতি মডেল টেস্ট

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

আইএসএসবি প্রস্তুতি : করোনায় করণীয়

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

স্মরণ : জন্মদ্বিশতবার্ষিকী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ... শিক্ষার্থীরা এখন ...

বাংলাদেশ ব্যাংকের ... পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষা

ব্যাংক মডেল টেস্ট

মার্কিন নির্বাচন ২০২০

ব্যাখ্যাসহ প্রশ্নের উত্তর

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) : সহকারী ব্যবস্থাপক।

নোবেল নিয়ে বিস্তারিত

নিয়োগ প্রস্তুতি

বিডিনিয়োগ.কম

- প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
- অডিটর ও জুনিয়র অডিটর
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ
- বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পদ
- পরিসংখ্যান ব্যুরো : পরিসংখ্যান সহকারী ও জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী
- শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ ও স্কুল পর্যায়)

সিভি পাঠিয়ে চাকরি

ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড

ভালোবাসার স্বাদে চারটি প্রিমিয়াম ফ্লেভার

লাভেলো

বিটস অব মাই হার্ট

www.lovello.club /LovelloIceCream

www.bdniyog.com

বিডিনিয়োগ.কম

www.bdniyog.com

সতর্কীকরণ

সকল পিডিএফ বিডিনিয়োগ.কম
ফেসবুক ও গুগল থেকে সংগ্রহ করে,
যেগুলো ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।
আমরা কোনো লেখককে বা প্রকাশনীকে
ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে পিডিএফ প্রকাশ করিনা।
তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দেই আমরা।
যদি কেউ মনে করে যে আমরা পিডিএফ
প্রকাশের কারণে কোনো ক্ষতি হচ্ছে বা
অন্য কোনো সমস্যায়, আমরা আপনার
পিডিএফটি সরিয়ে নিবো।

আমাদের ইমেইল করুন

bdniyog@gmail.com

চাকরির নতুন দিগন্ত

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে নিয়োগের জন্য আন্তবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি) তাদের কাজ শুরু করেছে। সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ লাভের প্রস্তুতিমূলক লেখাটি এই সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ। পড়ুন, নিজেকে আরও স্মার্ট করুন।

করোনাভাইরাসের কারণে পৃথিবী কত দিনই-বা স্থবির থাকবে? জীবন ও জীবিকা সমগুরুত্ব দিয়ে অব্যাহত রাখাই এ সময়ে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতি সপ্তাহে বেশ কিছু নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন আর থেমে থাকা নয়, পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে পুরোদমে। এর জন্য চলতি ঘটনার নভেম্বর সংখ্যা হতে পারে দারুণ এক সহায়ক বই। দেশ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবহুল এ মাসের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা চলতি ঘটনার নভেম্বর সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে থাকছে বিশেষ নিবন্ধ। যেকোনো পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নিয়ে প্রশ্ন আসবেই। তাই এ বিষয়ে চলতি সংখ্যায় থাকছে বেশ কয়েকটি লেখা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) নিয়ে থাকছে আরেকটি বিশেষ লেখা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী স্মরণে থাকছে বিশেষ নিবন্ধ। প্রতি সংখ্যার মতো এ সংখ্যায়ও থাকছে বিসিএস প্রস্তুতি, ব্যাংক ও বিসিএস মডেল টেস্ট, প্রাথমিক ও স্কুল-কলেজশিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি। ব্যাখ্যাসহ নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর এবং আরও বেশ কিছু চাকরির প্রস্তুতিমূলক লেখা সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। নতুন চাকরিপ্রার্থীরা এ সময়ে কী করবেন, তা জানা যাবে এতে। আগের সংখ্যার ধারাবাহিকতায় এবার ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডে চাকরির জন্য আবেদনের সুযোগ থাকছে চলতি ঘটনার মাধ্যমে।

খেলার বিশেষ বিশেষ ঘটনাও থাকছে। প্রতিযোগিতার এই চাকরির বাজারে নিজেকে ঠিকভাবে প্রস্তুত করুন। ভালো প্রস্তুতির জন্য সংগ্রহে রাখুন চলতি ঘটনার নভেম্বর সংখ্যা।

প্রকাশক আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : চলতি ঘটনা, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন (৭ম তলা)
২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১।
ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২। ই-মেইল : choltighotona@gmail.com
ফেসবুক : www.facebook.com/choltighotona/
ঘোষণা নং : ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.৫৩ ৯.১৯.১৩৪ (তারিখ : ২১.১০.২০১৯)
প্রকাশনা
পরিবেশক : ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫

পত্র

ত বাংলাদেশ

তি বিশ্ব

৯ ঘটনাপ্রবাহ

১১ ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদ শরীফের সাক্ষাৎকার

১৩ জন্ম-মৃত্যু

১৬ দিবস ঘটনা

১৮ বিদ্যাসাগর : দুই শতকের দীপশিখা

১৯ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

২২ আজ-কাল বাংলাদেশ

২৭ আজ-কাল বিশ্ব

৩৩ আজ-কাল বাংলাদেশ : মডেল টেস্ট

৩৪ চলতি বিশ্ব : মডেল টেস্ট

৩৫ নতুন চাকরি প্রার্থীরা এ সময়ে যা করবেন

৩৬ নোবেল পুরস্কার ২০২০

৩৮ ব্যাখ্যাসহ প্রশ্নের উত্তর : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

৪৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রার্থীরা এখন যা করবেন

৫০ বাণিজ্য

৫৪ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ব্যতিক্রমধর্মী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

৫৫ এসডিজি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

৫৭ নিয়োগ টিপস

৬৫ করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে শঙ্কিত সারা বিশ্ব

৬৬ করোনা হলে অনেকে ঘ্রাণশক্তি হারান কেন?

৬৭ করোনা প্রতিরোধে রাশিয়ার ভ্যাকসিন

৬৮ Learning in the time of Covid- 19

৭১ আইএসএসবি প্রস্তুতি : করোনায় করণীয়

৭৩ অনুশীলন : বিসিএস প্রস্তুতি

৮১ ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডে চাকরির সুযোগ

৮২ ৪১ তম বিসিএস প্রস্তুতি মডেল টেস্ট-৭

৯০ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষা

৯৩ খেলা

৯৬ চিত্র-বিচিত্র

চলতি বাংলাদেশ

রাজনীতি

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৫তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ (ভার্চুয়াল মাধ্যমে) প্রদান করেন- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন মোট—১৭ বার।
- বর্তমানে সরকারের সচিব রয়েছেন—৭৬ জন (নারী সচিব ১০ জন)।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় নবনির্মিত দূতাবাস ভবন উদ্বোধন করেন—১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ (ভার্চুয়াল মাধ্যমে)।

অর্থনীতি

- কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে—১ লাখ ১১ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা (মোট ২০টি প্রণোদনা প্যাকেজ)।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে করোনা সংকটের কারণে বিভিন্ন খাতে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন—২১টি। (প্রণোদনার পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা; দেশের মোট জিডিপির ৪.০৩ শতাংশ)।
- বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ চলছে যথাক্রমে—৮টি ও ২০টি।
- সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলবে—২০৩০ সালের মধ্যে।
- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) তথ্যানুযায়ী চলতি (২০২০-২১) অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে—৬ দশমিক ৮ শতাংশ।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে আসা প্রবাসী আয়ের পরিমাণ—১ হাজার ৮২০ কোটি ডলার।
- বর্তমানে বাংলাদেশের যত শতাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন—৮৫ শতাংশ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের সর্বোচ্চ সুদহার নির্ধারণ করেছে—২০ শতাংশ।
- করোনাকালে কৃষকদের কৃষিঋণের সুদহার—৪ শতাংশ (৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হয়)।
- দেশে বর্তমানে ব্যাংকে আমানতের সুদের হার—৬ শতাংশ।
- ব্যাংক কোম্পানি আইনের যে ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়—৪৬ ও ৪৭ নম্বর ধারায়।
- বাংলাদেশের যে কটি ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা (এমএফএস) দিচ্ছে—১৫টি (সবচেয়ে বড় এমএফএস প্রতিষ্ঠান—বিকাশ, ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)।

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মোবাইল ফোন ভিত্তিক ডিজিটাল আর্থিক সেবার নাম—নগদ।
- দেশে বর্তমানে কয়লাখনি রয়েছে- ৫টি (মজুত প্রায় ৩০০ কোটি টন)।
- দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে—১৬টি।
- দেশে বর্তমানে বেসরকারি পাটকল রয়েছে—২৫৯টি।
- সম্প্রতি দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে—২৫টি।
- শীর্ষে স্থান করে নেওয়া বিশ্বের ২৭টি পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনার মধ্যে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র কারখানা রয়েছে—১৮টি।
- বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে সার কারখানা রয়েছে—৪টি।
- সম্প্রতি বাংলাদেশ যে দেশের সঙ্গে প্রথমবারের মতো দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) করতে যাচ্ছে—ভুটান।
- ২০১৯ সালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (নিট এফডিআই) ছিল—২৮৮ কোটি মার্কিন ডলার।
- দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত—চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় বিশ্বের—৮৬% ইলিশ (বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের ১২% ইলিশ)।
- যে বিভাগ সবচেয়ে বেশি ইলিশের জোগান দেয়—বরিশাল বিভাগ (মোট ইলিশের ৬৬%)।
- যুক্তরাষ্ট্রের নেচার পাবলিশিং গ্রুপের বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স রিপোর্টস-এ প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী স্বাদে ও পুষ্টিতে বাংলাদেশের যে নদীর ইলিশ বিশ্বসেরা—মেঘনা।

শিক্ষা

- রাশিয়া থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠিত ৬১তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয়—৬ প্রতিযোগী। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী অনলাইন গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজনের মাধ্যমে ৬১তম আইএমওর জন্য ৬ সদস্যের বাংলাদেশ গণিত দল নির্বাচন করেছে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।
- দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে—১০৭টি (কার্যক্রম চলে ৯৮টিতে)।
- দেশে স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে—৪৬টি।
- দেশে বর্তমানে সরকারি কলেজ রয়েছে—৬৩২টি।

স্বাস্থ্য

- সম্প্রতি দেশে চালুকৃত টেলিমেডিসিন অ্যাপের নাম—'জয় বাংলা' অ্যাপ।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর হার ১.৪ শতাংশ (সবচেয়ে বেশি চাঁদপুরে ৪.৮%; সবচেয়ে কম বান্দরবানে ০.৫৪%)। মৃত্যুর এক-তৃতীয়াংশ ঢাকায়।
- শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে—খুলনায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে—১০৩ দশমিক ৪৮ মিলিয়ন।
- দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুঠোফোনে অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কলে চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে সম্প্রতি চালু হয়েছে—জয় বাংলা টেলিমেডিসিন অ্যাপ।
- দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে—চট্টগ্রাম বিভাগ।
- দেশে নির্মাণাধীন মোট নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা—২৩টি।

কৃষি

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে—৫৪ লাখ টন।

দেশে ভুট্টার উৎপাদন

- ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষ বিভাগ—রংপুর (মোট উৎপাদনের অর্ধেক)।
- গত অর্থবছরে বাংলাদেশ একমাত্র যে দেশে ভুট্টা রপ্তানি করে—নেপাল।
- ভারত সম্প্রতি বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে—১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ (এর আগে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ একইভাবে বন্ধ করেছিল)।
- চিনি আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান—চতুর্থ।
- গম আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান—পঞ্চম।
- 'সুখ সাগর' যে ফসলের নতুন জাত—পেঁয়াজ।
- ধোঁয়াহীন তামাক পণ্য ব্যবহারের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান—দ্বিতীয়।

খেলাধুলা

- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের বর্তমান প্রধান কোচ—নাভিদ নেওয়াজ, শ্রীলঙ্কা।
- বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সর্বনিম্ন ফিফা র‍্যাঙ্কিং ছিল—১৯৭তম (বর্তমানে ১৮৭তম)।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- যে বাংলাদেশি আগামী টোকিও অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন—রোমান সানা (আর্চারি)।
- জয়তু শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা টুর্নামেন্ট ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়—২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর নবনির্বাচিত সভাপতি—কাজী সালাউদ্দিন (টানা চতুর্থবারের মত)।

রিপোর্ট/সমীক্ষা

- বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থার (WIPO) ২০২০ সালের প্রকাশিত উদ্ভাবন সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান—১১৬তম (১৩১টি দেশের মধ্যে) (শীর্ষে-সুইজারল্যান্ড; সর্বনিম্নে ইয়েমেন)।
- সম্প্রতি এডিবির প্রকাশিত প্রতিবেদনে এশিয়ার ৩০টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে নাগরিকদের সুখে থাকার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান—২৬তম।
- বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত মানব উন্নয়ন সূচক-২০২০ অনুসারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান—১২৩তম (১৭৪টি দেশের মধ্যে)।
- বিশ্ব গণমাধ্যম সূচক-২০২০ অনুসারে বিশ্বের ১৮০টি দেশের বাংলাদেশের অবস্থান—১৫১তম।

উৎসব/পুরস্কার/সম্মাননা

- ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (INMA) 'থার্টি আন্ডার থার্টি' পুরস্কার পেয়েছেন যে বাঙালি—আদর রহমান।
- সিঙ্গাপুর আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াডে (আইওআই) বাংলাদেশ দল যে পদক পেয়েছে—ব্রোঞ্জ।
- মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে জাতিসংঘের প্রকাশিত ২০২০ সালের জন্য ১৭ জন 'ইয়াং লিডার' তালিকায় যে বাংলাদেশি তরুণ স্থান পেয়েছেন—জাহিন রোহান রাজিন (প্রথম বাংলাদেশি তরুণ হিসেবে ২০১৬ সালে এ তালিকায় স্থান পান-সওগাত নাজবিন খান)।
- এ বছর সাহিত্যে নিউইয়র্কে মুক্তধারার বাংলা বইমেলার পুরস্কার পেয়েছেন—সেলিনা হোসেন।

নতুন মুখ

- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বর্তমান মহাপরিচালকের নাম—মেজর জেনারেল সাফিনুল ইসলাম।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (BPSC) নতুন চেয়ারম্যান—মো. সোহরাব হোসাইন (১৪তম, শপথ নেন—২১ সেপ্টেম্বর ২০২০)।
- মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত—মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের বর্তমান হাইকমিশনার—রবার্ট ডিকসন।
- দেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান রাষ্ট্রদূত—রেনসেটেরিঙ্ক।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতের নাম—অং কিউ মোয়ে।
- তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত—এম আল্লামা সিদ্দিকী।
- কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য—অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
- আইসিডিডিআরবির ৬০ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি নির্বাহী পরিচালক হয়েছেন—ড. তাহমিদ আহমেদ (তিনি ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ক্লেমেন্সের স্থলাভিষিক্ত হবেন)।

জন্ম/মৃত্যু

- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্য এ কে এম নওশেরুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেন—২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন—২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ (তাঁর জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জে, তিনি ছিলেন ১৫তম অ্যাটর্নি জেনারেল)।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী পাঠানোর দিক দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান—প্রথম (৬ হাজার ৭৩১ জন)।
- সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতিসংঘের যে অঙ্গসংস্থার ২০২১-২৩ মেয়াদের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে—UNDP, UNFPA, UNOPS.
- সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশে প্রথম Global Center on Adaptation (GCA)-এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়—বাংলাদেশে (GCA-এর বর্তমান সভাপতি বান কি মুন, দক্ষিণ কোরিয়া)।
- The Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)-এর সদর দপ্তর অবস্থিত—ঢাকা, বাংলাদেশে।

বিবিধ

- বর্তমানে দেশে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে—৪ হাজার ২৯১টি।
- বর্তমানে দেশে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে—৫২৩টি।
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত রিস্ক-ইনফর্মড আর্লি অ্যাকশন পার্টনারশিপ (রিপ) উদ্যোগের

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লক্ষ্য—২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ১ বিলিয়ন মানুষকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে নিরাপদ করা।

- সম্প্রতি যে দেশের বিমানবন্দর সুরক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের নারী শান্তিরক্ষী বাহিনী—কঙ্গো (মনুস্কো বিমানবন্দর)।
- ঢাকায় বর্তমান ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার সংখ্যা—৭৪টি।
- সম্প্রতি ২৫ তলাবিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু টাওয়ার' নির্মাণ করা হবে—রাজশাহীতে।
- দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়—২৫ ও ২৯ ধারায়।
- ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০, দেশের যে উপজেলায় প্রথমবারের মতো বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ওএমএসের চাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়—দেবীদ্বার, কুমিল্লায়।
- দেশে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চলছে—১২৫টি।
- সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি উত্তরবঙ্গ এলাকায় যে গাছ কমানোর কথা বলেছে—ইউক্যালিপটাস।
- নদী কমিশনের তথ্যমতে দেশে নদ-নদীর সংখ্যা—৭৭০টির বেশি।
- সম্প্রতি দেশের যে স্থানে ৭০ বছরের ইতিহাসে ২৪ ঘণ্টায় ৪৪৭ মিলিমিটার রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে—রংপুর।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত যে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (শেখ মুজিব আ নেশন'স ফাদার)।
- সারা দেশে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) রয়েছে—১১টি।
- দেশে হাইস্পিড ট্রেনলাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে- ২২৭ কিলোমিটার (৩০০ কিলোমিটার গতিতে চলবে) (নারায়ণগঞ্জ-লাকসাম চট্টগ্রাম)।

চলতি বিশ্ব

রাজনীতি

- সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশে জাতীয় পরিচয়পত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম যুক্ত করার আইন করা হয়েছে—আফগানিস্তান।
- সম্প্রতি ভারতের যে প্রদেশ নিয়ে চীনের সঙ্গে নতুন করে সীমান্ত উত্তেজনা শুরু হয়েছে—অরুণাচল প্রদেশ।
- ভেনিজুয়েলার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—৬ ডিসেম্বর ২০২০।
- বিশ্বের আলোচিত ইসরায়েল-আমিরাত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- চতুর্থ আরব দেশ হিসেবে চলতি বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তির ঘোষণা দিয়েছে—বাহরাইন।
- যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে সম্প্রতি আফগান সরকার ও তালেবানদের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়—১২ সেপ্টেম্বর ২০২০, দোহা, কাতারে।

ইসরায়েল-আমিরাত চুক্তি

- যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল এবং দুই আরব দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের মধ্যকার শান্তি চুক্তির নাম- আব্রাহাম অ্যাকর্ড (আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)।
- ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের চুক্তির প্রতিবাদে আরব লিগের সভাপতির পদ ছেড়েছে—ফিলিস্তিন।
- ইসরায়েলের সঙ্গে বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের চুক্তিকে 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের ভোর' নাম দিয়েছেন— ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- ভারত মহাসাগরে চীনের মোকাবিলায় সম্প্রতি যে তারিখে যুক্তরাষ্ট্র ও মালদ্বীপের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কবিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—১০ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- ইয়েমেনের সরকারবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নাম—হুতি।
- মিয়ানমারের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিদ্রোহী গ্রুপের নাম—আরাকান আর্মি।
- মার্কিন নির্বাচনের কয়েক দিন আগে বা কয়েক সপ্তাহ আগে নির্বাচনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া নাটকীয় ঘটনাকে বলে—'অক্টোবর বিস্ময়'।
- বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফৌজদারি মামলার রায় প্রকাশিত হয়—৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ (মোগল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মির বাকির তৈরি এ মসজিদ ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ধ্বংস করা হয়)।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর নাম—সিক্রেট সার্ভিস।
- 'এমআই সিক্স' যে দেশের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা—যুক্তরাজ্য।
- যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে আলোড়ন তোলা সদ্য প্রকাশিত বই 'RAGE'-এর লেখক—সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড, যুক্তরাষ্ট্র।
- সম্প্রতি পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী দলগুলোর জোটের নাম—পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম)।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে—২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- সম্প্রতি পূর্ণ রাজতান্ত্রিক দেশ সৌদি আরবে নতুন গঠিত রাজনৈতিক দলের নাম—National Assembly Party (NAP) (সৌদি আরবের জাতীয় দিবস ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০-এ দল গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। দলটির প্রধান নেতা ইয়াহিয়া অসিরি)।
- ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধন আইনবিরোধী (সিএএ) বিক্ষোভ করে 'টাইম' ম্যাগাজিনের প্রভাবশালীদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন যে ভারতীয় নারী—বিলকিস (নয়াদিল্লির শাহিনবাগের ৮২ বছর বয়সী নারী)।

ডোনাল্ড ট্রাম্প কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্লাটিনাম প্ল্যান ঘোষণা করেছেন

- নির্বাচন সামনে রেখে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য যে প্ল্যান ঘোষণা করেছেন—প্লাটিনাম প্ল্যান।
- 'নাগার্নো-কারাবাখ' সীমান্ত নিয়ে সম্প্রতি যে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে—আজারবাইজান-আর্মেনিয়া।
- যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের মধ্যকার প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়—২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ (ক্লিভল্যান্ডে, জয়ী—জো বাইডেন)। ট্রাম্প-বাইডেন দ্বিতীয় বিতর্ক বাতিল করা হয়েছে (১৫ অক্টোবর ২০২০ অনুষ্ঠেয়)।
- নির্বাচন সামনে রেখে যে দেশের প্রেসিডেন্টের ওপর কর ফাঁকির অভিযোগ উঠেছে—যুক্তরাষ্ট্র (ডোনাল্ড ট্রাম্প)।
- সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার যে প্রতিমন্ত্রী নারকেল গাছে চড়ে ভাষণ দিয়েছেন—অরুন্দিকা ফার্নান্দো।
- আজারবাইজানকে অস্ত্র সরবরাহ করায় যে দেশ থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করেছে আর্মেনিয়া—ইসরায়েল।

অর্থনীতি/কৃষি

- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) তথ্য অনুযায়ী (সেপ্টেম্বর ২০২০) এশিয়ার শীর্ষ সুখী দেশ—তাইওয়ান।
- বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস উৎপাদনকারী সংস্থা—গাজপ্রম (রাশিয়া)।
- Institute for Economic and Peace (IEP) যে দেশভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা—অস্ট্রেলিয়া।
- ইস্পাত উৎপাদনে ও রপ্তানিতে বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ দেশ—চীন।
- গম আমদানিতে শীর্ষ দেশ—মিসর।

শিক্ষা

- যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চতুর্থ বই—'A Promised Land' (এটি একটি স্মৃতিকথা, প্রকাশিত হবে ১৭ নভেম্বর ২০২০), তাঁর লেখা আরও তিনটি বই 'Dreams from My Father'—1995, 'The Audacity of Hope'—2006, 'Of The I Sing'—2010।
- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসকে নিয়ে প্রকাশিতব্য কমিক বই—'ফিমেল ফোর্স: কমলা হ্যারিস' (প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-টাইডাল ওয়েভ)।
- 'The Rohingyas: Inside Myanmor's Hidden Genocide' বইটি লিখেছেন—আজিম ইব্রাহিম, স্কটল্যান্ড।
- 'Permanent Record' বইটি লিখেছেন—এডওয়ার্ড স্নোডেন, যুক্তরাষ্ট্র (বইটি অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করায় জরিমানা হিসেবে বিকৃত বইয়ের আয় থেকে আসা ৫০ লাখ ডলার অর্থ যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দিতে হবে)।

প্রযুক্তি

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর উন্নয়নের দিক দিয়ে শীর্ষ দেশ—যুক্তরাষ্ট্র।
- গাড়ি তৈরিতে শীর্ষ দেশ—জাপান।
- বিখ্যাত 'আরমাতা' ট্যাংক যে দেশের তৈরি—রাশিয়া।
- বিশ্বব্যাপী জঙ্গিগোষ্ঠীর অনলাইন তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী সাইট—'ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ'।
- চীনা প্রযুক্তি জায়ান্ট হুয়াওয়ের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেমের নাম—হারমোনি ওএস।
- চীনা মালিকানাধীন কোম্পানি বাইটড্যান্সের ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ 'টিকটক'-এর কার্যক্রমের যুক্তরাষ্ট্র অংশ কিনে নিয়েছে—ওরাকল করপোরেশন, যুক্তরাষ্ট্র।
- সম্প্রতি অ্যাপলের চালু করা নতুন সেবার নাম—ফিটনেস.প্লাস।

খেলাধুলা

- ১৩তম আইপিএল (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) অনুষ্ঠিত হচ্ছে—সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) বর্তমান (১২তম আসরে) চ্যাম্পিয়ন—মুম্বাই ইন্ডিয়ানস।
- 'টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বর্তমান শীর্ষ ব্যাটসম্যান'—ডেভিড মালান, ইংল্যান্ড।
- ২০২০ সালে সর্বোচ্চ আয় করা ফুটবলার—

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লিওনেল মেসি, ১২৬ মিলিয়ন ডলার (দ্বিতীয় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ১১৭ মিলিয়ন ডলার, তৃতীয় নেইমার জুনিয়র, ৯৬ মিলিয়ন ডলার)।

- ২০২০ সালের উয়েফা সুপার কাপ অনুষ্ঠিত হয়—২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২০-২১ সিজনের খেলা শুরু হয়—১২ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- ইউএস ওপেন ২০২০ নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন—নাওমি ওসাকা, জাপানি হাইতিয়ান।
- ইউএস ওপেন ২০২০ পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন—ডমিনিক থিম, অস্ট্রিয়া (এটি তাঁর প্রথম গ্র্যান্ডস্লাম)।
- নারী টেনিসের জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট 'ফেড কাপ'-এর পরবর্তী নাম রাখা হয়েছে—বিলি জিন কিং কাপ (বিলি জিন কিং—যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি নারী টেনিস খেলোয়াড়)।

রিপোর্ট/সমীক্ষা

- বিশ্বব্যাংকের মানব উন্নয়ন সূচক-২০২০ অনুসারে শীর্ষ দেশ—সিঙ্গাপুর (সর্বনিম্ন সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ১৭৪তম)

উৎসব/পুরস্কার/সম্মাননা

- ইতালিতে অনুষ্ঠিত হওয়া ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—২-১২ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়—১০ সেপ্টেম্বর ২০২০।

৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব

- ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার 'গোল্ডেন লায়ন' জিতে নেয় যে চলচ্চিত্র—'নোম্যাডল্যান্ড' (যুক্তরাষ্ট্র)।
- ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জেতেন—পিয়েরফ্রান্সিসকো · ফবিনো (ইতালি)।
- ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জেতেন—ভেনেসা কারবি (যুক্তরাজ্য)।
- ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জেতেন—ক্লোরি ঝাও (চীনা বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)।

দিবস

- ১ অক্টোবর—আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস।
- ৪ অক্টোবর—বিশ্ব প্রাণী দিবস।
- ৫ অক্টোবর—বিশ্ব শিক্ষক দিবস ও বিশ্ব শিশু দিবস
- ৯ অক্টোবর—বিশ্ব ডাক দিবস।
- ১১ অক্টোবর—বিশ্ব কন্যাশিশু দিবস।
- ১৫ অক্টোবর—বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস।
- ১৬ অক্টোবর—বিশ্ব খাদ্য দিবস।
- ১৭ অক্টোবর—আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস।
- ২৪ অক্টোবর—জাতিসংঘ দিবস।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

- জাতিসংঘের ৭৫তম অধিবেশন শুরু হয়—১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ (প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ভার্চুয়াল অধিবেশন)।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য, 'আমরা ভবিষ্যৎ চাই, আমাদের জাতিসংঘের প্রয়োজনে : বহুপক্ষীয়তার প্রতি আমাদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিত করতে'।
- জাতিসংঘ যে কয়টি অঙ্গসংস্থার মাধ্যমে কাজ করে—১৪টি।
- ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত আলিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের (এআরএফ) ২৭তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন—ফাম বিন মিন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ভিয়েতনাম।
- বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সংগঠন Organization for Economic Co- operation and Development (OECD)-এর মতে, করোনায় বিশ্বে মাথাপিছু ক্ষতি ৯০০ ডলার (OECD প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে, সদর দপ্তর প্যারিস, ফ্রান্স)
- সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এশিয়ার যে দেশে কার্যক্রম স্থগিত করেছে—ভারত। (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত, সদর দপ্তর লন্ডন, যুক্তরাজ্য)।
- জি-২০ সম্মেলন (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত হবে ২১ ও ২২ নভেম্বর ২০২০।
- Organization of Islamic Co- operation (OIC)-এর বর্তমান সদস্যদেশ ৫৭টি।

নতুন মুখ

- তাইওয়ানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট—সানইন ওয়েং।
- থাইল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী—প্রায়ুথ চানওচা।
- 'Office of the United State Nations High Commissioner for Human Rights' (OHCHR)-এর বর্তমান প্রধান—মিশেল ব্যাশলেট চিলি।
- আফগানিস্তানের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট—আমরুল্লাহ সালেহ।
- জাম্বিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম—এডগার লুঙ্গু।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্তমান আঞ্চলিক পরিচালক—ড. পুনম ক্ষেত্রফাল সিং, ভারত।
- জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম—ইয়োশিহিদে সুগা।(তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক, তিনি ছিলেন কারখানাকর্মী, দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি—এলডিপি)
- বেলারুশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম—আলেক্সান্দার লুকাশেঙ্কো।
- কাতারের বর্তমান আমিরের নাম—শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি।
- মালির নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম—মোক্তার উয়ানে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে মনোনীত হয়েছেন—অ্যামি কোনি ব্যারেট।

জন্ম/মৃত্যু

- যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রুথ বেডার গিন্সবার্গ মৃত্যুবরণ করেন—১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ (তাঁকে নারী অধিকারের চ্যাম্পিয়ন বলা হয়)।
- 'তুষার চিতা' খেতাবপ্রাপ্ত পর্বতারোহী আং রিতা শেরপি মৃত্যুবরণ করেন—২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জনক কিংবদন্তি সম্পাদক স্যার হ্যারল্ড ইভান্স মৃত্যুবরণ করেন—২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ (তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'দ্য অ্যামেরিকান সেঞ্চুরি','দ্য মেড আমেরিকা'; সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য তিনি ২০০৪ সালে নাইট উপাধি পান)।
- কুয়েতের নতুন আমির—শেখ নওয়াফ আল আহমেদ (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-সাবাহ ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ২৬০ বছর ধরে কুয়েত শাসন করছে সাবাহ পরিবার)।

বিবিধ

- 'এফ-২০ ক্লাইমেট সলিউশন উইক' ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়—১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- সম্প্রতি আমেরিকার যেসব অঙ্গরাজ্যে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে—ক্যালিফোর্নিয়া, অরেগন এবং ওয়াশিংটনে।
- 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার' হলো—পরিবেশদূষণবিরোধী আন্দোলন ('ফ্রাইডেস ফর ফিউচার' আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সুইডেনে, ২০১৮ সালে, আন্দোলনের সূত্রপাত করেন গ্রেটা থুনবার্গ, সুইডেনের স্কুলছাত্রী)।
- OTT Platfrom- এর পূর্ণরূপ—Over the top.
- সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ায় আঘাত হানা টাইফুনের নাম—মায়সাক।
- মোরিয়া আশ্রয়শিবির অবস্থিত—লেসবস দ্বীপ, গ্রিস।
- 'আল আরাবিয়া' যে দেশের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম—সৌদি আরব।
- 'F20 Climate Solution Week 2020' আয়োজিত হয়—১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০। (F20-এর সভাপতি ক্লাউস মিলকে, সদর দপ্তর-হামবুর্গ জার্মানি)
- 'ফ্লোরা অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' বইটি লিখেছেন—বেন্থাম হুকা, যুক্তরাজ্য।
- 'বালড রিভার ফলস' জলপ্রপাত অবস্থিত—টেনেসে, যুক্তরাষ্ট্র।
- সম্প্রতি মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ভার্চুয়াল বইমেলা হয়ে গেল—নিউইয়র্কে।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মেক্সিকো উপসাগরীয় অঞ্চলে আঘাত হানা হারিকেনের নাম—হ্যালি।
- ঐতিহ্যবাহী 'ওবারবামব্রুক সেতু' অবস্থিত—জার্মানিতে (জার্মানি অংশে প্রবহমান স্প্রি নদীর ওপর সেতুটি নির্মিত)।
- থার্ডপোল বা তৃতীয় মেরু বলা হয়—তিব্বতকে। (এ অঞ্চলকে 'বিশ্বের পানির চূড়া' বলা হয়)।
- 'নৈফুদ মরুভূমি' অবস্থিত—সৌদি আরবে। (সম্প্রতি এই মরুভূমিতে ১ লাখ ২০ বছর আগের মানুষের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে)।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের 'অরেগন' অঙ্গরাজ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া দাবানলের নাম—ব্রাটেইন ফায়ার।
- সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জোট আইসিআইজেতে প্রকাশিত অর্থ লেনদেনসংক্রান্ত গোপন নথির নাম—ফিনসেন ফাইলস। [(২১ সেপ্টেম্বর ২০০০, আইসিআইজে তাঁদের ওয়েবসাইটে ৯০টি দেশের এই নথি প্রকাশ করে) সন্দেহজনক লেনদেনে বাংলাদেশের ৩টি ব্যাংকের নাম আছে]

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

- ফেসবুক পেজের বৈশ্বিক তালিকায় প্রথম—ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
- জলবায়ু সপ্তাহ-২০২০ আয়োজিত হয়—২১-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০, নিউইয়র্ক সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।
- কৃষি বিলের প্রতিবাদে সম্প্রতি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে—ভারতে।
- 'নেগলেরিয়া ফাওলিরি' হচ্ছে—এককোষী অ্যামিবা (সম্প্রতি এই অ্যামিবার সংক্রমণে আমেরিকার এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে)।

গ্রন্থনা : সাব্বির হোসেন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার

আন্তর্জাতিক

- আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট হারিকেন স্যালি যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা ও ফ্লোরিডায় তাণ্ডব চালিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দেয় সবকিছু।
- ৪৬২ ভোটের মধ্যে ৩১৪ ভোট পেয়ে জাপানের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত ইয়োশিহিদে সুগা।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ

- চলতি বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমের ১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ প্রজননক্ষেত্রে ইলিশসহ সব ধরনের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ইলিশ উন্নয়ন-সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির।

আন্তর্জাতিক

- দুই দিনব্যাপী এডিবির ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার সূচনা ভার্চুয়ালি।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ শুক্রবার

বাংলাদেশ

- নিজ নিজ দেশে এসডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশি জাহিন রোহানসহ বিশ্বের ১৭ তরুণের জাতিসংঘের 'ইয়াং লিডার্স' স্বীকৃতি অর্জন।
- বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১০ দিনব্যাপী ভার্চুয়াল বইমেলার সূচনা।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ শনিবার

বাংলাদেশ

- সীমান্ত হত্যা বন্ধে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫০তম বৈঠক পিলখানা সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক

- ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৩তম আসরের উদ্বোধন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জলবায়ু সপ্তাহ-২০২০-এর সূচনা।
- ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পারমাণবিক ও অন্যান্য অস্ত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ২৭টি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ যুক্তরাষ্ট্রের।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার

বাংলাদেশ

- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্প পাস, প্রকল্পটির আওতায় সারা দেশে ইলিশের ছয়টি অভয়াশ্রম তৈরি করা হবে। এ ছাড়া সভায় ইলিশের প্রকল্পসহ মোট ১ হাজার ১৬৬ কোটি টাকার ৫টি প্রকল্প পাস হয়।

আন্তর্জাতিক

- ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে দুই আরব দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন চুক্তি করলে তার প্রতিবাদস্বরূপ আরব লিগের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ায় ফিলিস্তিন।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার

বাংলাদেশ

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের সাইডলাইনে 'ডিজিটাল সহযোগিতা : ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অ্যাকশন টুডে' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বলেন, 'আমরা আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক অংশীদারত্বের অপেক্ষায় রয়েছি।'

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষায় পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

আন্তর্জাতিক

- নোবেল পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি করে ৯ মিলিয়ন ক্রোনার থেকে ১০ মিলিয়ন ক্রোনার (১ দশমিক ১ মিলিয়ন বা ১১ লাখ ডলার) করার ঘোষণা নোবেল ফাউন্ডেশনের।
- জাতিসংঘের সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) 'বিশ্ব নৌদিবস' পালন করে।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ শুক্রবার

আন্তর্জাতিক

- প্রথমবারের মতো 'বৈশ্বিক ক্লাইমেট অ্যাকশন দিবস' পালনের আহ্বান জানায় গ্রেটা থুনবার্গ (সুইডেন) সূচিত পরিবেশ দূষণবিরোধী আন্দোলন 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার'।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ শনিবার

বাংলাদেশ

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০০তম জন্মবর্ষ

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

উদ্‌যাপিত। (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০— ২৯ জুলাই, ১৮৯১)

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ রোববার

আন্তর্জাতিক

- আজ বিশ্ব নদী দিবস।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলো থেকে যাওয়া অভিবাসীদের অবাধ চলাচল নিয়ন্ত্রণে গণভোট অনুষ্ঠিত সুইজারল্যান্ডে।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার

আন্তর্জাতিক

- আজ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। করোনা সংকট উত্তরণে এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার'।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার

বাংলাদেশ

- দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' পালিত। তবে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫ অক্টোবরের 'বিশ্ব শিশু দিবস' এবং 'শিশু অধিকার সপ্তাহের' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে ৬ অক্টোবর দিবসটি পালন করবে।

আন্তর্জাতিক

- জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সম্মেলনের ভার্চুয়ালি সূচনা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে।

১ অক্টোবর ২০২০, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ

- আবহাওয়া অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় 'উপজেলা আবহাওয়া' পোর্টালের যাত্রা শুরু।
- নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের এক ভার্চুয়াল বৈঠকে ২০৪১ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রবার্ট লেফানডফস্কি

আন্তর্জাতিক

- সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ছেলেদের ফুটবলে উয়েফার বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার পেয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখের রবার্ট লেফানডফস্কি।

২ অক্টোবর ২০২০, শুক্রবার

আন্তর্জাতিক

- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু।
- ৩ অক্টোবর ২০২০, শনিবার

বাংলাদেশ

- টানা চতুর্থ মেয়াদে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি নির্বাচিত কাজী সালাউদ্দিন।

আন্তর্জাতিক

- ভারতের হিমাচল প্রদেশের রোটাংয়ে ৯ দশমিক ২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিশ্বের দীর্ঘতম হাইওয়ে টানেলের (অটল টানেল) উদ্বোধন করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

৪ অক্টোবর ২০২০, রোববার

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন খুরশীদ আলম।

৫ অক্টোবর ২০২০, সোমবার

আন্তর্জাতিক

- বিশ্ব শিশু দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে'।
- 'শিক্ষক : সংকটে, নেতৃত্বে, ভবিষ্যতের পুনর্নির্মাণে' প্রতিপাদ্য নিয়ে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালিত।

৭ অক্টোবর ২০২০, বুধবার

বাংলাদেশ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় চার দফা প্রস্তাব ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাঁচাতে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার নিশ্চিতের আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক

- নির্বাচন-পরবর্তী ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে কিরগিজস্তানের প্রধানমন্ত্রী কুবাটবেক বরোনভের পদত্যাগ।

৮ অক্টোবর ২০২০, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলার বা ৪ হাজার কোটি ডলারের মাইলফলক অতিক্রম।
- নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা) হিসেবে এ এম আমিন উদ্দিনকে নিয়োগ প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

আন্তর্জাতিক

- চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস বিশ্বব্যাংকের।
- হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) তথ্যানুযায়ী মিয়ানমারের সংঘাতকবলিত রাখাইন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রাজ্যের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম মানবেতর জীবন যাপন করছে।

৯ অক্টোবর ২০২০, শুক্রবার

আন্তর্জাতিক

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার

- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে (ডব্লিউএফপি) নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান।
- ওডিশা উপকূলের বালেশ্বর থেকে 'রুদ্রম-১'(২৫০ কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতাবিশিষ্ট) ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ভারতের।

১১ অক্টোবর ২০২০, রবিবার

বাংলাদেশ

- পদ্মা সেতুর মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে ৪ ও ৫ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয়েছে ৩২তম স্প্যান। এতে দৃশ্যমান হলো সেতুর ৪ হাজার ৮০০ মিটার, যা যমুনা নদীর ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর দৈর্ঘ্যের সমান।

আন্তর্জাতিক

- ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে পুরুষ এককে স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল সার্বিয়ান নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে ১৩তম ফ্রেঞ্চ ওপেন জেতেন এবং একই সঙ্গে ২০তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী হয়ে রজার ফেদেরারের পাশে স্থান করে নেন।

১২ অক্টোবর ২০২০ : সোমবার

বাংলাদেশ

- ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন, সাধারণ জখম হলে আপসের বিধান রেখে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০০'-এর নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন মন্ত্রিসভায়।

১৩ অক্টোবর ২০২০ : মঙ্গলবার

বাংলাদেশ

- ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন, সাধারণ জখম হলে আপসের বিধান রেখে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০০'এ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।

১৪ অক্টোবর ২০২০ : বুধবার

আন্তর্জাতিক

- তিন দিনের সফরে মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই বিগান এর ঢাকায় আগমন।
- করোনার দ্বিতীয় টিকার অনুমোদন দিয়েছে রাশিয়া।

গ্রন্থনা : **লোটাস ইবনে হাবীব**

সাক্ষাৎকার

ওয়াহিদ শরীফ

তরুণদের নিয়ে কাজ করে ডিজিকন

আইসিটি খাতে অন্যতম বড় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে ডিজিকন। আইসিটি শিক্ষা, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যা ১ হাজার ৫০০। ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদ শরীফ। দেশের অন্যতম এই টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আছেন তিনি। কলসেন্টারের ভবিষ্যৎসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মোছাব্বের হোসেন**।

ডিজিকন সম্পর্কে কিছু বলুন। কীভাবে শুরু করলেন?

ডিজিকনের শুরুর পরিকল্পনা ছিল দেশকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই চিন্তা থেকেই ২০১১ সালে আমরা শুরু করি একটি টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকসেবা দিয়ে। ২০১৩ সালে একটি শীর্ষ ইন্টারনেট সেবাদাতা তাদের কাস্টমার সার্ভিস পার্টনার হিসেবে আমাদের বেছে নেয়। এই ধারা অব্যাহত রেখে স্বাস্থ্য, ই-কমার্স অটোমোবাইল, কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকসসহ সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাহকসেবা দিয়ে আসছি। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করছে ডিজিকন। এরই মধ্যে আইসিটি খাতে অন্যতম বড় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে জায়গা করে নিতে পেরেছি। বর্তমানে ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড প্রাথমিক আইসিটি শিক্ষা, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবসমাজের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

করেছে। এ ছাড়া আমরা সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর হিসেবেও কাজ করছি। ইতিমধ্যে ডিজিকন তার ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়ে নেপালে কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ছাড়া ২০১৯ সালে ডিজিকন 'BPO Organization of the Year' এবং 'তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে 'শ্রেষ্ঠ কর্মসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান'-এর সম্মাননা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে বিপিও সেক্টরের ভবিষ্যৎ কেমন?

বছরের পর বছর ধরে বিপিও শিল্পগুলো বিভিন্ন ব্যবসার ব্যয়-কার্যকর সমাধান সরবরাহ করে আসছে। ক্লাউড কম্পিউটিং, সোশ্যাল মিডিয়া, সফটওয়্যার এবং অটোমেশনের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলো বিপিওগুলো ব্যয় হ্রাস করতে এবং বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব সেক্টরে উন্নয়ন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। শুধু তা-ই নয়, এ ক্ষেত্রে রয়েছে খণ্ডকালীন ও পূর্ণকালীন কাজের সুযোগও। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশে বিপিও সেক্টরে সুযোগগুলো খুবই আশাব্যঞ্জক। যেমন দেশীয় বাজার বর্তমানে ক্রমবর্ধমান এবং একই সঙ্গে সুযোগগুলো আরও বাড়ছে। সরকারি, ব্যাংকিং ও আর্থিক, ভোক্তা পরিষেবা ইত্যাদির মতো অনেক সেক্টর খোলা হচ্ছে এবং এরই সঙ্গে গ্রাহক পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যাক অফিস সাপোর্টের কার্যক্রম বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ভয়েসের মাধ্যমেই বেশি কাজ করা হয়ে থাকে এবং দেশের শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে বিপিও কী, এখানে কাজের সম্ভাবনা কতটুকু। অনেকেরই ধারণা ছিল, বিপিও মানেই কলসেন্টার। এই ভুল ধারণা অনেকটা দূর হওয়ার ফলে অনেকেই এখন বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

কলসেন্টারে কাজ করতে কী কী দক্ষতা লাগে? তরুণদের এবং অভিজ্ঞদের বেতন কেমন?

প্রথমত, কলসেন্টারে কাজ করার জন্য কম্পিউটার বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। এ ছাড়া মাতৃভাষায় সুন্দর ও সাবলীলভাবে কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে। ইংরেজিতে কিছু বেসিক কথা বলার অভ্যাস থাকলে ভালো। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একজন গ্রাহকের চাহিদা বুঝে তাকে প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া। এর জন্য কলসেন্টারে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদেরকে অনেক ধৈর্য ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করতে হয়। মোট কথা, কমিউনিকেশন আর সফট স্কিলে দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এই সেক্টরে তরুণদের ক্ষেত্রে বেতন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা, অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে বেতন ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা।

ক্যারিয়ার হিসেবে কলসেন্টারের কাজ কিংবা কাজের ধরন কেমন? এখান থেকে কত দূর যাওয়া যায়?

ক্যারিয়ার হিসেবে কলসেন্টারে জনপ্রিয়তার হার ঊর্ধ্বমুখী। কারণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশে বর্তমান বাজারে চাকরির চাহিদার সঙ্গে চাকরির সুযোগ অপ্রতুল। কলসেন্টার এ ঘাটতি পূরণের সুযোগ করে দিয়েছে। মজার বিষয় হলো, এখানে কাজ করার জন্য বিশেষ কোনো দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে না। সুন্দরভাবে কথা বলতে পারা এবং সামান্য কিছু প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকলেই কাজ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে একজন যদি কলসেন্টারকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেন, তবে পর্যায়ক্রমে টিম লিডার এবং আরও পরে কলসেন্টার ম্যানেজার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবেন।

ডিজিকন কী কী সেবা দেয়? কর্মীর সংখ্যা কত?

ডিজিকন মূলত একটি বিপিও আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ ডিজিকনের মূল লক্ষ্য হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের অক্সিলিয়ারি প্রসেসগুলোকে সচল রাখতে সহযোগিতা করা। কলসেন্টার ছাড়াও ম্যানপাওয়ার ও আউটসোর্সিং ট্রেনিং এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার সলিউশন সেবা নিশ্চিত করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। আমাদের বর্তমান কর্মীর সংখ্যা ১ হাজার ৫০০।

শিক্ষার্থীদের পার্টটাইম চাকরির সুযোগ আছে কি না? কত ঘণ্টা? বেতন কেমন পান?

এখন পর্যন্ত আমরা পার্টটাইম চাকরির সুযোগ রাখিনি। তবে ভবিষ্যতের জন্য এটি নিয়ে আমরা ভাবছি।

কলসেন্টারে কাজ করতে হলে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা কতটা প্রয়োজন?

এখানে দুটো বিষয় লক্ষ রাখতে হবে, কলসেন্টার যদি জাতীয় পর্যায়ের হয়, তবে ইংরেজির বেসিক বিষয়গুলো জানলেই চলবে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কলসেন্টারের জন্য ইংরেজিতে সাবলীলভাবে কথা বলা এবং বুঝতে পারার পাশাপাশি ইংরেজি লেখার দক্ষতাও থাকতে হবে।

কলসেন্টার কোন কোন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে?

কলসেন্টারের আওতায় মূলত পণ্য বা সেবা বিক্রি করা এবং গ্রাহকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য পরিষেবা যেমন অভিযোগ গ্রহণ, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, পরামর্শ প্রদান, প্রযুক্তিগত সহায়তা, ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া সাপোর্টও দেওয়া হয়।

কোভিডের এ সময় কলসেন্টার কীভাবে কাজ পরিচালনা করছে? হোম অফিস করা যায় কি না?

কোভিডের শুরুর দিকে কলসেন্টার পরিচালনা করাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছিল। কারণ, মানুষের মনে ভয় কাজ করছিল। যেহেতু আমরা জরুরি সেবার আওতায় পড়ি, আমাদের অপারেশন চালু রাখতে হতো। এমতাবস্থায় আমরা ডোর টু ডোর ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস দিয়ে কর্মীদের অফিসে আনার ব্যবস্থা করি। একই সঙ্গে অফিসের অভ্যন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিই। এর সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে আমরা প্রায় অর্ধেক জনবলকে হোম অফিস করার সুযোগ করে দিই। এ ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা এবং তথ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েই হোম অফিসকে একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করি।

• ডিজিকনে চাকরির খবর দেখুন ৮১ পৃষ্ঠায়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

জন্ম

১ নভেম্বর

জেনারেল মো. আতাউল গনি ওসমানী

(১ নভেম্বর ১৯১৮—১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী ১৯১৮ সালের ১ নভেম্বর সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম খান বাহাদুর মফিজুর রহমান, মা জোবেদা খাতুন। তিনি ১৯৩৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজকীয় বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয়। ভারত ভাগের পর তিনি যোগ দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং তাঁর এ পদোন্নতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। অকৃতদার জেনারেল এম এ জি ওসমানী ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

১৩ নভেম্বর

হুমায়ূন আহমেদ

(১৩ নভেম্বর ১৯৪৮—১৯ জুলাই ২০১২)

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ফয়েজুর রহমান আহমেদ, মা আয়েশা ফয়েজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে তাঁর লেখালেখির শুরু। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার'। বই দুটি প্রকাশের পর শক্তিশালী লেখক হিসেবে পাঠকমহলে সমাদৃত হন তিনি। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে শুরু হয় হুমায়ূন আহমেদের কর্মজীবন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করার জন্য তিনি অধ্যাপনা পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। হুমায়ূন আহমেদ দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখায় বাঙালি সমাজ ও জীবনধারার গল্প ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন গল্প বলার এক নিজস্ব ভাষাভঙ্গি। রসবোধ আর অলৌকিকতার মিশেলে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর সৃষ্টি হিমু, মিসির আলি, বাকের ভাই চরিত্রগুলো পেয়েছে 'অমরত্ব'। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন, নির্মাণ করেছেন নাটক ও চলচ্চিত্র। গল্প, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন, শিশুতোষ গ্রন্থ, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা প্রভৃতি মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা তিন শতাধিক। তাঁর শেষ উপন্যাস 'দেয়াল'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্যামল ছায়া', 'আগুনের পরশমণি', 'অনিল বাগচীর একদিন', '১৯৭১', 'জোছনা ও জননীর গল্প'। আশির দশকে বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক ও ধারাবাহিক নাটকের ইতিহাসে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেন। হুমায়ূনের প্রথম টেলিভিশন নাটক 'প্রথম প্রহর' (১৯৮৩, পরিচালনা : নওয়াজিশ আলী খান)। তাঁর প্রথম ধারাবাহিক নাটক 'এইসব দিনরাত্রি' বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এ ছাড়া অন্যান্য জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মধ্যে আছে 'বহুব্রীহি', 'অয়োময়', 'কোথাও কেউ নেই', 'আজ রবিবার', 'নক্ষত্রের রাত' প্রভৃতি। ১৯৯৪ সালে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'। এ ছাড়া তিনি নির্মাণ করেছেন 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'শ্যামল ছায়া', 'দুই দুয়ারী', 'চন্দ্রকথা', 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত', 'আমার আছে জল' চলচ্চিত্রগুলো। তাঁর শেষ চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা'। ২০১২ সালের ১৯ জুলাই হুমায়ূন আহমেদ নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সৃজনশীলতার স্বীকৃতিস্বরূপ হুমায়ূন আহমেদ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরস্কার (১৯৮৭), হুমায়ূন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার [শ্রেষ্ঠ কাহিনি-১৯৯৩, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-১৯৯৪, শ্রেষ্ঠ সংলাপ-১৯৯৪], একুশে পদক (১৯৯৪), শেলটেক পুরস্কার (২০০৭) প্রভৃতি।

১৯ নভেম্বর

সুবীর নন্দী (১৯ নভেম্বর ১৯৫৩—৭ মে ২০১৯)

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সুবীর নন্দী ১৯৫৩ সালের ১৯ নভেম্বর হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার নান্দীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুধাংশু নন্দী ছিলেন সংগীতপ্রেমী। তাঁর মা পুতুল রানীও গান গাইতেন। সিলেট ও ঢাকা রেডিওতে রেকর্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে গানের জগতে আসেন। সুবীর নন্দী তাঁর দীর্ঘ ৪০ বছরের ক্যারিয়ারে গেয়েছেন আড়াই হাজারের বেশি গান। বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য জনপ্রিয় গান। চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম গান করেন ১৯৭৬ সালে 'সূর্যগ্রহণ' চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দিয়ে তিনি পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২০১৯ সালে সংগীতে অবদানের জন্য তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। এই বরেণ্য সংগীতশিল্পী ২০১৯ সালের ৭ মে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান।

২৭ নভেম্বর

মুনীর চৌধুরী (২৭ নভেম্বর ১৯২৫—১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)

মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ সালের এই দিনে মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলায়। মুনীর চৌধুরী ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স ও এমএ পাস করেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় এবং ১৯৫৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। মুনীর চৌধুরীর কর্মজীবন শুরু হয় খুলনার ব্রজলাল কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। মুনীর চৌধুরী শিক্ষা ও পেশাগত জীবনে বামপন্থী রাজনীতি ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড এবং পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে সভা হয়, তাতে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ ও বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে নিরাপত্তা আইনে সরকার তাঁকে বন্দী করে। জেলে বন্দী অবস্থায়ই ১৯৫৩ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচনা করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'কবর'। শুধু রচনাই নয়, জেলের বন্দীদের দ্বারা এ নাটকের প্রথম মঞ্চায়নও হয় জেলের মধ্যেই। বাঙালি সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল মুনীর চৌধুরী ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিলে তিনি তার প্রতিবাদ জানান। ১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি পাকিস্তান সরকারের দেওয়া সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব বর্জন করেন। তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল নাটকের প্রতি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাঁর মৌলিক নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর মূল চেতনায় আছে যুদ্ধবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে নর-নারীর প্রেম। মুনীর চৌধুরী বিদেশি নাটকের অনুবাদেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'কেউ কিছু বলতে পারে না', 'রুপার কৌটা', 'মুখরা রমণী বশীকরণ' ইত্যাদি নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। 'মীর-মানস' ও 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থ দুটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর একটি বিশেষ কীর্তি বাংলা টাইপ রাইটারের কি-বোর্ড উদ্ভাবন, যা 'মুনীর অপটিমা' নামে পরিচিত। তিনি নাটকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) ও দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫) লাভ করেন। ঢাকার থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী তাঁর স্মরণে মুনীর চৌধুরী সম্মাননা (১৯৮৯) পদক প্রবর্তন করে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের দুই দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীদের দ্বারা অপহৃত ও নিহত হন।

মৃত্যু

১৬ নভেম্বর

সুভাষ দত্ত (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০—১৬ নভেম্বর ২০১২)

বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেতা সুভাষ দত্ত ১৯৩০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে সিনেমার শুরুর সময় থেকে যে কয়েকজন গুণী নির্মাতার হাতে বাংলা সিনেমা সমৃদ্ধ হয়েছে, সুভাষ দত্ত ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁর কর্মজীবন শুরু সিনেমার পোস্টার আঁকা দিয়ে। তারপর একে একে শিল্পনির্দেশনা, বহুমাত্রিক চরিত্রে অভিনয়, সিনেমা নির্মাণসহ অনেকগুলো শাখায় বিচরণ করেছেন তিনি। চলচ্চিত্র ছাড়াও সুভাষ দত্ত অভিনয় করেছেন মঞ্চে। ১৯৭২ সালে আরণ্যক নাট্যদলের প্রথম প্রযোজনা 'কবর' নাটকে তিনি অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রে তিনি কৌতুকাভিনেতা হিসেবে অভিনয় করে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' সিনেমা দেখেই সুভাষ দত্তের চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুপ্রেরণা। নির্মাণ করেন নিজের প্রথম চলচ্চিত্র 'সুতরাং'। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৪ সালে। 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'বসুন্ধরা', 'আবির্ভাব', 'নৌকা', 'পালাবদল', 'ডুমুরের ফুল', 'আয়না', 'নূরী', 'আলিঙ্গন'সহ অনেক দর্শকনন্দিত ছবি নির্মাণ করেছেন তিনি। পরে টেলিভিশনের জন্য নাটক ও টেলিফিল্ম তৈরি করেছেন। ১৯৯৯ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। ২০১২ সালের ১৬ নভেম্বর এই গুণী চলচ্চিত্রকার মৃত্যুবরণ করেন।

১৭ নভেম্বর

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
(১২ ডিসেম্বর ১৮৮০—১৭ নভেম্বর ১৯৭৬)

মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসায় কয়েক বছর অধ্যয়ন ছাড়া তাঁর বিশেষ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ১৯১০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত ছিল মূলত বাংলা ও আসামের কৃষকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্যে। ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে টাঙ্গাইলের একটি আসন থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। তিনি সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের যৌথ নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। মাওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে আওয়ামী লীগের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ওই সম্মেলনে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। এ মতবিরোধের কারণে দলে ভাঙন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই বছর মাওলানা ভাসানী ঢাকায় পাকিস্তানের বামপন্থী দলগুলোর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামের একটি নতুন দল গঠন করেন। তিনি এ দলের সভাপতি হন। মাওলানা ভাসানী ১৯৬৮-৬৯ সালে আরেকবার জাতীয় রাজনীতির কান্ডারি হিসেবে আবির্ভূত হন। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে চলে যান। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার পর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিরোধী রাজনীতির সূচনা করেন। তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ঘটনা ছিল ১৯৭৬ সালের ১৬ মে ফারাক্কা বাঁধ অভিমুখে লংমার্চ। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অন্তিম দিনগুলোতেও তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মাওলানা ভাসানী ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

২০ নভেম্বর

সুফিয়া কামাল (২০ জুন ১৯১১—২০ নভেম্বর ১৯৯৯)

নারী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত কবি সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু নারী আন্দোলন নয়, সব গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও ছিলেন সামনের কাতারে। বাবা সৈয়দ আবদুল বারী পেশায় ছিলেন আইনজীবী। মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের স্নেহাস্পর্শে তিনি বড় হন। সে সময় মুসলিম মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় ছিল পশ্চাৎপদ। শায়েস্তাবাদে নানাবাড়ির রক্ষণশীল পরিবেশে বড় হলেও তাঁর মনোগঠন হয়েছে দেশের মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতির ছায়ায়। ১৯১৮ সালে সুফিয়া কামাল মায়ের সঙ্গে কলকাতায় যান। সেখানে বেগম রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর পথচলার অনুপ্রেরণা ছিলেন নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। তাঁর প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। 'সওগাত'-এর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তা ছাপেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কাব্যগ্রন্থ পড়ে প্রশংসা করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল অংশ নেন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমননীতির অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন' পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতাপ্রধান নির্বাচিত হন এবং আজীবন তিনি এর সঙ্গে জড়িত থাকেন। সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মায়া কাজল', 'মন ও জীবন', 'উদাত্ত পৃথিবী', 'অভিযাত্রিক', 'কেয়ার কাঁটা' ইত্যাদি। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সুফিয়া কামাল অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কার হলো বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের Lenin Centenary Jubilee Medal (১৯৭০), Czechoslovakia Medal (১৯৮৬)-সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেন। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

২৩ নভেম্বর

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

(৩০ নভেম্বর ১৮৫৮—২৩ নভেম্বর ১৯৩৭)

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি একাধারে পদার্থবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যায় অসামান্য অবদান রেখে নিজের নাম শুধু বাঙালির ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর, ময়মনসিংহে। তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল ঢাকার অদূরে বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে। তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন ফরিদপুরের একটি স্কুল থেকে। এরপর ১১ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৮৭৫ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৮৭৯ সালে এবং এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যান ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্যের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ইংল্যান্ড থেকে স্বদেশে ফেরার পর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ওপর গবেষণাকাজের

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

জন্য ১৮৯৬ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি পান। আকাশ-তরঙ্গ ও বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বেতার বার্তার সূত্র আবিষ্কার করেন। বিনা তারে শব্দ প্রেরণের 'ক্রিস্টাল রিসিভার' নামের যে বেতার যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন, তার সাহায্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে সাংকেতিক শব্দ প্রেরণ করতে সক্ষম হন। পদার্থবিজ্ঞানে এমন অসাধারণ অবদান সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে। জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত জীব ও জড় বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ওপর গবেষণার কাজ করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে গাছেরও প্রাণ আছে। জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভাবিত বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যন্ত্রটির নাম 'ক্রেসকোগ্রাফ'। এটি সামান্য নড়াচড়াকে এক কোটি গুণ বিবর্ধিত করতে পারে। ১৯১৬ সালে জগদীশচন্দ্র বসু নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২০ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটি অব লন্ডনের ফেলো নির্বাচিত হন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাবলি 'অব্যক্ত' নামের গ্রন্থে সংকলিত। তাঁর ইংরেজি রচনাবলি হচ্ছে 'Responses in the Living and Non- living', 'Plant Responses as a Means of Physiological Investigations', 'Comparative Electrophysiology', 'Physiology of the Asent of Sap', 'Physiology of Photosynthesis' প্রভৃতি। এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

২৮ নভেম্বর

আব্দুর রাজ্জাক (১৯১৪—২৮ নভেম্বর ১৯৯৯)

জাতীয় অধ্যাপক জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ১৯১৪ সালে ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ উপজেলার পাড়াগ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ উপজেলার কলাতিয়া তাঁর নিজের গ্রাম। তাঁর বাবার নাম আবদুল আলী, মায়ের নাম নাম্মী বেগম। তিনি ঢাকার সরকারি মুসলিম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৩১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে তিনি অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাস করেন। ওই বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালে উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাজ্যে যাত্রা করেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। পড়াশোনা করতেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ভারতের রাজনৈতিক দল'। তাঁর গবেষণা পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি। কিন্তু কোনো ডিগ্রি না নিয়েই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের মতে, তিনি সব সময় পড়াশোনায় একনিষ্ঠ ছিলেন এবং অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু ডিগ্রির প্রতি তাঁর তেমন মোহ ছিল না, জাগতিক উন্নতির জন্যও তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। লেখার অভ্যাস তাঁর মোটেই ছিল না। কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ব্যতীত তাঁর কোনো প্রকাশিত লেখা নেই। আব্দুর রাজ্জাকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ছিল, বিশেষত প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা, ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে। এসব বিষয়ের গবেষকেরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন আলোচনার জন্য। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে 'শিক্ষকের শিক্ষক' নামে অভিহিত করতেন। তাঁর প্রিয় শখ ছিল দাবা খেলা, বাজার ও রান্না করা। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় 'দেশদ্রোহের' জন্য তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে ভারতের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আব্দুর রাজ্জাককে অনারারি ডি লিট প্রদান করে। শিক্ষাব্রতী জ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর অনন্য মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত করে। আহমদ ছফা তাঁকে নিয়ে 'যদ্দাপি আমার গুরু' নামের একটি বই রচনা করেছেন। এ ছাড়া সরদার ফজলুল করিম তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা'। ১৯৯৯ সালের ২৮ নভেম্বর ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দিবস ঘটনা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ

ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

এ এইচ এম কামারুজ্জামান

জেলহত্যা দিবস

৩ নভেম্বর। শোকাবহ জেলহত্যা দিবস। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার পর দ্বিতীয় কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয় এ দিনে। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে জাতীয় চার নেতা বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিসভার সদস্য ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সেদিন নৃশংস হায়েনারা দেশমাতৃকার সেরা সন্তান এই জাতীয় চার নেতাকে শুধু গুলি চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, কাপুরুষের মতো গুলিবিদ্ধ দেহকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয়, স্তম্ভিত হয়েছিল সারা বিশ্ব। কারাগারে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় বর্বরোচিত এ ধরনের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেসকোর ৩০তম অধিবেশন চলছিল। ইউনেসকোর সেই সভায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়। ফলে পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য পালনীয় দিন হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিকভাবে

স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। ঠিক পরের বছর ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালে কানাডায় বসবাসকারী দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে জাতিসংঘে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই সময়ে জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন কফি আনান।

গ্রন্থনা : গোলাম রব্বানী ও সায়েম বিন রফিক

স্মরণ

মাহবুবে আলম

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম আর নেই। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি মাহবুবে আলম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর থেকে টানা ১২ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই সঙ্গে পদাধিকার বলে তিনি আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মামলায় আইনজীবী হিসেবে যুক্ত থাকা মাহবুবে আলম সংবিধানের পঞ্চম, সপ্তম, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ সংশোধনী মামলার রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান আইনজীবী ছিলেন। মাহবুবে আলম ১৯৪৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মৌছামান্দ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স এবং ১৯৬৯ সালে লোক প্রশাসনে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

মনসুর উল করিম

চলে গেলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মনসুর উল করিম। গত ৫ অক্টোবর রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। দীর্ঘ ৪০ বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মনসুর উল করিম। সত্তরের দশকের শুরু থেকে দেশের চিত্রশিল্পে অসামান্য অবদান রেখেছেন এই বরণ্য চিত্রশিল্পী। তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন। মনসুর উল করিমের জন্ম ১৯৫০ সালে, রাজবাড়ী জেলায়।

ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম

না ফেরার দেশে চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষাসৈনিক অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম। গত ১১ অক্টোবর ঢাকার বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ভাষাসৈনিক অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার চারান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণে আহত ছাত্র-জনতার চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া তিনি ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ২০১৮ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

রশীদ হায়দার

একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক রশীদ হায়দার আর নেই। ১৩ অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। রশীদ হায়দারের জন্ম ১৯৪১ সালে, পাবনায়। তাঁর পুরো নাম শেখ ফয়সাল আবদুর রশীদ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন হায়দার। তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক ও নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ২০১৪ সালে সাহিত্যে একুশে পদক পান রশীদ হায়দার। গল্প-উপন্যাস-নাটক-অনুবাদ-নিবন্ধ-স্মৃতিকথা ও সম্পাদনা মিলিয়ে ৭০টির বেশি বই রচনা করেছেন তিনি। গবেষক হিসেবে তাঁর অনন্য কাজ 'স্মৃতি : ১৯৭১'।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বিদ্যাসাগর : দুই শতকের দীপশিখা

ফিরোজ চৌধুরী

উনিশ শতকের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও আধুনিক বাংলা গদ্যের অগ্রপথিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী ছিল গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০। দুশো বছর ধরে তিনি বাঙালির অন্তরে জাগ্রত দীপশিখার মতো জ্বলছেন। শৈশবে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় শুরু, তা এক জীবনে শেষ হওয়ার নয়। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের একজন। ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' শিরোনামে যে শ্রোতা জরিপ পরিচালনা করেছিল, তাতে ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির মধ্যে অষ্টম স্থানে ছিলেন বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম অবিভক্ত বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র আট। ওই অল্প বয়সেই বীরসিংহ গ্রাম থেকে ২৫ মাইল দূরের কলকাতা শহরে হেঁটে যেতেন শিক্ষালাভের লক্ষ্যে। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন।

সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৪১ সালে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি নিয়ে পাস করেন তিনি। তখন থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এরপর তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান অপরিসীম। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অবদান হচ্ছে দেশের সর্বসাধারণের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি করা। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করেন। তিনি বাংলার মেয়েদের জন্য ৪০টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগর যে গ্রামে জন্মেছেন, সেই বীরসিংহ গ্রামের শিক্ষাবঞ্চিত মানুষদের জন্য স্থাপন করেন নৈশ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির নাম বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলায় অনেক কিছুরই প্রথম প্রবক্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যুগ যুগ ধরে জিইয়ে রাখা বাঙালি সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি 'বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ' প্রথার বিরুদ্ধেও প্রথম আঘাত করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার ভারতে 'হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন ১৮৫৬' প্রণয়ন করে। এ ছাড়া তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করতে আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন। ছেলেকে এক বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রী ও মা-বাবা আসেননি। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হননি। যা সত্য বলে বিবেচনা করেছেন, তা-ই করেছেন।

ইউরোপের জ্ঞান তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জীবনাচারে তার অনুকরণ করেননি। খাটো ধুতি, মোটা চাদর আর চটি পায়ে খুবই সাধারণভাবে জীবন কাটিয়েছেন। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, কাছের মানুষ ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছিল অপরিসীম দরদ। বাংলার আরেক ক্ষণজন্মা প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব তো প্রায় কিংবদন্তিতুল্য। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে গিয়ে সীমাহীন অর্থকষ্টে পড়েছিলেন মাইকেল। তখন কলকাতা থেকে মাইকেলকে অর্থ পাঠাতেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে মাইকেল মধুসূদন লিখেছিলেন, 'তোমার চিঠি ও ১ হাজার ৫০০ টাকা পেলাম। আমি তোমায় কীভাবে ধন্যবাদ দেব হে আমার জ্ঞানী, বিখ্যাত, মহান বন্ধু? তুমি আমাকে রক্ষা করেছ।' অর্থসম্পদে বিদ্যাসাগর খুব ধনী ছিলেন না, কিন্তু দাতা হিসেবে ছিলেন অনেক বড় মাপের।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রাখ্যান রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাতে তিনি ধর্ম-বর্ণ-জাতিভেদের ঊর্ধ্বে বিদ্যাসাগরের মানবহিতৈষী দিকেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর ছিলেন যথার্থ মানুষ। তিনি সমাজের কোনো বাধা, সংস্কার, ভয়—কিছুই গ্রাহ্য না করে যুক্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন।

এখন অবধি বাংলা ভাষা যে কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা বিদ্যাসাগরেরই তৈরি করা। তিনি অলংকারযুক্ত গদ্য যেমন লিখেছেন, তেমনি পত্র-পত্রিকার জন্য বিধবাবিবাহ ও অন্যান্য যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষার ব্যবহার করে সহজ গদ্যও লিখেছেন। সেই লেখার ওপর ভর করেই গড়ে উঠেছে আজকের দিনের খবরের কাগজের ভাষা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও বর্বরতা থেকে উদ্ধার করে বাংলা ভাষাকে আধুনিক করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন।'

দুই শতক আগে অনগ্রসর বাঙালি সমাজে একজন বিদ্যাসাগর যে মানবিক ও সামাজিক নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করলেন, নিজের চেষ্টায় দেশ ও কাল ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন অতুলনীয়।

লেখক : সাংবাদিক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দিয়েছেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় এবং স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (নিউইয়র্ক সময়) জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদে তাঁর পূর্বনির্ধারিত রেকর্ডকৃত ভাষণ (ভার্চুয়াল মাধ্যম) চলতি ঘটনার পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,
আসসালামু আলাইকুম।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমরা মানব ইতিহাসের এক অভাবনীয় দুঃসময় অতিক্রম করছি। জাতিসংঘের ইতিহাসেও এই প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কের সদর দপ্তরে সদস্য দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণের অনুপস্থিতিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জাতিসংঘের এই সভাকক্ষ আমার জন্য অত্যন্ত আবেগের। ১৯৭৪ সালে এই কক্ষে দাঁড়িয়ে আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সদ্য স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে মাতৃভাষা বাংলায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন। আমিও এই কক্ষে এর আগে ১৬ বার সশরীরে উপস্থিত হয়ে বিশ্ব শান্তি ও সৌহার্দ্যের ডাক দিয়েছি। সরকারপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে এটি আমার ১৭তম বক্তৃতা।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি স্বাস্থ্যকর্মীসহ সকল পর্যায়ের জনসেবকদের, যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছেন। সাধুবাদ জানাই জাতিসংঘ মহাসচিবকে এই দুর্যোগকালে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের জন্য। বাংলাদেশ শুরু থেকেই যুদ্ধবিরতিসহ তাঁর অন্যান্য উদ্যোগসমূহকে সমর্থন জানিয়ে আসছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন জাতিসংঘ সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ওপর গুরুত্বারোপের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এই মহামারি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। তাঁরই দেখানো পথে হেঁটে আমরা আজ বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল আসনে নিয়ে আসতে পেরেছি। এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'জাতিসংঘ সনদে যে মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে, তা আমাদের জনগণের আদর্শ এবং এই আদর্শের জন্য তাঁরা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গকৃত, যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে।'

তাঁর এই দৃপ্ত ঘোষণা ছিল মূলত বহুপাক্ষিকতাবাদেরই বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে তাঁর প্রদত্ত দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য বর্তমান সংকট মোকাবিলার জন্য আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

বাঙালি জাতির জন্য এ বছরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর আমরা আমাদের জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। বঙ্গবন্ধুর জীবন, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং সাফল্য আমাদের কোভিড-১৯-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যেমন সাহস জোগায়, তেমনি সংকটের উত্তরণ ঘটিয়ে নতুন দিনের আশার সঞ্চার করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সকল বঞ্চিত ও উন্নয়নকামী দেশ ও মানুষের পক্ষ হতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার আমার পিতা এবং বাঙালি জাতির পিতা, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার মা, আমার তিন ভাই, দুই ভ্রাতৃবধূসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে। আমরা দুই বোন দেশের বাইরে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। শরণার্থী হিসেবে আমাদের ছয় বছর দেশের বাইরে থাকতে হয়েছে। আমি জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি এ জন্য যে পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম জঘন্য, নির্মম ও বেআইনি হত্যাকাণ্ড যেন আর না ঘটে।

জনাব সভাপতি,
কোভিড-১৯ প্রমাণ করেছে, আমাদের সকলের ভাগ্য

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

একই সূত্রে গাঁথা। আমরা কেউই সুরক্ষিত নই যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সবলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছি। এই ভাইরাস আমাদের অনেকটাই ঘরবন্দী করে ফেলেছিল। যার ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার পাশাপাশি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ আমাদের এই অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করেছে।

তবে বাংলাদেশে আমরা প্রথম থেকেই 'জীবন ও জীবিকা' দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন যাতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, তার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছি।

দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা প্রতিবছর প্রায় ৩৯ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করি। এ ছাড়া বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং সমাজের অনগ্রসর শ্রেণিসহ অন্যদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও ভাতার প্রচলন করেছি, যার মাধ্যমে প্রায় ৯ দশমিক ১ মিলিয়ন পরিবার উপকৃত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ বিস্তারের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের জন্য আমরা তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা নিয়েছি। এতে ১০ মিলিয়নের বেশি পরিবার উপকৃত হয়েছে। আমরা ৪ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছি। করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুরসহ পাঁচ মিলিয়ন মানুষকে নগদ অর্থসহায়তা দিয়েছি। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গ্রামপর্যায়ের প্রায় ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে বিনা মূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়।

সরকারি সহায়তার পাশাপাশি আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে তহবিল সংগ্রহ করে এতিম ও গরিব শিক্ষার্থী, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, স্কুলশিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ যাঁরা সাধারণভাবে সরকারি সহায়তার আওতাভুক্ত নন, তাঁদের মধ্যে ২ দশমিক ৫ বিলিয়নের বেশি টাকা বিতরণ করি। যার ফলে সাধারণ মানুষকে করোনাভাইরাস খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

কোভিড-১৯ রোগী শনাক্তের সাথে সাথে আমরা ৩১ দফা নির্দেশনা জারি করেছিলাম। করোনাভাইরাস যাতে ব্যাপক হারে সংক্রমিত হতে না পারে, তার জন্য আমরা সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ করেছি। যার সুফল হিসেবে আমরা লক্ষ করছি, ঋতু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, এবার সেসব রোগ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না।

আর্থিক খাতের আশু সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে আমরা ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করি। রপ্তানিমুখী শিল্প, শ্রমিকদের সুরক্ষা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদান, রপ্তানি বৃদ্ধিতে ঋণ প্রদান, কৃষি ও কৃষকদের সহায়তা, কর্মসৃজনের জন্য ঋণ প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সুদ মওকুফ, পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিমা চালুকরণ ইত্যাদি খাত প্রণোদনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা মোট ১৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি, যা আমাদের মোট জিডিপির ৪ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।

আমরা করোনাকালে খাদ্য উৎপাদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। সেই সঙ্গে পুষ্টি নিশ্চয়তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের শিল্পকারখানা সচল রাখা এবং কৃষি ও শিল্পপণ্য যথাযথভাবে বাজারজাতকরণের বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। যার ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি এখনো তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো আছে।

কোভিড-১৯-এর কারণে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে স্থবিরতা সত্ত্বেও আমাদের ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আগামী অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

জনাব সভাপতি,

আশা করা হচ্ছে বিশ্ব শিগগিরই কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন পাবে। এই ভ্যাকসিনকে বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সকল দেশ যাতে এই ভ্যাকসিন সময়মতো এবং একই সঙ্গে পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। কারিগরি জ্ঞান ও মেধাস্বত্ব প্রদান করা হলে এই ভ্যাকসিন বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে।

মহামারি নিরসনে আমাদের উদ্যোগ এবং অ্যাজেন্ডা-২০৩০ অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টা সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় Voluntary National Review রিপোর্ট উপস্থাপন প্রমাণ করে যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আমরা যথাযথভাবে এগিয়ে চলেছি।

বাংলাদেশকে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ এবং ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বদ্বীপে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রযুক্তিগত বিভাজন নিরসন, সম্পদ আহরণ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য আমাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। পাশাপাশি স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল এবং সদ্য উত্তরিত উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এই আপৎকালীন, উত্তরণকাল ও উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবাসী শ্রমিকগণ স্বাগতিক ও নিজ দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রেখে চলেছেন। এই মহামারির কারণে অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। অনেককে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেশে ফিরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের প্রণোদনা বাবদ ৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছি। তবে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কোভিড-পরবর্তী সময়ে তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি অভিবাসী শ্রমিকদের বিষয়টি সহমর্মিতার সঙ্গে ও ন্যায়সংগতভাবে বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও অভিবাসী গ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর বিদ্যমান সমস্যাসমূহ প্রতিনিয়ত প্রকট হচ্ছে। এই সংকটকালেও আমাদের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আম্পানের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে। CVF ও V- 20 Group of Ministers of Finance- এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু সমস্যা উত্তরণে একটি টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নে নেতৃত্ব প্রদান করবে। এ ছাড়াও গ্লাসগো Conference of Parties (COP)-এ গঠনমূলক ও কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণে Beijing Declaration and Platform of Action কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এই ঘোষণার ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনকালে ঘোষণায় উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নে আমাদের দৃঢ় সংকল্প ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে আমরা লিঙ্গবৈষম্য সামগ্রিকভাবে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ কমিয়ে এনেছি। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের মূলে রয়েছে নারীদের অবদান। মহামারি মোকাবিলাসহ সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশের নারীরা সামনে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে আমরা শিশুদের উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমরা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছি। তা ছাড়া কোভিড-সংক্রান্ত সমস্যা যাতে শিশুদের সামগ্রিক সমস্যায় পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

জনাব সভাপতি,
'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়', এই নীতিবাক্য আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং শান্তির সংস্কৃতি বিনির্মাণে নিয়মিত অবদান রেখে চলেছে।

মহামারিকালে অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়গুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এ বিষয়গুলোর মোকাবিলা করতে পারি।

শান্তিরক্ষী প্রেরণে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। সংঘাতপ্রবণ দেশসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বজায় রাখতে আমাদের শান্তিরক্ষীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যতম দায়িত্ব।

এ বছর আমরা Women, Peace and Security অ্যাজেন্ডার ২০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছি। এই অ্যাজেন্ডার অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তায় নারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করি। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এ বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

শান্তির প্রতি অবিচল থেকে আমরা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি। মহামারির ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অপরিহার্য।

পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী বিনির্মাণে বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমাদের সমর্থন অবিচল। সে বিবেচনা থেকে পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের কার্যক্রমকে আমরা জোর সমর্থন জানাই।

জনাব সভাপতি,
আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালি জাতি অবর্ণনীয় দুর্দশা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধের শিকার হয়েছে। সেই কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সংগত দাবির প্রতি সমর্থন দিয়ে আসছি।

বাংলাদেশ ১১ লাখের বেশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয় প্রদান করেছে। তিন বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত মিয়ানমার একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত নেয়নি। এই সমস্যা মিয়ানমারের সৃষ্টি এবং এর সমাধান মিয়ানমারকেই করতে হবে। আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ ব্যাপারে আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,
কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিদ্যমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ আরও প্রকট হয়েছে। এ মহামারি আমাদের উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে যে এ সংকট উত্তরণে বহুপাক্ষিকতাবাদের বিকল্প নেই। জাতিসংঘের ৭৫তম বছরপূর্তিতে জাতিসংঘ সনদে অন্তর্নিহিত বহুপাক্ষিকতাবাদের প্রতি আমাদের অগাধ আস্থা রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও বহুপাক্ষিকতাবাদের আদর্শ সমুন্নত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

পাশাপাশি আমরা আমাদের জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি। দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সে সোনার বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত—যেখানে সবার মানবাধিকার নিশ্চিত হবে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে জাতি ও বিশ্বের নিকট এটিই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আলো কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে ৬ পদক বাংলাদেশের

৬১তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে (আইএমও) বাংলাদেশ ১টি রুপার পদক ও ৫টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত ৬১তম আইএমওতে মোট ১১৮ নম্বর পেয়ে ১০৭টি দেশের মধ্যে ৩৮তম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশ। গত ২৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে পুরস্কার বিজয়ীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৪২ নম্বরের মধ্যে ২৯ নম্বর পেয়ে দেশের জন্য একমাত্র রুপার পদকটি পেয়েছে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী আহমেদ ইত্তিহাদ। মাত্র ২ নম্বরের জন্য সোনার পদক পায়নি সে।

বাংলাদেশ দলের অপর পাঁচ সদস্য এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজের শিক্ষার্থী এম আহসান-আল-মাহীর (প্রাপ্ত নম্বর ২০), ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের মো. মারুফ হাসান রুবাব (১৯), কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের আদনান সাদিক (১৮), নটর ডেম কলেজের রাইয়্যান জামিল (১৬) ও ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের শিক্ষার্থী সৌমিত্র দাস (১৬) পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। দলের সব সদস্যের পদক অর্জন এবারই প্রথম।

উল্লেখ্য যে, এ বছর বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশ থেকে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয় প্রথম আলো কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষ। এই কক্ষে ২১-২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে তাদের উত্তর পত্র রাশিয়াতে প্রেরণসহ মূল্যায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রথম আলো কার্যালয় থেকে সম্পন্ন করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। অন্যদের মধ্যে শ্রীলঙ্কা ৬১তম, পাকিস্তান ৮২তম, মিয়ানমার ৯১তম ও নেপাল ১০২তম স্থান অধিকার করেছে। ভারত এবার অংশগ্রহণ করেনি। যথারীতি ২১৫ নম্বর পেয়ে চীন প্রথম, ১৮৫ নম্বর পেয়ে রাশিয়া ফেডারেশন দ্বিতীয় ও ১৮৩ নম্বর পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আইএমওতে এবার ১৬তম বারের মতো অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ গণিত দল। পূর্বের আসরগুলোতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ দল ১টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্যপদক, ২৩টি ব্রোঞ্জপদক ও ৩১টি সম্মানজনক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী অনলাইন গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজনের মাধ্যমে ৬১তম আইএমওর জন্য ৬ সদস্যের বাংলাদেশ গণিত দল নির্বাচন করেছে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।

'বঙ্গবন্ধু গ্র্যান্ডমাস্টার অ্যাপ' উদ্বোধন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ নিয়ে প্রথম কুইজ অ্যাপ 'বঙ্গবন্ধু গ্র্যান্ডমাস্টার'-এর উদ্বোধন করেছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড। গত ২৫ সেপ্টেম্বর আইপিডিসির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভিন্ন ব্যঞ্জনার ভার্চুয়াল আয়োজনের মধ্য দিয়ে অ্যাপটি উদ্বোধন করা হয়।

জাতিসংঘের স্বীকৃতি বিশ্ব বদলানো তরুণের দলে জাহিন

মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে জাতিসংঘের ১৭ জন তরুণ নেতার তালিকায় স্থান পেলেন বাংলাদেশি তরুণ প্রযুক্তিবিদ জাহিন রোহান রাজিন (২২)। জাতিসংঘ জাহিনের মতো ওই ১৭ তরুণকে বলছে 'ইয়াং লিডার্স', যাঁরা নিজ নিজ দেশে সংস্থাটি গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখছেন। মোটাদাগে এসডিজি হলো দুনিয়াজুড়ে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের একটি উদ্যোগ। জাতিসংঘ গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালের জন্য নির্বাচিত তরুণদের তালিকা প্রকাশ করে। সংস্থাটি বলছে, নিজ নিজ কাজ ও নেতৃত্বের মাধ্যমে যে তরুণেরা এসডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখছেন, তাঁদের স্বীকৃতি দিতেই এই আয়োজন। এ বছর ১৭ জনের তালিকায় জাহিন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চীন, কলম্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের তরুণেরা রয়েছেন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নিউইয়র্কের বইমেলায় পুরস্কার পেয়েছেন সেলিনা হোসেন

গত ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বইমেলায় মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। প্রসঙ্গত, এর আগে এই পুরস্কার পেয়েছেন নির্মলেন্দু গুণ, শামসুজ্জামান খান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও দিলারা হাশেম।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১০ দিনব্যাপী নিউইয়র্ক বইমেলা শেষ হয় ২৭ সেপ্টেম্বর।

সেলিম জাহান ও জীবন চৌধুরী

'শহীদ কাদরী স্মৃতি গ্রন্থ পুরস্কার' পেলেন সেলিম জাহান ও জীবন চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রে ২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলায় প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত 'কবি শহীদ কাদরী স্মৃতি গ্রন্থ পুরস্কার' পেলেন সেলিম জাহান ও জীবন চৌধুরী। বই দুটি হলো 'প্রথমা' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত সেলিম জাহানের স্বল্পকথার গল্প এবং 'মূর্ধন্য' থেকে প্রকাশিত জীবন চৌধুরীর গান আর গানের মানুষ। সম্প্রতি নিউইয়র্কে শেষ হওয়া ১০ দিনব্যাপী বইমেলায় প্রবাসী লেখকদের লেখা নির্বাচিত বইয়ের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে জানায় মেলার আয়োজক 'মুক্তধারা'।

মেয়েটির পরিচয় না দিয়ে রায় এল কল্প নামে

মাগুরা জেলা জজ আদালতে নতুন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াউর রহমান। তিনি বিচারপ্রার্থী কলেজছাত্রীর নাম প্রকাশ না করে প্রতীকী নাম দেন 'কল্প' এবং সেই নাম উল্লেখ করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর একটি মামলার রায় ঘোষণা করেন। স্থানীয় আইনজীবীরা এটাকে দৃষ্টান্তমূলক ও বিরল ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। একান্ত ব্যক্তিগত ছবি সংরক্ষণ ও প্রচারের অভিযোগে ২০১৭ সালে এক কলেজছাত্রীর দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণাকালে এ ঘটনা ঘটে। এই মামলায় আসামি যুবায়ের হোসেনকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই জরিমানার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই ছাত্রীকে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য শেখ আব্দুস সালাম

কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শেখ আব্দুস সালাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ আগামী চার বছরের জন্য তাঁকে এই পদে নিয়োগ দিয়েছেন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শেখ আব্দুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়টির বিদায়ী উপাচার্য হারুন-উর-রশিদ আসকারীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

আইসিডিডিআরবিতে প্রথম বাংলাদেশি নির্বাহী পরিচালক

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) প্রথমবারের মতো একজন বাংলাদেশি নির্বাহী পরিচালক পেল। সংস্থাটির আন্তর্জাতিক বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ড. তাহমিদ আহমেদকে পরবর্তী নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগ দিয়েছে। তিনি আইসিডিডিআরবির ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিডিডিআরবি জানায়, তাহমিদ আহমেদ ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে নির্বাহী পরিচালক পদে তাঁর দায়িত্ব শুরু করবেন। ২০১৩ সাল থেকে এ পদে থাকা জন ডি ক্লেমেন্সের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। তাহমিদ আহমেদ ১৯৮৫ সালে আইসিডিডিআরবিতে যোগ দেন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে আইসিডিডিআরবির নিউট্রিশন ও ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের জ্যেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। করোনা মহামারির শুরু থেকে তিনি আইসিডিডিআরবির ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বাংলাদেশে তৈরি ইনকিউবেটর পেল পুরস্কার

সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা সমস্যায় যে উদ্যোক্তারা প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান খোঁজেন, তাঁদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) আয়োজন করে 'এমআইটি সলভ'। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান বায়োফোর্জ পেয়েছে অন্যতম সেরার খেতাব, সঙ্গে অনুদানও। সালটা ২০১২। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী দেওয়ান আহমদ ফাওজুল কবির চৌধুরী তখন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন। নামের শুরুতে তখনো পুরোদস্তুর 'ডা.' যোগ হয়নি। হাতেকলমে শিক্ষাটা জোরদার করতে হাসপাতালের কেবিনে কেবিনে ঘুরছিলেন তিনি। তখন চোখ পড়ে নবজাতকদের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ)। জন্মের পর নবজাতকের কোনো স্বাস্থ্যগত জটিলতা থাকলে এখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রের জন্য এনআইসিইউতে চিকিৎসাসেবা বেশ ব্যয়বহুল।

তখন থেকে কম খরচে এনআইসিইউ সেবা দেওয়ার একটা উপায় খুঁজছিলেন কবির চৌধুরী। দীর্ঘদিন কাজ করার পর সফল হয়েছেন, সম্প্রতি পেয়েছেন বড় স্বীকৃতি। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) 'সলভ' চ্যালেঞ্জ নামের প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মহামারি সমাধান বিভাগে সেরাদের কাতারে উঠে এসেছে কবির চৌধুরী ও তাঁর দলের তৈরি ইনকিউবেটর। পুরস্কার হিসেবে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন থেকে অনুদানও পাচ্ছেন তাঁরা।

ক্যানসার চিকিৎসায় অনন্য স্বীকৃতি পেল এসকেএফ

প্রাণঘাতী ক্যানসারের বিশ্বমানের ওষুধ এখন বাংলাদেশেই পাওয়া যাবে। সম্প্রতি দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন ও কঠোর মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসের (ইইউ জিএমপি) অনুমোদন পেয়েছে দেশের অন্যতম ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের অনকোলজি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি (প্ল্যান্ট)। এশিয়ার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানির এই অনুমোদন রয়েছে। ইইউ জিএমপি অনুমোদন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্যরাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইইউ জিএমপির অনুমোদনকে 'পাসপোর্ট' হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই স্বীকৃতি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ ছাড়াও বিশ্বের আরও অনেক দেশে ওষুধ রপ্তানির ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে এসকেএফ অনকোলজির দক্ষতা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম কোম্পানি হিসেবে এসকেএফের ইইউ জিএমপি অনুমোদন অবশ্যই গর্বের বলছেন চিকিৎসকেরা।

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, অধ্যাদেশে রাষ্ট্রপতির সই

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন অধ্যাদেশে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। গত ১২ অক্টোবর ২০২০ অধ্যাদেশটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা এবং রাষ্ট্রপতি তাতে সই করেন ১৩ অক্টোবর ২০২০ । জাতীয় সংসদের অধিবেশন না থাকায় এটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনে পরিণত হলো। নিয়ম অনুযায়ী, সংসদ অধিবেশন শুরু হলে এটি আইন আকারে পাস হবে।

আগের আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। এখন সর্বোচ্চ শাস্তি হবে 'মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড'। আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখার পাশাপাশি আরও দুটি সংশোধনী আনা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো যৌতুকের ঘটনায় মারধরের ক্ষেত্রে (ধারা ১১-এর গ) সাধারণ জখম হলে তা আপসযোগ্য হবে। এ ছাড়া এই আইনের চিলড্রেন অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর (ধারা ২০-এর ৭) পরিবর্তে শিশু আইন ২০১৩ প্রতিস্থাপিত হবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

করোনা টিকার কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের বিশ্বব্যাপী ৫টি ল্যাবের একটি আইসিডিডিআরবি

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের কাজ করার জন্য বিশ্বজুড়ে পাঁচটি পরীক্ষাগারের মধ্যে একটি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। মহামারি প্রস্তুতি উদ্ভাবন জোট (সিইপিআই) গত ৫ আগস্ট কোভিড-১৯ টিকাপ্রার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিরোধবিষয়ক প্রতিক্রিয়া নির্ভরযোগ্যভাবে মূল্যায়ন ও তুলনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য পাঁচটি ক্লিনিকাল স্যাম্পল টেস্টিং পরীক্ষাগারে সঙ্গে অংশীদারত্বের ঘোষণা করেছে। প্রাথমিকভাবে এই ভ্যাকসিন-অ্যাসেসমেন্ট নেটওয়ার্কের জন্য নির্বাচিত পরীক্ষাগারগুলো হলো নেক্সেলিস (কানাডা) এবং পাবলিক হেলথ, যুক্তরাজ্য (পিএইচই, ইউকে); ভিসমেডিরিএল (ইতালি), ভাইরোক্লিনিক্স-ডিডিএল (নেদারল্যান্ডস), আইসিডিডিআরবি (বাংলাদেশ) এবং ট্রানস্লেশনাল হেলথ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট (টিএইচএসটিআই, ভারত)। নেটওয়ার্কটি পরীক্ষার জন্য একই রিএজেন্ট ব্যবহার করবে, যা নেক্সেলিস ও পিএইচইর ল্যাবের তৈরি এবং একাধিক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রার্থীর প্রতিরোধক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য সাধারণ প্রটোকল অনুসরণ করে।

বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যায় বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশে দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ২৫ লাখ মানুষ। সবচেয়ে বেশি ভারতে। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি পর্যবেক্ষণে জেনেভাভিত্তিক বিশ্ব সংস্থা ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টারের (আইডিএমসি) প্রতিবেদনটি গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রকাশ করে। এতে উল্লেখ করা হয়, নিজ দেশের ভেতরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এক নম্বরে ভারত। পাশের দেশটিতে আলোচ্য সময়ে ২৬ লাখ ৭০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। অবশ্য এখানে মাথায় রাখা দরকার যে ভারতের জনসংখ্যা ১৩৫ কোটির বেশি। আর বাংলাদেশের ১৬ কোটি। বছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের ২৪ লাখ ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময় সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া। আরও এক লাখ নিজ ব্যবস্থায় ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নেয়। আইডিএমসির প্রতিবেদনে বলা হয়, এদের বড় অংশ কিছুদিনের মধ্যেই ঘরে ফিরে যায়। তবে একটা অংশ ঘরে ফিরতে পারেনি। আরেকটি অংশকে দীর্ঘদিন নিজেদের ঘরছাড়া থাকতে হয়। অবশ্য দেশে দুর্যোগ নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোর মতে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে কমপক্ষে ৪০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আইডিএমসি দুই ধরনের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের কথা উল্লেখ করেছে। সংঘাতের কারণে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। সংঘাতে সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত হয়েছে সিরিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গো, বুরকিনা ফাসো, দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়ার মানুষ। বাংলাদেশে বছরের প্রথম ছয় মাসে ২১০ জন মানুষ সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দুর্যোগে বাস্তুচ্যুতের তালিকায় ভারত ও বাংলাদেশের পরে ফিলিপাইন, চীন ও সোমালিয়া রয়েছে।

ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হলেন মুশফিক

জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশে শিশু অধিকার নিয়ে ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। পাশাপাশি যুবসমাজে সচেতনতা তৈরিতেও সহায়তা করবেন। গত ৪ অক্টোবর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইউনিসেফ এই তথ্য জানিয়েছে। মুশফিকের আগে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ আশরাফুল ও সাকিব আল হাসান ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন। সাকিব আল হাসান ২০১৩ সাল থেকেই ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করছেন। আর হাবিবুল বাশার ও মোহাম্মদ আশরাফুল কাজ করেছেন ২০০৫ সালে। তরুণ ক্রিকেটার মেহেদী হাসান মিরাজও যুক্ত ইউনিসেফের সঙ্গে। গত বছর থেকে তিনি কাজ করছেন শিশু অধিকার দূত হিসেবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পিএসসির নবনিযুক্ত সদস্যের শপথ গ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (বিপিএসসি) সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন মো. শামীম আহসান। গত ৪ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন শামীম আহসানকে শপথ পড়ান। সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি মো. শামীম আহসানকে নিয়োগ দিয়েছেন জানিয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হয়। যোগদানের তারিখ থেকে পাঁচ বছর মেয়াদ বা বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া— এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই সময় পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল থাকবেন।

নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল আমিন উদ্দিন

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিনকে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। মাহবুবে আলম গত ২৭ সেপ্টেম্বর মারা যান। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে এ এম আমিন উদ্দিনকে নিয়োগ দেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি আমিন উদ্দিন এর আগে দুই মেয়াদে সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ২০১৯-২০ মেয়াদে তিনি সমিতির সভাপতি ছিলেন। সর্বশেষ ২০২০-২১ মেয়াদে তিনি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের জুনিয়র সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। আমিন উদ্দিন মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

'অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার' খেতাব পেলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী

গত রমজানে করোনাভাইরাস সংকটে দুর্গত মানুষের জন্য তহবিল সংগ্রহ করায় অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (ওবিই) খেতাব পেয়েছেন শতবর্ষী ব্রিটিশ বাংলাদেশি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী। ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথের জন্মদিনে ওবিই খেতাব দেওয়া হয়। তিনি লন্ডনের বো এলাকায় তাঁর বাড়ির সামনের বাগানে পুরো রমজান মাস ৯৭০ দফা হেঁটে চ্যারিটির জন্য ৪ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা) তহবিল সংগ্রহ করেন। রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট নামের একটি চ্যারিটির জন্য তোলা এই অর্থ থেকে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে (এনএইচএস) দান করা হয় ১ লাখ ১৬ হাজার পাউন্ড এবং বাকি অর্থ আরও ২৬টি দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে মহামারিতে বিপর্যস্ত গরিব-দুঃখী মানুষদের খাবারসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে এই অর্থ ব্যবহার করা হয়। দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ওবিই খেতাব পেয়ে খুবই খুশি এবং নিজেকে গর্বিত মনে করছেন। যাঁরা তার এই উদ্যোগে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

১৯২০ সালের ১ জানুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানার কুলঞ্জ গ্রামে জন্ম নেওয়া দবিরুল ব্রিটেনে পাড়ি জমিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। লেখাপড়ার পর সেখানে চাকরির পাশাপাশি কমিউনিটির কাজেও জড়িয়ে পড়েন তিনি।

সেনাবাহিনীর চিকিৎসা প্রশাসন থেকে প্রথম নারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

সেনাবাহিনীতে চিকিৎসা প্রশাসন থেকে প্রথম নারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হলেন নাজমা বেগম। সেনাবাহিনীর নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। নাজমা বেগম জাতিসংঘেও প্রথম নারী কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে দুবার লেভেল-২ হাসপাতাল কমান্ড করেন। দুবার তিনি মিশন এরিয়ায় কান্ট্রি সিনিয়রের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া বিমানবাহিনীতে চাকরিকালীন তিনি দুটি (বিএএফ বেস জহুর এবং বেস বাশার) মেডিকেল স্কোয়াড্রন কমান্ড করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তিনি ফোর্স কমান্ডার, এসআরএসজি, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের সেনাপ্রধান এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রশংসাপত্র লাভ করেন। নাজমা বেগমের এ পদোন্নতি সেনাবাহিনীর চিকিৎসা প্রশাসনে নারীর ক্ষমতায়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

উল্লেখ্য, ২০১৬ ও ২০১৯ সালের জন্য তিনি 'মিলিটারি জেন্ডার অ্যাডভোকেট' পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজমা বেগমের অবদানের কথা উল্লেখ করে মধ্য আফ্রিকায় নিযুক্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত (এসআরএসজি) বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কন্টিনজেন্টের অবদান শুধু জাতিসংঘ ও স্থানীয়দের চিকিৎসাসেবার জন্যই সবাই স্মরণ করবে না, বরং প্রথম নারী কমান্ডার হিসেবে কর্নেল (তৎকালীন) নাজমার জন্যও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৬ অক্টোবর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন। মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকের আগে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মোড়ক উন্মোচন করা হয়। জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এই সময়ে তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ছয় খণ্ড ব্রেইল সংস্করণ প্রকাশ করায় প্রধানমন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গত, সারা বিশ্বে বইটি ইতিমধ্যে ১৪টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

'থার্টি আন্ডার থার্টি' পুরস্কার পেলেন আদর রহমান

ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (ইনমা) 'থার্টি আন্ডার থার্টি' পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর বিনোদন ও সংস্কৃতি বিভাগের সহসম্পাদক (উপপ্রধান) আদর রহমান। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ইনমা তাদের 'ইয়াং প্রফেশনালস ইনিশিয়েটিভ'-এর আওতায় গণমাধ্যমের ৩০ বছরের কম বয়সী কর্মীদের স্বীকৃতি দিতেই এই পুরস্কার দিয়ে থাকে। এ বছরও বিজ্ঞাপন, দর্শক বা পাঠক, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, আধেয় ও পণ্য এবং নেতৃত্ব—এই পাঁচ ক্যাটাগরিতে ২০টি দেশ থেকে ৩০ জন পেয়েছেন এ পুরস্কার। আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় আদর রহমান সম্পর্কে ইনমা তাদের ওয়েবসাইটে লিখেছে, মাত্র ২০ বছর বয়সেই তিনি সহসম্পাদকের পদে উন্নীত হন। এর দুই বছর পর তিনি প্রথম আলোর সাংবাদিক হিসেবে ৭১তম কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যান খবর সংগ্রহে। তিনি কান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী সাংবাদিক। ক্রমাগত বদলে যাওয়া মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন, সক্রিয় ও টেকসই ধারণা নিয়ে কাজ করতে চান আদর রহমান।

জাতিসংঘের প্রথম ভার্চুয়াল সম্মেলন

করোনা মহামারির কারণে এবার প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ভার্চুয়ালি। এই সম্মেলনের মূল পর্ব গত ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে চলে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। জাতিসংঘের সম্মেলন এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, যখন করোনাভাইরাসের মহামারি ১৯৩ সদস্যদেশের এই বিশ্ব সংস্থার কার্যকারিতা ও একাত্মতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এবারের সম্মেলনে ১১৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও ৫৪টি দেশের সরকারপ্রধান সম্মেলনে ভাষণ দেন। মূল অনুষ্ঠানের বাইরেও বেশ কিছু বৈঠক হয়। আর জাতিসংঘের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মূল সম্মেলন শুরুর আগের দিন, ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ এক বৈঠক। এবারের সম্মেলনে ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটেছে। ২০১৫ সাল থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে বক্তব্য দেননি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এবার তাঁরা দুজনই সম্মেলনে বক্তব্য দেন। আর এ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণের অভিষেক হয় জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগার।

এবারের সম্মেলনে ৮০টির বেশি ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে আলোচনার মূল কেন্দ্রে ছিল করোনা মহামারি। এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাল্টাপাল্টি আক্রমণ করলে পরিস্থিতি আরও গরম হয়ে ওঠে। সম্মেলনে যে মহামারি গুরুত্ব পাবে, তা অবশ্য আগে থেকেই বলে আসছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এ ছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের লাগাম টানতে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব পায় আলোচনায়।

করোনা পরীক্ষায় নতুন দিশা 'ফেলুদা'

করোনাভাইরাস শনাক্তে কাগজভিত্তিক পরীক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করছেন ভারতের একদল বিজ্ঞানী। এতে করোনা পরীক্ষার ফল দ্রুত পাওয়া সম্ভব বলছেন বিজ্ঞানীরা। এটি অনেকটা গর্ভধারণের পরীক্ষার মতো। খরচও খুব কম। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের লেখা জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদার নামে এই কিটের নামকরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ফেলুদা কিটের ফলাফল পাওয়া যাবে এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে। খরচ পড়বে ৫০০ রুপি। ফেলুদা কিটটি ভারতের টাটা কোম্পানি তৈরি করবে। ভারত সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক কে বিজয় রাঘবান বলেছেন, দিল্লিভিত্তিক সিএসআইআর-ইনস্টিটিউট অব জিনোমিকস অ্যান্ড ইনটিগ্রেটিভ বায়োলজির (আইজিআইবি) গবেষকেরা ফেলুদা কিট নিয়ে গবেষণা করেন। বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলোতেও গবেষণা চলে। প্রায় দুই হাজার রোগীর নমুনা নিয়ে গবেষণা করা হয়। তাঁদের মধ্যে আগেই করোনা শনাক্ত হয়েছে, এমন একজনও ছিলেন। গবেষকেরা দেখেন, নতুন পরীক্ষায় ৯৬ শতাংশ সংবেদনশীলতা ও ৯৮ শতাংশ যথার্থতা রয়েছে।

গ্রন্থনা : সাব্বির হোসেন ও গোলাম রব্বানী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

'টাইমে'র প্রভাবশালীর তালিকায় ভারতের বিলকিস

ভারতে সম্প্রতি যে আন্দোলনগুলো বড় আকার ধারণ করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী বিক্ষোভ। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে এই আইন পাস হয়। এরপর দেশজুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। কিন্তু রাজধানী নয়াদিল্লির শাহিনবাগের বিক্ষোভ সবার দৃষ্টি কেড়েছিল। এ বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন নারীরা। এই নারীদের মধ্যে বয়স্ক কয়েকজন নারী ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। তেমনি একজন নারী এবার যুক্তরাষ্ট্রের 'টাইম' ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ৮২ বছর বয়সী এই নারীর নাম বিলকিস। প্রভাবশালীর তালিকায় 'আইকন' ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন তিনি। ১১ ডিসেম্বর সিএএ পাস হওয়ার আগে থেকে ভারতে বিক্ষোভ চলছিল। সেগুলোও এই নাগরিকত্বসংক্রান্ত, যার একটি জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)। কিন্তু সিএএ পাসের পর ১৪ ডিসেম্বর থেকে শাহিনবাগে টানা বিক্ষোভ শুরু হয়, যা চলে ১০১ দিন। এই আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন বিলকিস। 'টাইম' ম্যাগাজিনে তাঁর প্রোফাইল লিখেছেন ভারতীয় লেখক রানা আইয়ুব। তিনি লিখেছেন, এই আন্দোলনের সময় অধিকারকর্মী, শিক্ষার্থীদের আশা জুগিয়েছেন, তাঁদের সাহস দিয়েছেন বিলকিস। এ ছাড়া সারা দেশে বিক্ষোভে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তিনি। এবারের 'টাইম'-এর প্রভাবশালীর তালিকায় আরও স্থান পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন, তাঁর রানিং মেট কমলা হ্যারিস, দেশটির কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি, জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্থনি ফাউসি।

ধরিত্রী রক্ষায় ৬৪ দেশের প্রতিশ্রুতি

জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ মোকাবিলায় নতুন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিশ্বনেতারা। পাঁচটি মহাদেশের ৬৪টি দেশের নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, চলতি শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সাগরে প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা ও দূষণ বন্ধ এবং টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে এ নিয়ে কথা বলেছেন তাঁরা। এর দুই দিন পরই গত ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধরিত্রী রক্ষায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য। পৃথিবীর পরিবেশের ধ্বংস রোধে 'কার্যকরী পদক্ষেপের' অংশ হিসেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশগুলো। এই নেতারা সতর্ক করে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট এবং টেকসই বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করার ফলে মানবজাতি একটি জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানুষের সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা নিশ্চিত করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবস্থাগুলো পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন দেশের সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১০ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে বন উজাড় রোধে নতুন করে ব্যবস্থা গ্রহণ, নদী ও সাগরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মৎস্যশিকার বন্ধ, টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ। এসব প্রতিশ্রুতিকে 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন নেতারা।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে নতুন বিচারপতি

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি পদে রক্ষণশীল অ্যামি কোনি ব্যারেটকে মনোনয়ন দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত করতে এখন সিনেটে শুনানির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অ্যামি কোনি ব্যারেটকে গত ২৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন দেন ট্রাম্প। এর আগে ২০১৭ সালে শিকাগোভিত্তিক সপ্তম সার্কিট কোর্ট অব অ্যাপিলসে বিচারক হিসেবে তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ইন্ডিয়ানার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করার পর অ্যামি কোনি ব্যারেট কিছুদিন এক বিচারকের সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

সুপ্রিম কোর্টের উদারপন্থী বিচারপতি রুথ বেইডার গিন্সবার্গের মৃত্যুতে পদটি শূন্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে মোট নয়জন বিচারপতি থাকেন। এত দিন তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন রক্ষণশীল ঘরানার। বাকি চারজন উদারপন্থী। আদালতের যেকোনো সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনের জন্য পাঁচজন বিচারপতির সমর্থনের প্রয়োজন হয়। অ্যামি কোনি ব্যারেটের নিয়োগ চূড়ান্ত হলে এই সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হবে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। কারণ, তাঁর নিয়োগে রক্ষণশীল ঘরানার বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াবে ৬। এই ছয়জনের মধ্যে আবার অ্যামি কোনি ব্যারেটের তিনজনই হতে যাচ্ছেন ট্রাম্পের মনোনীত। এর আগে ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে নিল গরসাচকে এবং ২০১৮ সালে ব্রেট কাভানাকে মনোনয়ন দেন ট্রাম্প।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ট্রাম্পের করোনা সংক্রমণ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে প্রথম থেকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মাস্ক পরতেও তাঁর অনীহা ছিল লক্ষণীয়। সেই ৭৪ বছর বয়সী ট্রাম্প করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পও আক্রান্ত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে তাঁদের করোনা শনাক্ত সারা বিশ্বেই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ট্রাম্পের করোনাভাইরাস শনাক্তের পরপরই গত ১ অক্টোবর দিবাগত মধ্যরাতে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক শন কোনলি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন, এখন প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি দুজনই ভালো আছেন। ট্রাম্পের সাম্প্রতিক চিকিৎসাপত্রের তথ্যমতে, তাঁর ওজন ১১০ দশমিক ৭ কেজি। উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। উচ্চতা অনুযায়ী তাঁকে স্থূল ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পরদিন ২ অক্টোবর ট্রাম্পকে হেলিকপ্টারে উড়িয়ে নেওয়া হয় ওয়াল্টার রিড মিলিটারি হাসপাতালে। সেখানে চার দিন অবস্থান করে ৫ অক্টোবর আবারও তিনি হোয়াইট হাউসে ফেরেন। তবে এর আগে ট্রাম্পের চিকিৎসা ও শারীরিক অবস্থা নিয়ে সৃষ্টি হয় ধোঁয়াশার। ট্রাম্প প্রশাসনের একেক কর্মকর্তার একেক ধরনের বয়ানের কারণেই এমনটা হয়। পরে অবশ্য হোয়াইট হাউস স্বীকার করে, হাসপাতালে নেওয়ার আগে ট্রাম্পের শরীরে দুবার অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। এ জন্য তাঁকে অক্সিজেন নিতে হয়। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় দফায় দফায় ভিডিও বার্তা দিয়ে ট্রাম্প সবাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন, তিনি ভালো আছেন। এর মধ্যে একবার তিনি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গাড়ি শোভাযাত্রাও করেন। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে নাটকীয় কায়দায় তাঁর মাস্ক খুলে ফেলার ঘটনা নিয়েও সমালোচিত হন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে অ্যামি কোনি ব্যারেটের মনোনয়ন ঘোষণা করতে গত ২৬ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাম্পের আগে করোনায় সংক্রমিত হন ট্রাম্পের উপদেষ্টা হপ হিকস। এরপর সংক্রমণ শনাক্ত হয় ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রীর। তারপর একে একে আরও কয়েকজনের করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে।

ট্রাম্পের আগে বিশ্বের অনেক নেতাই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। চলতি বছরের প্রথম দিকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো সংক্রমিত হন।

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভ

পুলিশি হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার কয়েকটি ঘটনায় এমনিতেই সাম্প্রতিক সময়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই উত্তাপে ঘি ঢেলেছে এক নারী কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার অভিযোগ থেকে তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে মুক্তি দেওয়ার ঘটনায়। দেশটির কেনটাকি অঙ্গরাজ্যের লুইসভিলে গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভের সময় দুই পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হন। গত মার্চে ব্রিওনা টেলর নামের ওই কৃষ্ণাঙ্গ নারী মারা যান। তিনি স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন। ১৩ মার্চ ভোরে লুইসভিলে তাঁর বাসায় 'নো-নক ওয়ারেন্টের' ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। এই ওয়ারেন্টের নিয়ম অনুসারে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা কোনো ধরনের তথ্য না জানিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে পারেন। টেলরের বাসায় অভিযান পরিচালনা করেন লুইসভিল পুলিশের কর্মকর্তা জনাথন ম্যাটিংলি, ব্রেট হ্যানকিসন ও মাইলস কসগ্রোভ। এ অভিযানে তাঁরা টেলরের বাসার দরজা ভাঙার চেষ্টা করলে টেলরের সঙ্গী তৃতীয় কেনেথ ওয়াকার গুলি চালান। এতে কসগ্রোভ পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। এ অভিযানে পুলিশের গুলিতে মারা যান টেলর। তাঁকে ছয়টি গুলি করা হয়েছিল। তবে ওয়াকার অক্ষত থাকেন। এরপর পুলিশকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ওয়াকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বলেছিল, তাঁদের বাসায় মাদকের সন্ধানে এ অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো মাদক পাওয়া যায়নি। এ ঘটনার পর ওই তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়। হত্যাকাণ্ডের দুই মাস পর ব্রিওনার মা ওই পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ মামলা নিষ্পত্তির জন্য টেলরের পরিবারকে ১ কোটি ২০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ এবং নিজেদের কার্যক্রমে পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দেয় লুইসভিল পুলিশ বিভাগ। এ ছাড়া গত জুনে হ্যানকিসনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। কিন্তু গত ২৩ সেপ্টেম্বর গ্র্যান্ড জুরি জানান, ব্রিওনা টেলরের হত্যার ঘটনায় ওই তিন পুলিশ কর্মকর্তার কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে না। তবে এই তিনজনের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীর বাড়িতে গুলি ছোড়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগ অনুসারে ওই কর্মকর্তা কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গুলি চালাননি। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে নিউইয়র্ক, বোস্টন, ওয়াশিংটন, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, লাস ভেগাস, আটলান্টা, ফিলাডেলফিয়াসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

গত মে মাসে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এরপর দেশটির যেখানেই কৃষ্ণাঙ্গ হত্যা বা নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই বিক্ষোভ হয়েছে। মুহূর্তে সেই বিক্ষোভ ছড়িয়েছে সারা দেশে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধ

প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে সংঘাত চলছে নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চলে। মুখোমুখি অবস্থানে আছে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া। ২৬ বছর ধরে দেশ দুটির মধ্যে এই উত্তেজনা চলছে। আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া একসময় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাগোরনো-কারাবাখ নিয়ে এই দুটি দেশের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকে। সেই যুদ্ধে প্রাথমিকভাবে আজারবাইজানের বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিল আর্মেনিয়া। সেই সময়ের যুদ্ধে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, বাস্তুচ্যুত হয়েছিল আজারবাইজানের ৬ লাখ নাগরিক। পরে ১৯৯৪ সালের যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে ওই সংঘাত থামে। কিন্তু আর্মেনিয়ার কাছে ভূমি হারানোর অপমান এখনো ভুলতে পারেনি আজারবাইজান। ১৯২১ সালে সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্তালিন আজারবাইজানের কাছে নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চল হস্তান্তর করেন। এর ঠিক দুই বছরের মাথায় একে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়। সমস্যা হলো, ওই সময় নাগোরনো-কারাবাখের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ ছিল আর্মেনীয় এবং তাদের বেশির ভাগই ছিল খ্রিষ্টান। অথচ আজারবাইজান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এরপর দিনে দিনে সমস্যা শুধু বেড়েছেই। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন বিলুপ্তির পথে, তখন দুই দেশই নাগোরনো-কারাবাখে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি বি ও হওয়ার পর জড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে। কয়েক বছরের সেই যুদ্ধ শেষ হয় মধ্যস্থতা চুক্তির মাধ্যমে। সে সময় আজারবাইজানের সেনাদের জোর করে নাগোরনো-কারাবাখ থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং সেখানকার প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় আর্মেনিয়া।

এই দ্বন্দ্বে দুই দেশের যুদ্ধে 'ছায়াসঙ্গী' হয়েছে আরও তিন দেশ। তুরস্ক সরাসরি আজারবাইজানের পক্ষ নিয়েছে। রাশিয়া দুই পক্ষেই বিরাজমান। তবে আর্মেনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি। অন্যদিকে ইরানের সীমান্ত কারাবাখ অঞ্চল লাগোয়া। তবে সেকুলার আজারবাইজানের সঙ্গে দেশটির ঠিক বনে না। অবশ্য আর্মেনিয়াকে গোপনে সহায়তা দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে ইরান। সম্প্রতি দেশটি সংঘাত নিরসনে আলোচনা শুরুর তাগিদ দিয়েছে। নাগোরনো-কারাবাখ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত অনুপস্থিতি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। ঐতিহাসিকভাবেই দক্ষিণ ককেশাস এলাকায় রাশিয়ার প্রভাব বেশি। ফলে মার্কিন প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই কম ছিল। আবার যুক্তরাষ্ট্রও এই অঞ্চলে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করেনি।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী গত ৯ অক্টোবর রাশিয়ার মধ্যস্থতায় এবারের সংঘাতের আপাতত ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছিল আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া। তবে ওই ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে দেশ দুটি।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় সবাই বেকসুর খালাস

ভারতের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু তা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কারও বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণও মেলেনি। তাই বেকসুর খালাস পেলেন সবাই। গত ৩০ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌ সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক সুরেন্দ্র কুমার যাদব এ রায় দেন। সুরেন্দ্র কুমার যাদব বলেন, বিজেপির প্রবীণ নেতাদের পাশাপাশি অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মসজিদ ভাঙার চক্রান্ত, পরিকল্পনা ও প্ররোচনার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে লালকৃষ্ণ আদভানি, মুরলী মনোহর যোশি, উমা ভারতী, কল্যাণ সিংসহ ৩২ জন বেকসুর খালাস পেয়েছেন। রায়ের পর আদভানি-যোশিদের শুভেচ্ছা জানান বিজেপি সভাপতি জে ডি নাড্ডা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, অবশেষে বিচারব্যবস্থার জয় হলো। তবে এ রায়ে হতাশা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। তারা বলেছে, এ রায় সাংবিধানিক মূল্যবোধের বিপরীত।

মোগল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ১৫২৮ সালে বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। অভিযোগ, হিন্দু দেবতা রামচন্দ্রের মন্দির ভেঙে সেই কাঠামোর ওপর তৈরি হয়েছিল বাবরি মসজিদ। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, রামচন্দ্র ওখানেই জন্মেছিলেন। সেই জন্মস্থানের ওপরেই গড়ে উঠেছিল রামের মন্দির। তা ভেঙে তৈরি হয় বাবরি মসজিদ। বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রামের জন্মভূমি উদ্ধারে যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তারই পরিনতিতে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়। দীর্ঘ ২৮ বছর পর সেই মামলায় মসজিদ ধ্বংস হওয়া প্রমাণিত হলেও কারা তার জন্য দায়ী, তা প্রমাণিত হলো না। বাবরি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মসজিদ-রাম জন্মভূমি নিয়ে মূলত দুটি মামলা চলছিল। একটি ধ্বংসসংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা, অন্যটি জমির মালিকানা। দ্বিতীয় মামলার নিষ্পত্তি সুপ্রিম কোর্ট আগেই করে দিয়েছেন। জমির মালিকানা পেয়েছে হিন্দু সংগঠন। আপাতত মন্দির তৈরির তোড়জোড় চলছে। মুসলমানদের মসজিদ তৈরির জন্য আলাদা স্থানে ৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর নিম্ন আদালতে নিষ্পত্তি হলো ফৌজদারি মামলার। এ মামলায় মোট অভিযুক্ত ছিলেন ৪৯ জন। তাঁদের মধ্যে শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিঙ্ঘল, অযোধ্যার মহন্ত রামচন্দ্র দাসের মতো ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৩২ জন বেকসুর খালাস পেলেন।

'তুষারচিতা' আং রিতা শেরপার মৃত্যু

অক্সিজেন সহায়তা ছাড়াই ১০ বার হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন তিনি। 'তুষারচিতা' খ্যাত নেপালের সেই পর্বতারোহী আং রিতা শেরপা গত ২১ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি যকৃৎ ও মস্তিষ্কের সমস্যায় ভুগছিলেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ২০১৭ সালে আং রিতাকে স্বীকৃতি দেয় যে তিনি বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বোতলভর্তি অক্সিজেন ছাড়া ১০ বার এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে এই রেকর্ড করেন তিনি। আজ পর্যন্ত সেই রেকর্ড কেউ ছুঁতে পারেনি। ১৯৮৭ সালে তিনি প্রথম বোতলভর্তি অক্সিজেনের সহায়তা ছাড়া শীতের মধ্যে ২৯ হাজার ২৮ ফুটের পর্বত চূড়ায় ওঠেন। পর্বতারোহণে এই প্রবাদপ্রতিম সাহসী ভূমিকার জন্য তাঁকে 'তুষারচিতা' নামে অভিহিত করা হয়।

মঙ্গলে তিন প্রাচীন হ্রদ

আবারও মঙ্গল গ্রহে পানির আভাস মিলেছে। এবার গ্রহটির ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রাচীন হ্রদের খোঁজ পেয়েছেন গবেষকেরা। তাঁরা বলছেন, গ্রহটিতে আগে ধারণা করা তরল পানির চেয়ে আরও বেশি পানি থাকতে পারে। শুষ্ক ও ধুলাময় গ্রহটির দক্ষিণের বরফচূড়ার নিচে জলাশয় লুকিয়ে থাকতে পারে। ইতালির রোমা ট্রে ইউনিভার্সিটির গবেষকদের নেতৃত্বে একটি নতুন গবেষণা ২০১৮ সালে মঙ্গলের মেরু বরফের নিচে একটি লুকানো হ্রদের অনুসন্ধানের বিষয়টিকে জোরালো সমর্থন করছে। এ ছাড়া নতুন গবেষণায় আরও তিনটি নতুন জলাশয় থাকার কথা বলা হচ্ছে।

গবেষকেরা এ ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মার্স এক্সপ্রেস অরবিটার রাডারের তথ্য ব্যবহার করেছেন। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির এক বিবৃতিতে বলা হয়, নতুন গবেষণায় আরও অধিক তথ্য বিবেচনায় নিয়ে এবং ভিন্ন উপায়ে তা বিশ্লেষণ করে নতুন তিনটি জলাশয় আবিষ্কার করা হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর গবেষণাসংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার অ্যাস্ট্রোনমি' সাময়িকীতে। গবেষকেরা বলছেন, হ্রদগুলো বরফের একটি বড় স্তরের নিচে লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদটি ১৯ মাইল বিস্তৃত হতে পারে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি হ্রদ এর চারপাশে থাকতে পারে। গবেষকেরা আশা করছেন, কম তাপমাত্রায় তরল থাকার জন্য পানি নোনা হবে। ২০১৯ সালের পৃথক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা পানি জমাট বাঁধতে দেয় না। তবে বর্তমান গবেষণায় পানিতে অতিরিক্ত লবণ থাকার বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ ও সম্পাদনা : রাজিউল হাসান

তথ্যসূত্র : এএফপি, রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন, গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক টাইমস, এনডিটিভি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নবায়নযোগ্য শক্তি

আশা জাগাচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ

দেশে কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকটি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদন শুরু করবে। জোরেশোরে কাজ চলছে আরও কয়েকটি কেন্দ্রের। এর বাইরে একটি বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনাও অনেক দূর এগিয়েছে। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক বছরে বিদ্যুৎ খাতে নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর বিদ্যুতের হিস্যা বাড়বে। এখন মোট ২৩টি নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ চলছে। এসব কেন্দ্রের সম্মিলিত উৎপাদনক্ষমতা ধরা হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৫৫০ মেগাওয়াট। ২০১০ সালে জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) অর্থায়নে বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা করেছিল সরকার। ওই পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে দেশের মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনের কথা ছিল, যদিও তা হয়নি। দেশে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। এই অনুপাতে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে উৎপাদিত হওয়ার কথা ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু এখন সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা মাত্র ৬৩ মেগাওয়াট। এর মধ্যে টেকনাফে ২০, রাউজানে ২৫, জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ৩, পঞ্চগড়ে ৮ ও কাপ্তাইয়ে ৭ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্র বিগত কয়েক বছরে উৎপাদনে এসেছে। বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র এখন একটিও নেই। জলবিদ্যুৎকেন্দ্র আছে একটি। সেটি পাকিস্তান আমলে নির্মিত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এর উৎপাদনক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট।

২০১০ সালের পর থেকে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর ৪০টির বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল। এখন ২৩ কেন্দ্রের অনুমতি বহাল আছে।

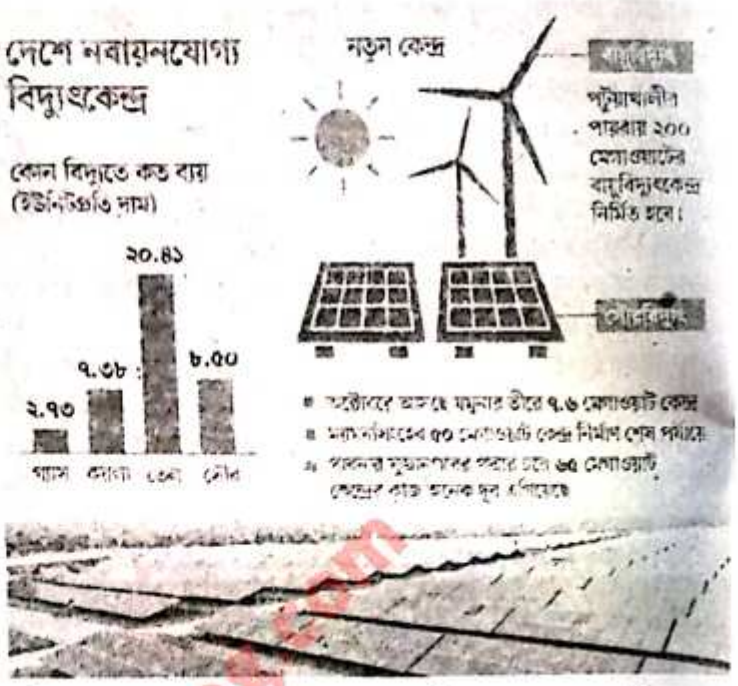

বাকিরা সময়মতো কাজ করতে না পারায় অনুমতি বাতিল করা হয়। অনুমতি থাকা ১১টি নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর কেন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) হয়েছে। বাসাবাড়ি ও অফিসে সোলার হোম সিস্টেম বসিয়ে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা হয়। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) হিসাবে, বাংলাদেশে প্রায় ৫৮ লাখ সৌরবিদ্যুৎ বা সোলার হোম সিস্টেম রয়েছে। এ থেকে প্রায় ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসে।

নতুন দুটি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র এ বছরই উৎপাদনে আসবে, তা প্রায় নিশ্চিত। একটি সরকারি নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের (এনডব্লিউপিজিসিএল) সাড়ে ৭ মেগাওয়াটের কেন্দ্র। এটি সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে নির্মাণ করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রটি উৎপাদনে আসতে পারে। আরেকটি ময়মনসিংহে, যার উৎপাদনক্ষমতা ৫০ মেগাওয়াট। মালয়েশিয়াভিত্তিক ভিট্রোলিক সোলারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান আইএফডিসি সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করছে। এটির নির্মাণকাজও শেষ পর্যায়ে।

আগামী বছরের মধ্যে উৎপাদনে আসতে পারে বাগেরহাটের মোংলা ও ফেনীর সোনাগাজীতে নির্মাণাধীন দুটি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র, যার উৎপাদনক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট করে। মোংলারটি নির্মাণ করছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এনারগন টেকনোলজিস ও চায়না সানেরজি কোম্পানি লিমিটেড। ফেনীর সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রটি তৈরি করছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মেতিতো ইউটিলিটিস, চীনের জিনকো পাওয়ার টেকনোলজি ও সৌদি আরবের আল জোমাইয়া এনার্জি অ্যান্ড ওয়াটার কোম্পানি। নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন ও চীনের সরকারি কোম্পানি সিএমসির যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট ও পাবনার সুজানগরের রামকান্তপুরে পদ্মা নদীর চরে ৬৫ মেগাওয়াটের দুটি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। এদিকে নর্থওয়েস্ট ও সিএমসি মিলে পটুয়াখালীর পায়রায় ২০০ মেগাওয়াটের একটি বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

সূত্র : প্রথম আলো

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আজ-কাল বাংলাদেশ : মডেল টেস্ট

১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৫তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ (ভার্চুয়াল মাধ্যমে) প্রদান করেন কবে?
ক. ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
গ. ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঘ. ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
উত্তর : গ

২. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘে মোট ভাষণ প্রদান করেন কতবার?
ক. ১৭ বার খ. ১৪ বার গ. ১৬ বার ঘ. ১৩ বার
উত্তর : ক

৩. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে করোনা সংকটের কারণে বিভিন্ন খাতে কতটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন?
ক. ১৮টি খ. ২২টি গ. ২৩টি ঘ. ২১টি
উত্তর : ঘ

৪. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী এশিয়ার সুখী ৩০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক. ২৩তম খ. ২৪তম গ. ২৫তম ঘ. ২৬তম
উত্তর : ঘ

৫. বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের সর্বোচ্চ সুদহার নির্ধারণ করেছে কত শতাংশ?
ক. ১৯ শতাংশ খ. ২০ শতাংশ
গ. ২১ শতাংশ ঘ. ২২ শতাংশ
উত্তর : খ

৬. ব্যাংক কোম্পানি আইনের কোন কোন ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়?
ক. ৪৬ ও ৪৭ নম্বর ধারা খ. ৪৭ ও ৪৮ নম্বর ধারা
গ. ৪৮ ও ৪৯ নম্বর ধারা ঘ. ৪৯ ও ৫০ নম্বর ধারা
উত্তর : ক

৭. বাংলাদেশের কয়টি ব্যাংক বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা (এমএফএস) দিচ্ছে?
ক. ১০টি খ. ১২টি গ. ১৫টি ঘ. ১৬টি
উত্তর : গ

৮. শীর্ষে স্থান করে নেওয়া বিশ্বের ২৭টি পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনার মধ্যে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র কারখানা রয়েছে কতটি?
ক. ১৮টি খ. ১৯টি গ. ২০টি ঘ. ২১টি
উত্তর : ক

৯. সম্প্রতি বাংলাদেশ কোন দেশের সঙ্গে প্রথমবারের মতো দ্বিপক্ষীয় অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) করতে যাচ্ছে?
ক. চীন খ. কানাডা গ. ভুটান ঘ. ভারত
উত্তর : গ

১০. রাশিয়া থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠিত ৬১তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় কতজন প্রতিযোগী?
ক. ৩ জন খ. ৪ জন গ. ৫ জন ঘ. ৬ জন
উত্তর : ঘ

১১. সম্প্রতি দেশে চালুকৃত টেলিমেডিসিন অ্যাপের নাম কী?
ক. পদ্মা খ. বঙ্গবন্ধু
গ. জয় বাংলা ঘ. স্বাধীনতা
উত্তর : গ

১২. শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে কোথায়?
ক. যশোর খ. খুলনা
গ. বাগেরহাট ঘ.গোপালগঞ্জ
উত্তর : খ

১৩. দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে কোন বিভাগ?
ক. চট্টগ্রাম বিভাগ খ. ঢাকা বিভাগ
গ.খুলনা বিভাগ ঘ. সিলেট
উত্তর : ক

১৪. দেশে নির্মাণাধীন মোট নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা কতটি?
ক. ২৭টি খ. ২৩টি গ. ২৯টি ঘ. ৩০টি
উত্তর : খ

১৫. গম আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক. তৃতীয় খ. চতুর্থ গ. পঞ্চম ঘ. ষষ্ঠ
উত্তর : গ

১৬. 'সুখ সাগর' কোন ফসলের নতুন জাত?
ক. পাট খ. পেঁয়াজ
গ. আলু ঘ. ভুট্টা
উত্তর : খ

১৭. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (BPSC) নতুন চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন কমিশনের কততম চেয়ারম্যান?
ক. ১০তম খ. ১৩তম
গ. ১৪তম ঘ. ১৬তম
উত্তর : গ

১৮. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী পাঠানোর দিক দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান কততম?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ
উত্তর : ক

১৯. সম্প্রতি কোন দেশের বিমানবন্দর সুরক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের নারী শান্তিরক্ষী বাহিনী?
ক. কঙ্গো খ. হাইতি
গ. পেরু ঘ. সুদান
উত্তর : ক

২০. সারা দেশে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) রয়েছে কতটি?
ক. ৯টি খ. ১০টি
গ. ১১টি ঘ. ১২টি
উত্তর : গ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

চলতি বিশ্ব : মডেল টেস্ট

১. সম্প্রতি ভারতের কোন প্রদেশ নিয়ে চীনের সঙ্গে নতুন করে সীমান্ত উত্তেজনা শুরু হয়েছে?
ক. মিজোরাম খ. আসাম
গ. নাগাল্যান্ড ঘ. অরুণাচল
উত্তর : ঘ

২. চতুর্থ আরব দেশ হিসেবে চলতি বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তির ঘোষণা দিয়েছে কোন দেশ?
ক. জর্ডান খ. কাতার গ. বাহরাইন ঘ . লেবানন
উত্তর : গ

৩. যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে সম্প্রতি আফগান সরকার ও তালেবানদের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কবে?
ক. ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০
গ. ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঘ. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
উত্তর : ক

৪. ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফৌজদারি মামলার রায় প্রকাশিত হয় কবে?
ক. ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ. ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০
গ. ১ অক্টোবর ২০২০ ঘ. ৩ অক্টোবর ২০২০
উত্তর : খ

৫. যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের মধ্যকার প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় কবে?
ক. ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ. ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
গ. ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঘ. ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০
উত্তর : ঘ

৬. আজারবাইজানকে অস্ত্র সরবরাহ করায় আর্মেনিয়া কোন দেশ থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিয়েছে?
ক. ইসরায়েল খ. মিয়ানমার গ. তুরস্ক ঘ. ইরান
উত্তর : ক

৭. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) তথ্য অনুযায়ী এশিয়ার শীর্ষ সুখী দেশ কোনটি?
ক. সুইজারল্যান্ড খ. ডেনমার্ক
গ. সুইডেন ঘ. তাইওয়ান
উত্তর : ঘ

৮. যুক্তরাষ্ট্রে ৪৪তম প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চতুর্থ বই কোনটি?
ক. Of The I Sing
খ. The Audacity of Hope
গ. Dreams from My Father
ঘ. A Promised Land
উত্তর : ঘ

৯. ১৩তম আইপিএল (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোথায়?
ক. সংযুক্ত আরব আমিরাত খ. ভারত
গ. কাতার ঘ. সৌদি আরব
উত্তর : ক

১০. ২০২০ সালে সর্বোচ্চ আয় করা ফুটবলার কে?
ক. ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো খ. এমবাপ্পে
গ. লিওনেল মেসি ঘ. নেইমার
উত্তর : গ

১১. ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হ কোথায়?
ক. ব্রাজিল খ. ইতালি গ. চিলি ঘ. প্যারাগুয়ে
উত্তর : খ

১২. ৭৭তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেতা পুরস্কার জেতেন কে?
ক. পিয়েরফ্রান্সিসকো ফবিনো
খ. ভেনেসা কারবি
গ. ক্লোরি ঝাও
ঘ. গ্যাব্রিয়েল ফারাবি
উত্তর : ক

১৩. কোন দিনটি জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন কর হয়?
ক. ২১ অক্টোবর খ. ২২ অক্টোবর
গ. ২৩ অক্টোবর ঘ. ২৪ অক্টোবর
উত্তর : ঘ

১৪. সম্প্রতি আমেরিকার কয়টি অঙ্গরাজ্যে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে?
ক. দুটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
উত্তর : খ

১৫. বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী করোনা পরীক্ষায় 'পজিটিভ' হওয়ার হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোন দেশে?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. আর্জেন্টিনা গ. ব্রাজিল ঘ. ভারত
উত্তর : খ

১৬. করোনা গবেষণায় মার্কিন চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার তৈরি দ্রুতগতির সুপার কম্পিউটারের নাম হবে কোনটি?
ক. কেমব্রিজ-১ খ.কেমব্রিজ-২
গ. কেমব্রিজ-৩ ঘ. কেমব্রিজ-৪
উত্তর : ক

১৭.বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যমতে, বিশ্বে প্রতি কতজনে ১ জন করোনায় আক্রান্ত?
ক. ৫ জন খ. ৯ জন গ. ১০ জন ঘ. ১৫ জন
উত্তর : গ

১৮. ভারতে করোনা শনাক্তের জন্য আবিষ্কৃত নতুন টেস্ট কিটের নাম কী?
ক. শবর খ. ফেলুদা গ. ব্যোমকেশ ঘ. শঙ্খ
উত্তর : খ

১৯. সম্প্রতি 'কোভিডমুক্ত পাসপোর্ট' প্রচলনের প্রস্তাব দিয়েছে কোন দেশ?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ.যুক্তরাজ্য গ. সুইডেন ঘ. ফিনল্যান্ড
উত্তর : খ

২০. সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এশিয়ার কোন দেশে কার্যক্রম স্থগিত করেছে?
ক. বাংলাদেশ খ. চীন গ. পাকিস্তান ঘ. ভারত
উত্তর : ঘ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নতুন চাকরি প্রার্থীরা এ সময়ে যা করবেন

রিদওয়ানুল হক
অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈশ্বিক মহামারির এই সময়ে অর্থনীতির মন্দাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সংগত কারণেই চাকরির বাজারেও দেখা যাচ্ছে কঠিন একটি সময়। চাকরিসন্ধানীদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছেন যাঁরা মাত্র স্নাতক শেষ করে চাকরি খুঁজছেন, অথবা যাঁরা অচিরেই স্নাতক শেষ করে চাকরি খোঁজা শুরু করবেন। এই সময়ে চাকরির বাজারে নবীন হিসেবে তাই নিতে হবে বাড়তি প্রস্তুতি, যা আপনাকে গড়ে তুলবে অনেকের মধ্যে প্রত্যাশিত একজন হিসেবে।

চাকরির প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে তাই মনোযোগ দিতে হবে পাঁচটি বিষয়ে—

১. গড়ে তুলুন সঠিক মানসিকতা—
অন্যান্য যেকোনো বিষয়ের প্রস্তুতির মতো চাকরির প্রস্তুতিতেও শুরু করতে হবে মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করার মাধ্যমে। চাকরির জন্য সঠিক মানসিকতা কী? একেবারেই নবীন হিসেবে এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে আপনার হিমশিম খাবারই কথা। আদতে এই প্রশ্নের উত্তর ততটা জটিল নয়। নিজের সামর্থ্য, শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা বুঝে কাজ করার ও শেখার আগ্রহ, দলের মধ্য থেকে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারার মানসিকতাই আপনাকে চাকরির প্রতিযোগিতায় অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলবে। তাই সময় নিয়ে নিজের সামর্থ্য, শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা বুঝুন। নিজের সামর্থ্য ও শক্তিমত্তার সঙ্গে মেলে—এমন চাকরির জন্য আবেদন করা শুরু করুন। যেসব দুর্বলতার জন্য চাকরিতে সমস্যা হতে পারে, সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য কাজ করা শুরু করুন। সঙ্গে দলগতভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা জমা করতে থাকুন।

২. চাকরিদাতা সম্পর্কে জানুন—
চাকরির আবেদনপ্রক্রিয়া, বিশেষ করে সাক্ষাৎকারের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের চাকরির জন্য আবেদন করতে যাচ্ছেন, সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। ভাইভার আগেই ওই প্রতিষ্ঠান ও তাঁদের কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্জনের ব্যাপারেও ভালো ধারণা থাকা আবশ্যক। এসব ব্যাপারে জানার জন্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট বা ফেসবুক পেজ খুবই কার্যকরী। ওয়েবসাইট বা ফেসবুক পেজ না থাকলে গুগল করে জেনে নিতে পারেন প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো।

৩. সফট স্কিল বাড়ান—
উচ্চ সিজিপিএ বেশ প্রশংসনীয় একটি অর্জন, কিন্তু শুধু এই অর্জনের পিঠে চড়েই সমুদ্রসম চাকরির প্রতিযোগিতা পার করা অসম্ভব। চাকরির জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে তাই ভালো ফলাফলের পাশাপাশি সফট স্কিল বাড়ানোর দিকেও মনোযোগ থাকা চাই। সফট স্কিল কী? সফট স্কিল হচ্ছে কারিগরি দক্ষতার বাইরে সেই সব দক্ষতা, যার মাধ্যমে আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারবেন। এর মধ্যে আছে মানুষ ব্যবস্থাপনা, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা, সময় ব্যবস্থাপনা, সহকর্মী কিংবা গ্রাহকের প্রতি সহমর্মিতা ইত্যাদি। সফট স্কিলগুলো কর্মক্ষেত্রে একজন পেশাজীবীর সাফল্যের হার বাড়িয়ে তোলে অনেক গুণ। তাই চাকরিদাতারা সাধারণত চাকরিপ্রত্যাশীদের মধ্যে এমন গুণগুলো খোঁজেন। সফট স্কিল বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের শুরু থেকেই প্রস্তুতি নিতে বিভিন্ন ক্লাব বা সোসাইটিতে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করা ইত্যাদি বেশ সহায়ক হয়।

৪. যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ান—
যোগাযোগ দক্ষতা বা কমিউনিকেশন স্কিল যেকোনো চাকরির জন্যই বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি দক্ষতা, যেটি আপনাকে অন্য প্রার্থীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রাখবে। শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারা, শ্রোতার অবস্থা বুঝে কথা বলা, সঠিক সময় সঠিক কথাটি বলতে পারা, কখন চুপ করে থাকাই শ্রেয় তা বোঝা, ভালো শ্রোতা হওয়া, সঠিকভাবে দাপ্তরিক বিষয়ে লেখা, ইত্যাদি আয়ত্ত করতে পারলে আপনি চাকরি তো বটেই, এগিয়ে থাকবেন জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই। এই বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে সফট স্কিলের মতোই আপনাকে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

৫. আবেদনের জন্য কাগজপত্র ঠিক রাখা—
চাকরির আবেদনের জন্য আপনাকে অবশ্যই ঠিকভাবে ব্যক্তিগত সিভি, কভার লেটার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখতে হবে। এ জন্য আপনার জানা দরকার কীভাবে ব্যক্তিগত সিভি, কভার লেটার লিখতে হয়। অনেকে পরিচিত মানুষের সিভি নিয়ে কিছু জিনিস পাল্টে সেই সিভি ব্যবহার করেন, অনেকে ভুল রেফারেন্স ব্যবহার করেন। এতে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তো বাড়েই না, বরং কমে যায় বহুগুণে। নিজের জন্য তাই স্বতন্ত্র ও প্রাসঙ্গিক সিভি তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে যেসব মানুষের সঙ্গে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা আপনার আছে ও যাঁরা আপনার রেফারেন্স হতে চান, তাঁদেরই রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করবেন। আপনার সম্পর্কে রেফারেন্সের ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশংসা আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে অনেকখানি।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নোবেল পুরস্কার ২০২০

হার্ভি জে অল্টার, মাইকেল হুফটন ও চার্লস এম রাইস

চিকিৎসাবিজ্ঞান

৫ অক্টোবর ২০২০ সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ সময় স্ক্রিনে বিজয়ীদের ছবি ভেসে ওঠে। (বাঁ থেকে) হার্ভি জে অল্টার, মাইকেল হফটন ও চার্লস এম রাইস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হেপাটাইটিস সি বৈশ্বিক স্বাস্থ্যগত অন্যতম বড় সমস্যা। তবে হেপাটাইটিস এ এবং বি শনাক্ত হওয়ার পরও বিজ্ঞানীরা হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের বিষয়ে অনেক দিন অন্ধকারে ছিলেন। অবশেষে মার্কিন বিজ্ঞানী হার্ভি জে অল্টার, চার্লস এম রাইস এবং ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মাইকেল হফটনের অক্লান্ত চেষ্টায় শনাক্ত হয় প্রাণঘাতী আরেকটি ভাইরাস, যা হেপাটাইটিস সি নামে পরিচিত। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে রক্তবাহিত এই রোগের চিকিৎসাপদ্ধতিও উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে চলতি বছর এই তিন বিজ্ঞানীকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী হার্ভি জে অল্টার (৮৫) বর্তমানে দেশটির মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথে কর্মরত। যুক্তরাষ্ট্রেরই আরেক বিজ্ঞানী চার্লস এম রাইস (৬৮) নিউইয়র্কে রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। আর ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মাইকেল হফটন কানাডার ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টায় কাজ করছেন। এবারের নোবেল পুরস্কারের এক কোটি সুইডিশ ক্রোনার (১১ লাখ মার্কিন ডলার) অর্থ তাঁরা তিনজন সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। সাধারণত প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর সুইডেনের স্টকহোমে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে নোবেল পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। তবে করোনাভাইরাস মহামারির কারণে এ বছর ওই অনুষ্ঠান বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ।

রজার পেনরোজ, রাইনহার্ড গেনজেল ও আন্দ্রেয়া গেজ

পদার্থবিজ্ঞান

ব্ল্যাকহোল। বাংলায় যাকে বলে কৃষ্ণগহ্বর। এ বছর পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারটি গিয়েছে মহাবিশ্বের অন্ধকারতম এই রহস্যের হাতে।পুরস্কার দেওয়া হয়েছে রজার পেনরোজ, রাইনহার্ড গেনজেল ও আন্দ্রেয়া গেজকে। এর মধ্যে পেনরোজ দেখিয়েছেন, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যেমন বলে, সেভাবেই তৈরি হয় কৃষ্ণগহ্বর। এদিকে গেনজেল ও আন্দ্রেয়া দেখিয়েছেন, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বসে আছে অসম্ভব ভারী ও অদৃশ্য কিছু একটা। এই রহস্যময় ভারী বস্তুটিকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে আমাদের গ্যালাক্সির সব নক্ষত্র। রহস্যময় এই 'কিছু একটা'র এখন পর্যন্ত জানা একমাত্র ব্যাখ্যা সেই কৃষ্ণগহ্বরই। আইনস্টাইন নিজে কৃষ্ণগহ্বর আছে বলে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মারা যাওয়ার ১০ বছর পর, ১৯৬৫ সালে রজার পেনরোজ গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব কৃষ্ণগহ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী করে। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী কৃষ্ণগহ্বর কীভাবে তৈরি হয় এবং এর বৈশিষ্ট্য কী—সেসবও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন তিনি।

লুইজ গ্লিক

সাহিত্য

সাহিত্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন কবি লুইজ গ্লিক। সুইডিশ একাডেমির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গ্লিককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁর সরল ও সৌন্দর্যময় ভ্রান্তিহীন কাব্যিক কণ্ঠস্বরের জন্য, যা ব্যক্তির অস্তিত্বকে সর্বজনীন করে তোলে। ১৯৪৩ সালে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী এ কবি লং আইল্যান্ডে বেড়ে ওঠেন। সারা লরেন্স কলেজ, উইলিয়াম কলেজ, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা করেন। টেকনিকের অতিনবত্ব, সেনসিটিভিটি তথা স্পর্শকাতরতা তাঁর কবিতার অস্থিমজ্জায়। কবিতার শিল্পপ্রকৌশলগত ভিন্নতার কারণে তিনি বহুল প্রশংসিত। 'দ্য ট্রায়াম্ফ অব একিলিস' কাব্যগ্রন্থের জন্য লুইজ গ্লিক 'ন্যাশনাল বুক ক্রিটিকস সার্কেল' পুরস্কার পান।

প্রসঙ্গত, নোবেল পুরস্কারের

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ইতিহাসে ১৬তম নারী বিজেতা হলেন এই মার্কিন কবি।

ইমানুয়েল শারপেঁসিয়ে ও জেনিফার এ ডাউডনা

রসায়ন

কথায় কথায় জীবনটা আবার নতুন করে শুরুর কথা বলেন অনেকে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয় না। কারণ, তেমন কৌশল তো মানুষের আয়ত্তে নেই। এই নিয়ে হাহুতাশ করেও কোনো লাভ হয় না। কিন্তু এবার আক্ষরিক অর্থে না হলেও জীবন পুনঃলিখনের তত্ত্ব দিয়ে রসায়নে নোবেল বিজয় করলেন দুই বিজ্ঞানী। ৭ অক্টোবর ২০২০ রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস রসায়নে নোবেল ঘোষণা করে। জিন সম্পাদনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে বিশেষ অবদান রেখে এবার এ নোবেল জয় করে নিয়েছেন ফরাসি বিজ্ঞানী ইমানুয়েল শারপেঁসিয়ে ও মার্কিন বিজ্ঞানী জেনিফার এ ডাউডনা।

এ-সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে নোবেল কমিটি জানায়, জিন সম্পাদনার কৌশল উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ইমানুয়েল শারপেঁসিয়ে ও জেনিফার এ ডাউডনা। ফরাসি অণুজীববিজ্ঞানী শারপেঁসিয়ে বর্তমানে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইউনিট ফর দ্য সায়েন্স অব প্যাথোজেনসের পরিচালক হিসেবে কর্মরত। ১৯৬৮ সালে জন্ম নেওয়া শারপেঁসিয়ে প্যারিসের পাস্তুর ইনস্টিটিউট থেকে পিএইচডি করেন। আর মার্কিন বিজ্ঞানী জেনিফার এ ডাউডনা ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। ১৯৬৪ সালে জন্ম নেওয়া ডাউডনা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল, বোস্টন থেকে পিএইচডি করেছেন। তাঁরা দুজনই জিন সম্পাদনার কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ দুই বিজ্ঞানী এবার নোবেল পুরস্কারের আর্থিক মূল্যমান ১ কোটি সুইডিশ ক্রোনার (প্রায় ১১ লাখ ২১ হাজার ডলার) অর্ধেক করে পাবেন।

শান্তি

২০২০ সালে শান্তিতে নোবেল পেয়েছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। গত ৯ অক্টোবর নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি শান্তিতে এবারের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে। ক্ষুধা নিরসনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ডব্লিউএফপিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি। তারা বলেছে, যুদ্ধ ও সংঘাতের অস্ত্র হিসেবে ক্ষুধার ব্যবহার রোধের প্রয়াসে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ডব্লিউএফপি। গত বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলী। শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

শান্তিতে নোবেলজয়ীকে নির্বাচনের দায়িত্ব নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির। সব নোবেল পুরস্কার সুইডেনের স্টকহোম থেকে ঘোষণা দেওয়া হলেও শান্তি পুরস্কার ঘোষণা দেওয়া হয় নরওয়ের অসলো থেকে। কাজটি আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ীই করা হয়।

পল আর মিলগ্রম ও রবার্ট বি উইলসন

অর্থনীতি

অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক পল আর মিলগ্রম ও রবার্ট বি উইলসন। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস গত ১২ অক্টোবর ২০২০ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে। আর্থিক সম্পদের বাজারমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিলাম তত্ত্বের (অকশন থিওরি) উন্নয়ন ও নতুন রীতি উদ্ভাবনের জন্য তাঁরা যৌথভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের মহাসচিব গুরান হ্যানসন বলেছেন, নিলাম তত্ত্বের উন্নতি এবং নতুন নিলাম রীতি আবিষ্কারের জন্য পল আর মিলগ্রম এবং রবার্ট বি উইলসনকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তাঁদের আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী বিক্রেতা, ক্রেতা এবং করদাতাদের উপকৃত করেছে।

গ্রন্থনা : সাব্বির হোসেন

জেনে নিন

১. ঈশ্বরচন্দ্র কত মাইল পথ হেঁটে কলকাতায় পড়তে যেতেন?
উত্তর : ২৫ মাইল

২. বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ের নাম কী?
উত্তর : বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়

৩. বিবিসির জরিপে তিনি কততম শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন?
উত্তর : অষ্টম স্থান

৪. বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় কত সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রণীত হয়?
উত্তর : ১৮৫৬ সালে

৫. ঈশ্বরচন্দ্র কত সালে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন?
উত্তর : ১৮৪১ সালে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

পদের নাম : সহকারী ব্যবস্থাপক

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

লিখেছেন : লোটাস ইবনে হাবীব

English (Marks: 20)

1. Choose the correct preposition: The table is... the middle ... the room.

A. At, of
B. in, of
C. in, at
D. into, of

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : রুম বা কক্ষের মাঝখানে টেবিলের অবস্থান বোঝাতে in, of-ই সঠিক preposition. মাঝখানে বোঝাতে in (in the middle-মধ্যে) এবং কোনো কিছুর মধ্যে (of the room-রুমের/কক্ষের) বোঝাতে of ব্যবহৃত হয়।

2. Which of the following sentence is correct?

A. In the accident, a number of passengers were died.
B. Everyone were pleased at the party.
C. The interviewer asked a number of question.
D. Each of the boys are suffering from corona virus.

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : অপশনের B ও D—বাক্যে everyone এবং each থাকায় বাক্য দুটি plural verb 'were' এবং 'each' গ্রহণ করতে পারে না। তাই বাক্য দুটি ভুল। আবার C অপশনে a number of-এর পরে plural noun না থাকায় এটিও ভুল। কিন্তু A অপশনে subject ও verb-এর সঠিক রূপ থাকায় তা যথোপযুক্ত। সুতরাং সঠিক বাক্য In the accident, a number of passengers were died।

3. Choose the correct synonym of the word: ASTUTE

A. Ingenious
B. Perceptive
C. Native
D. Unwise

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : Astute অর্থ বিচক্ষণ, চতুর, কৌশলী। এর সমার্থক শব্দগুলো হলো ingenious (প্রতিভাধর), discreet (বিচক্ষণ), talented (মেধাবী) ইত্যাদি। এ ছাড়া perceptive (অনুভবক্ষম)-এর সমার্থক শব্দগুলো হলো sensible, conscious, sentient ইত্যাদি। Native (সহজাত)-এর সমার্থক শব্দগুলো হলো innate, intrinsic, indigenous ইত্যাদি এবং unwise (অবিচক্ষণ)-এর সমার্থক শব্দগুলো imprudent, injudicious ও audacious।

4. Choose the correct antonym of the word: EPIDEMIC

A. Rampant
B. Endemic
C. Prevalent
D. Limited

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Epidemic অর্থ মহামারি, বিস্তৃত অঞ্চলে একই সময়ে ছড়িয়ে পড়া রোগ বা সংক্রামক রোগে ব্যাপক প্রাণহানি। এর বিপরীত শব্দ endemic (নির্দিষ্ট এলাকায় সংক্রমিত রোগ, স্থানীয় রোগ, জাতিগত রোগ)। অন্যদিকে rampant অর্থ ব্যাপক, প্রচণ্ড, বাধাহীন। Prevalent অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে বা দলে বিরাজমান, প্রচলন। Limited অর্থ সীমিত, সীমাবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত।

5. Choose the correct conversion into simple form of the sentences: Corona virus has attacked the world, Bangladesh has maintained a high growth rate of its economy.

A. Though Corona virus has attacked the world, Bangladesh has maintained a high economic growth rate.
B. Since Corona virus has attacked the world, Bangladesh has maintained a high economic growth rate.
C. Corona virus has attacked the world and Bangladesh has maintained a high economic growth rate.
D. In spite of Corona virus attack in the world, Bangladesh has maintained a high economic growth rate.

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : যে বাক্যে একটি finite verb থাকে, তাকে simple sentence বলে। অপশনের চতুর্থ বাক্যটিতে একটি finite verb থাকায় তা simple sentence। এ ছাড়া complex sentence-এ though, since ইত্যাদি conjunction এবং compound sentence-এ and, or, but, as well as ইত্যাদি বসে। প্রদত্ত বাক্যগুলোর প্রথম তিনটি বাক্যে উক্ত শব্দগুলো থাকায় সেগুলো সরল বাক্য নয়।

6. Choose the correct tag question of the sentence: Zahara knows how to swim, ...?

A. don't she
B. does she
C. doesn't she
D. do she

উত্তর : C

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ব্যাখ্যা : Tag questions-এর নিয়ম অনুযায়ী main clause হ্যাঁ-বোধক হলে tag question না-বোধক এবং main clause না-বোধক হলে tag question হ্যাঁ-বোধক হয়। Main clause-এ helping verb না থাকলে tag করতে do, does ও did বসাতে হয়। এ ছাড়া tag question- এর শেষে main clause-এর subject-এর subjective pronoun হয়। সুতরাং প্রদত্ত বাক্যের correct tag question হবে doesn't she।

7. Choose the correct translation of the proverb: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

A. Two thieves are cousins.
B. Birds of the same feather flock together.
C. Morning shows the day.
D. Better late than never.

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' প্রবাদ বাক্যটির সঠিক অনুবাদ হলো Birds of the same feather flock together. অন্যদিকে Morning shows the day—উঠতি মুলো পত্তনেই চেনা যায়; Better late than never —একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভালো। কিন্তু Two thieves are cousins বাক্যটি প্রবাদ বাক্য নয়।

8. He loves himself. The underlined word is:

A. Personal pronoun
B. Relative pronoun
C. Demonstrative pronoun
D. Reflexive pronoun

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বাক্যের himself হলো reflexive pronoun। বাক্যটির Personal pronoun 'He'-এর objective 'Him'-এর সঙ্গে self যুক্ত হয়ে subject এবং object একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করায় 'himself' reflexive pronoun।

9. Choose the correct words to complete the sentence: ...in the field is feeling sick.

A. One of the player B. One of the players
C. Most of the players D. Most of the player

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : One of বাক্যের subject-এর শুরুতে থাকলে One of-এর পরের noun-টি plural হয় এবং বাক্যের verb-টি singular হয়। প্রদত্ত 'B' অপশনে One of-এর পরের noun-টি plural থাকায় এবং বাক্যের verb (is) singular থাকায় তা সঠিক উত্তর।

10. The appropriate plural form of the word: STRATUM is—

A. Straties B. Stratames
C. Strata D. Stratumies

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : Stratum (layer, tier, স্তর, ধাপ) হলো singular number। Stratum-এর plural রূপ হলো strata।

11. Choose the correct sentence.

A. My friend is going to buy some new furniture.
B. My friend has got brown eye.
C. She has got short black hairs.
D. He is going to buy some new chair.

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : নিকট ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার জন্য অতীতে সেটির পরিকল্পনা করে থাকলে বা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে এবং বর্তমানে তা প্রকাশ করলে সাধারণত going to + verb ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো কিছু ঘটতে যাচ্ছে বোঝাতে going to + verb হয়। অপশনগুলোর প্রথমটিতে My friend is going to buy some new furniture বা আমার বন্ধু কিছু নতুন আসবাব কিনতে যাচ্ছে। বাক্যটির মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে বা অল্প সময়ের মধ্যে furniture কেনার জন্য আমার বন্ধুর অতীত সিদ্ধান্ত বোঝানো হচ্ছে।

12. Antonym of RECONDITE is—

A. Hermetic B. Manifest
C. Pedantic D. Occult

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Recondite অর্থ দুর্বোধ্য, গুপ্ত, নিগূঢ়। এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ manifest (সুস্পষ্ট, প্রতিভাত, স্পষ্টত প্রতীয়মান)। এ ছাড়া hermetic—রুদ্ধ, বন্ধ; pedantic—গোঁড়া, পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং occult—গুপ্ত, লুক্কায়িত।

13. What is the correct meaning of the underlined word in the sentence? How are you getting on in your new job?

A. Reaching B. Completing
C. Managing D. Arriving

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : নতুন চাকরিতে deal বা manage করা বোঝাতে উপর্যুক্ত বাক্যটিতে getting on-এর পরিবর্তে managing শব্দটি সঠিক। অথবা getting on বলতে managing বোঝানো হচ্ছে।

14. Choose the appropriate pairs of words to fill in the blanks: Though it's difficult to cross the river, don't ...

A. Break down B. Wash up
C. Give up D. Put out

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : Give up—ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া; Break down—ভেঙে পড়া, বিকল হওয়া; Wash up—ধোয়া, ধৌত করা; Put out—নেভানো, নির্বাপণ করা। প্রদত্ত (Though it's difficult to cross the river, don't ...') বাক্যের অর্থ অনুযায়ী শূন্যস্থানে group verb বা phrasal verb 'Give up' বসালে বাক্যটি যথার্থ হয়। অতএব বাক্যটির অর্থ—যদিও নদী অতিক্রম করা কঠিন, তবু আশা ছেড়ে দিয়ো না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

15. The past participle form of the word 'BITE' is—

A. Bit B. Biten
C. Beaten D. Bitten

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : Bite অর্থ কামড়ানো বা দংশন করা। শব্দটির past ও past participle form যথাক্রমে bit ও bitten।

16. Choose the correct form of the verbs in the sentence: If we...near Cox's Bazar, we would go there more often.

A. Have lived B. Had lived
C. Were living D. Lived

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : Conditional sentence-এর নিয়ম অনুযায়ী If clause যদি simple past tense হয়, তবে অপর clause-টির subject-এর পর would + মূল verb বসে। প্রদত্ত বাক্যটির শূন্যস্থানে Lived বসবে। কেননা বাক্যের অপর অংশে would + মূল verb 'go' ব্যবহৃত হয়েছে।

17. Choose the sentence with appropriate use of 'some'.

A. I want to buy some new shoe.
B. Would you like to buy some apples?
C. Rana has listened to some music.
D. He bought some piece of cheese.

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Polite request (বিনয়মিশ্রিত অনুরোধ) বোঝাতে would + subject + verb দ্বারা প্রশ্ন করা হয়। অতএব Would you like to buy some apples (আপনি কি কিছু আপেল কিনবেন?)? বাক্যটিতে 'some'-এর সঠিক ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কিছু আপেল বোঝাতে some apples-ই সঠিক।

18. Which of the following words is correctly spelled?

A. Parlament B. Pairlament
C. Parliament D. Parlaiment

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক বানানযুক্ত শব্দ parliament। শব্দটির অর্থ সংসদ বা আইনসভা।

19. Choose the correct form of the underlined words: Sabotage came from the French saboteur, which means "to clatter with wooden shoes (sabots)."

A. Which means "to B. Which means, "to
C. That means "to D. That means, "to

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত বাক্যটিতে underline করা অংশটি সঠিক। অতএব 'a' নং অপশনটিই সঠিক।

20. Select the sentence with appropriate form.

A. If Salina had the money, she would bu[y] a fast car.
B. If I know the answer, I would tell you.
C. If I was you, I would put your jacket on.
D. It would be nice, if the weather is better.

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : Conditional sentence-এর নিয়মানুযায়ী If clause যদি simple past tense হয়, তবে অপর clause-টির subject-এর পর would + মূল verb বসে। প্রদত্ত অপশনগুলোর 'a' নং বাক্যে If clause-টি simple past এবং অপর clause-টির subject-এর পর would + মূল verb থাকায় তা সঠিক।

General Knowledge and Computer (Marks—20)

1. What is the period of coverage under the present five- year plan of Bangladesh?

A. FY 2016 - FY 2020
B. FY 2017 - FY 2021
C. FY 2018 - FY 2022
D. FY 2020 - FY 2024

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : স্বাধীনতা লাভের দেড় বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য সামনে রেখে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)' গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমান (সপ্তম) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ FY 2016-FY 2020। প্রসঙ্গত, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৮ লাখ কোটি টাকা এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

2. Which movie won the best picture Oscar award 2020?

A. Ford vs Ferrari B. Joker
C. Green Book D. Parasite

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : ২০১৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার পরিচালক বং জুন হো 'প্যারাসাইট' ছবিটি তৈরি করেছিলেন, যেটি ২০২০ সালের ৯২তম অস্কারে চারটি পুরস্কার অর্জন করেছে। ইংরেজি ভাষার বাইরে এই প্রথম কোনো ছবি অস্কার জিতে নিল। শ্রেণিবৈষম্য তথা গরিব মানুষের সঙ্গে ধনাঢ্য শ্রেণির সম্পর্ক সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরা হয়েছে 'প্যারাসাইট' ছবিটিতে।

3. What was the theme of 2020 International Women's Day?

A. Men and Women should have equal right
B. I am Generation Equality Realizing Women's Rights

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

C. Think equal, build smart, innovate for change
D. Empowering Women and Empowering Humanity
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : প্রতিবছরের মতো ২০২০ সালেও পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা প্রতিবাদে নারীদের জাগ্রত করাই নারী দিবস পালনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার' (I am Generation Equality Realizing Women's Rights)।

4. Which tennis tournament is played on a clay court?
A. The US Open B. The Australian Open
C. The French Open D. Wimbledon
উত্তর : C
ব্যাখ্যা : ১৯ শতকে ইংল্যান্ডে প্রচলিত টেনিস খেলা একটি আয়তাকার কোর্টে খেলা হয়, যার দৈর্ঘ্য ৭৮ ফুট ও প্রস্থ ২৭ ফুট। মূলত টেনিস কোর্ট ৪ ধরনের হয়। যেমন : ১. ক্লে কোর্ট, ২. গ্রাস কোর্ট, ৩. হার্ড কোর্ট এবং ৪. কার্পেট কোর্ট। গ্র্যান্ড স্লামগুলোর মধ্যে একমাত্র 'ফ্রেঞ্চ ওপেন' খেলা হয় ক্লে কোর্টে। ক্লে কোর্ট বা কাদা কোর্ট তৈরি করা হয় নরম শিলা, পাথর আর ইটের গুঁড়া দিয়ে।

5. Who is the author of the book 'Principia Mathematica'?
A. Issac Newton B. Albert Einstein
C. Copernicus D. Galileo
উত্তর : A
ব্যাখ্যা : 'Principia Mathematica' পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের কালজয়ী বই। বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ স্যার আইজ্যাক নিউটন রচিত বইটি ১৬৮৭ সালের ৫ জুলাই লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনি সর্বজনীন মহাকর্ষ এবং গতির তিনটি সূত্র বিধৃত করেন।

6. 'Zulu' is the prominent tribe of which country?
A. East Malaysia B. Zambia
C. Congo D. South Africa
উত্তর : D
ব্যাখ্যা : প্রসিদ্ধ 'জুলু' জনগোষ্ঠী মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালের নিগ্রো অধিবাসী। তারা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম প্রধান আদি অধিবাসী বলে পরিচিত।

7. Which of the following is not an Olympic sport?
A. Swimming B. Badminton
C. Cricket D. Fencing
উত্তর : C
ব্যাখ্যা : ১৮৯৬ সালে আধুনিক অলিম্পিক গেমস (গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ) যাত্রা শুরু করে। পৃথিবীর বৃহত্তম খেলাধুলার আসরটি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম এবং শেষবারের মতো ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল। সে আসরে ফ্রান্সকে ১৫৮ রানে হারিয়ে সোনা জেতে ব্রিটেন। এরপর থেকে অলিম্পিকে আর ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

8. International Day of Friendship is observed globally on—
A. 29 July B. 30 July
C. 27 September D. 31 July
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : ৩০ জুলাই আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস। কার্ড বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান হল-মার্কের প্রতিষ্ঠাতা জয়েস হল ১৯১৯ সালে আগস্টের প্রথম রোববার বন্ধু দিবস পালনের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৩৫ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধু দিবস পালন শুরু হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটি পালিত হতে থাকে। অবশেষে জাতিসংঘ ২০১১ সালে সাধারণ অধিবেশনে ৩০ জুলাই দিনটিকে আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস ঘোষণা করে।

9. Who was the top goal scorer in the UEFA Champions League 2019/20?
A. Erling Braut Haaland
B. Lionel Messi
C. Cristiano Ronaldo
D. Robert Lewandowski
উত্তর : D
ব্যাখ্যা : ইউনিয়ন অব ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (উয়েফা) কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক ফুটবল ক্লাব প্রতিযোগিতার নাম উয়েফা চ্যাম্পিয়নস্ লিগ। এটি ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট। ১৯৫৫ সাল থেকে ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর মধ্যে এ প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছিল। ২০১৯-২০ আসরে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানদোফস্কি (Robert Lewandowski)। তিনি ১৫টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার খেতাব অর্জন করেন।

10. Which Batsman is Ranked first in the ICC ODI player ranking of 2020?
A. Rohit Sharma B. Virat Kohli
C. Babar Azam D. Mushfiqur Rahim
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : ওয়ানডে ক্রিকেট র‍্যাঙ্কিং ২০২০-এ শীর্ষ ব্যাটসম্যান ভারতের বিরাট কোহলি (অধিনায়ক)। তিনি ৮৭১ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে শীর্ষ স্থানে রয়েছেন। অন্যদিকে ভারতের রোহিত শর্মা (সহ-অধিনায়ক) ৮৫৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবং পাকিস্তানের বাবর আজম ৮২৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম ৬৯৬ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন ১৭তম স্থানে রয়েছেন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

11. Which chemical compound caused a huge explosion in Beirut, Lebanon on Aug 4, 2020?
A. Ammonium Sulphate
B. Ammonium Nitrate
C. Magnesium Sulphate
D. Magnesium Nitrate
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : ৪ আগস্ট ২০২০ লেবাননের বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে, যাতে দুই শতাধিক লোক প্রাণ হারান। গুদামে ছয় বছর ধরে ২,৭৫০ টন উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক উপাদান অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের মজুত থাকার কারণে সেখানে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে।

12. Which party won the elections in Pakistan in 1970 and was not allowed to form government?
A. Muslim League
B. Awami League
C. Pakistan People's Party
D. Jamaat- e- Islami Pakistan
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সরকার গঠন করার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের নেতারা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করেন এবং আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত সরকার গঠন করতে পারে না এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

13. Who was the winner of the Men's Singles in US Open Tennis 2020?
A. Andy Murray B. Novak Djokovic
C. Dominic Thiem D. Roger Federer
উত্তর : C
ব্যাখ্যা : করোনাকালীন ইউএস ওপেন টেনিস ২০২০-এর ফাইনালে জার্মানির আলেকজান্ডার জেভেরেভকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো গ্র্যান্ড স্লাম জেতেন অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিয়েম।

14. The headquarter of Apple, known as Apple Park, is located in—
A. New York B. Washington
C. California D. Toronto
উত্তর : C
ব্যাখ্যা : অ্যাপলের সদর দপ্তরখ্যাত 'অ্যাপল পার্ক' অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে।

15. How much is the foreign exchange reserve of Bangladesh as of August 2020?
A. $ 24,000 Million B. $ 38,850 Million
C. $ 27,450 Million D. $ 45,895 Million
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : করোনা মহামারির মধ্যেও মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে পাঁচবার রেকর্ড হয়েছে। আগস্ট, ২০২০-এ রিজার্ভের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮,৮৫০ মিলিয়ন ডলারে। প্রসঙ্গত, গত বছরের ১ জুলাই থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটান্স পাঠালে ২ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ার ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুরু থেকে প্রতি মাসেই রেমিটান্স বাড়তে থাকে। ফলে বাড়তে থাকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।

16. By pressing which key we can move to the beginning of a line in a MS Word document?
A. Window Key B. Shift Key
C. Tab Key D. Home Key
উত্তর : D
ব্যাখ্যা : কম্পিউটারের কি-বোর্ডে বিভিন্ন কাজের জন্য নানা ধরনের key থাকে। এগুলোর অন্যতম Home Key, যা ব্যবহার করে কার্সরকে MS Word document-এর লাইনের প্রথমে নিয়ে আসা হয়।

17. EDI is a (an)—
A. Individual application software
B. Workgroup application software
C. Organizational application software
D. Inter organizational application software
উত্তর : D
ব্যাখ্যা : Electronic Data Interchange (EDI) হলো একটি সফটওয়্যার, যা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক দুটি সত্তার মধ্যে একটা ব্যবসায়িক কথোপকথনের প্রযুক্তিগত উপস্থাপনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইডিআই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং EDI একটি Inter organizational application software।

18. Which of the following consists of one or more filaments of glass fiber wrapped in protective layers that carries data by means of pulse of light?
A. Twisted pair B. Coaxial cable
C. Optical fiber D. Satellite
উত্তর : C
ব্যাখ্যা : একধরনের স্বচ্ছ বা পাতলা কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি তন্তু, যা কয়েকটি স্তর দ্বারা তৈরি নলের ভেতর দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলোক রশ্মি পরিবহনে সক্ষম, তাকে অপটিক্যাল ফাইবার (Optical fiber) বলে। বর্তমানে টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং, ইন্টারনেট সংযোগ প্রভৃতি কাজে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

19. "Google's Language Translator" is an example of the application of—
A. Internet B. Computer simulations

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

C. Debugging D. Machine learning
উত্তর : D
ব্যাখ্যা : 'Google's Language Translator' একধরনের বহুভাষিক যান্ত্রিক অনুবাদব্যবস্থা। মেশিন লার্নিংয়ের জন্য বা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় টেক্সট অনুবাদের জন্য 'Google's Language Translator' বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় একটি অ্যাপ্লিকেশন।

20. A virus that replicates itself is called—
A. Bug B. Worm C. Bomb D. Hoax
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : একটি ভাইরাস, যা খুব সহজেই নিজের একাধিক অনুলিপি তৈরি করতে পারে, তাকে বলে Worm। এটি এমন একটি প্রোগ্রাম, যা নিজের প্রতিলিপি অন্য নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারে পাঠানোর জন্য একটা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এবং তা কোনো মধ্যবর্তী ব্যবহারকারী ছাড়াই।

বাংলা (মান-২০)

1. 'শবপোড়া' শব্দটির কী দোষ দেখা যায়?
A. গুরুচণ্ডালী B. দুর্বোধ্যতা
C. উপমার প্রয়োগে ভুল D. আকাঙ্ক্ষার প্রয়োগে ভুল
উত্তর : A
ব্যাখ্যা : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের একত্র প্রয়োগে কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। প্রদত্ত 'শবপোড়া' শব্দটির 'শব' তৎসম এবং 'পোড়া' দেশি শব্দ হওয়ায় শব্দটিতে গুরুচণ্ডালী দোষ দেখা যায়। শবপোড়ার স্থলে শবদাহ (তৎসম + তৎসম) অথবা মড়াপোড়া (দেশি + দেশি) হলে শব্দটি সঠিক হবে।

2. 'দুঃখে প্রাপ্ত' এটি কোন সমাস?
A. দ্বিগু B. বহুব্রীহি C. তৎপুরুষ D. কর্মধারয়
উত্তর : C
ব্যাখ্যা : যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান বলে প্রতীয়মান হয় এবং পূর্ব পদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : দুঃখে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। এখানে সমস্যমান পদ 'দুঃখে প্রাপ্ত'-এর পূর্ব পদের দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে এবং পরপদের (প্রাপ্ত) অর্থ প্রধান রয়েছে বলে এটি তৎপুরুষ সমাস।

3. 'সূর্য'-এর প্রতিশব্দ—
A. আদিত্য B. সুধাংশু C. শশাঙ্ক D. বিধু
উত্তর : A
ব্যাখ্যা : 'সূর্য'-এর প্রতিশব্দ আদিত্য। অন্যদিকে সুধাংশু, শশাঙ্ক এবং বিধু হলো চাঁদের সমার্থক শব্দ।

4. তুর্কি শব্দের উদাহরণ কোনটি?
A. বাবুর্চি B. লুঙ্গি C. রিকশা D. চাকু
উত্তর : A + D
ব্যাখ্যা : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী (আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ইংরেজি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, চীনা, জাপানি, বর্মি ইত্যাদি) মানুষের যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন : 'বাবুর্চি' এবং 'চাকু' উভয়ই তুর্কি শব্দ। শব্দ দুটি তুর্কি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। অন্যদিকে 'লুঙ্গি' বর্মি এবং 'রিকশা' জাপানি শব্দ।

5. 'ডাকঘর' কোন ধরনের রচনা?
A. নাটক B. কবিতা C. উপন্যাস D. প্রবন্ধ
উত্তর : A
ব্যাখ্যা : 'ডাকঘর' (১৯১২) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাংকেতিক নাটক। এই নাটকে তিনি প্রকৃতির মাঝেই মানুষের নিরন্তর মুক্তির কথা বলেছেন রূপকের মাধ্যমে। ঘরের মধ্যে বন্দী পিতৃ-মাতৃহীন সাত বা আট বছরের রুগ্ণ বালক অমল এই নাটকের নায়ক। অমলের ধারণা, একদিন সে বাইরের জগতে যাবে এবং তার নামে রাজার চিঠি আসবে। এ নিয়ে বিষয়ী লোকেরা তাকে উপহাস করত, কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি রাজা এলেন।

6. কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' গ্রন্থটি কোন ধরনের রচনা?
A. ইতিহাস B. গীতিকাব্য C. মহাকাব্য D. উপন্যাস
উত্তর : C
ব্যাখ্যা : কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কাব্যটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) কাহিনি অবলম্বনে রচিত। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় এবং আহমদ শাহ আবদালীর বিজয় বর্ণনা কাব্যটির বিষয়বস্তু। কাব্যটি তিনটি খণ্ডে এবং ৬০টি সর্গে বিভক্ত। প্রসঙ্গত, মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর কাহিনি-উৎস এই গ্রন্থ।

7. কোনটি শুদ্ধ বানান?
A. নির্নিমেষ B. নির্ণিমেষ C. ণির্নিমেষ D. ণির্ণিমেষ
উত্তর : A
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক বানানযুক্ত শব্দ 'নির্নিমেষ'। শব্দটির অর্থ অপলক, পলকহীন, সজাগ বা সদাজাগ্রত।

8. কোনটি শুদ্ধ বানান?
A. নিসুতী B. নিসুতি C. নিষুতী D. নিষুতি
উত্তর : D
ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক বানানযুক্ত শব্দ 'নিষুতি'। শব্দটির অর্থ গভীর রাত, মধ্যরাত। প্রসঙ্গত, 'নিষুতি' শব্দটির আরেকটি সঠিক বানান 'নিশুতি'।

9. 'অঞ্চল' শব্দটি কোন শ্রেণির?
A. তদ্ভব B. তৎসম C. ফারসি D. ইংরেজি
উত্তর : B
ব্যাখ্যা : যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। যেমন : 'অঞ্চল' শব্দটি তৎসম। আরও কিছু তৎসম শব্দ হলো চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, ভবন, পুষ্প, পাত্র, ধর্ম, মনুষ্য ইত্যাদি।

10. 'ক্ষীয়মান'-এর বিপরীত শব্দ কী?
A. বৃহৎ B. বর্ধিষ্ণু C. বর্ধমান D. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : 'ক্ষীয়মান'-এর বিপরীত শব্দ বর্ধমান। অন্যদিকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ; ক্ষয়িষ্ণু-বর্ধিষ্ণু এবং হ্রাসপ্রাপ্ত-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

11. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?

A. বাক্+দান = বাগদান B. উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ

C. পর+পর = পরস্পর D. সম্+সার = সংসার

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না। এগুলোকে বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ। প্রদত্ত C অপশনের পর+পর = পরস্পর নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি। অন্যদিকে বাক্+দান = বাগদান (ক্+দ্ = গ্+দ)। আবার ত্ এবং দ-এর পর চ এবং ছ থাকলে ত্ এবং দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন : উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ। এ ছাড়া ম্-এর পর অন্তস্থ ধ্বনি 'স' থাকলে ম্-এর স্থলে অনুস্বার হয়। যেমন : সম্+সার = সংসার।

12. নিচের কোনটিতে বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি?

A. ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ B. ২৬ মার্চ, ১৯৭১

C. পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশত সাত

D. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, সেসব চিহ্নকে যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন বলে। উপর্যুক্ত 'D' অপশনে বিরামচিহ্ন ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, তারিখ লিখতে মাসের (ফেব্রুয়ারি) পর এখানে 'কমা' ব্যবহৃত হয়নি।

13. খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোগে সৃষ্ট পদ কোনটি?

A. আঁকড়া B. অবেলা C. অপমান D. অতিশয়

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলো স্বাধীন পদরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশই উপসর্গ। খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি। যথা : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা। প্রদত্ত অপশনগুলোর 'B'-তে বেলা শব্দের আগে খাঁটি বাংলা উপসর্গ 'অ' ব্যবহৃত হয়ে 'অবেলা' পদটি সৃষ্টি হয়েছে।

14. 'ডালে ডালে কুসুম ভার'-এখানে 'ভার' কোন অর্থ প্রকাশ করছে?

A. সমূহ B. বোঝা C. গুরুত্ব D. বিষাদ

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : 'ডালে ডালে কুসুম ভার'-এখানে 'ভার' প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত সমষ্টিবাচক শব্দ 'সমূহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

15. কৃষক হলেও তার আছে রাশি রাশি ধন—বাক্যে 'রাশি রাশি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

A. সামান্য B. গভীরতা C. আধিক্য D. তীব্রতা

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বাক্যে একই পদ দুবার ব্যবহার করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষক হলেও তার আছে রাশি রাশি ধন— বাক্যে 'রাশি রাশি' বিশেষ্য পদযুগল বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে 'আধিক্য' অর্থ প্রকাশ করছে।

16. 'তুলসী বনের বাঘ' প্রবাদটির অর্থ কী?

A. ভণ্ড B. সামান্য ত্রুটি

C. অতিশয় পণ্ডিত D. বহিঃপীর

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : 'তুলসী বনের বাঘ' প্রবাদটির অর্থ ভণ্ড।

17. কোনটি ভুল বাক্য?

A. দীনতা সব সময় ভালো নয়।

B. দেশের দারিদ্র দূর করতে হবে।

C. সময় বড় সংক্ষিপ্ত

D. এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : ব্যাকরণগত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির (সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ, বানানগত ত্রুটি, পদের অপপ্রয়োগজনিত ত্রুটি) ফলে বাক্য অশুদ্ধ বা ভুল হতে পারে। উপর্যুক্ত 'B' অপশনের 'দেশের দারিদ্র দূর করতে হবে' বাক্যটিতে বানানগত ত্রুটি রয়েছে। বাক্যটির 'দারিদ্র' বানানের স্থলে 'দারিদ্র্য' হলে তা সঠিক হতো।

18. আসামির পক্ষে উকিল কে? এখানে 'পক্ষে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

A. প্রশ্ন অর্থে B. আদেশ অর্থে

C. প্রার্থনা অর্থে D. সহায় অর্থে

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় কতগুলো অব্যয় কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশ করে, এগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। প্রদত্ত 'আসামির পক্ষে উকিল কে?' বাক্যের 'পক্ষে' একটি অনুসর্গ, যেটি 'সহায়' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

19. 'সর্বনাশ' বোঝাতে কোন বাগধারাটির প্রয়োজন?

A. মগের মুল্লুক B. পুকুরচুরি

C. বালির বাঁধ D. ভরাডুবি উত্তর : D

ব্যাখ্যা : 'সর্বনাশ' বোঝাতে 'ভরাডুবি' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে অরাজক দেশ বোঝাতে 'মগের মুল্লুক', বড় রকমের চুরি বোঝাতে 'পুকুরচুরি' এবং অস্থায়ী বোঝাতে 'বালির বাঁধ' বাগধারাগুলো ব্যবহৃত হয়।

20. 'হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ'—এ বাক্যে কোন দ্বিরুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে?

A. যুগ্মরীতি B. অব্যয়ের C. ধ্বন্যাত্মক D. পদাত্মক

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় বিভক্তিযুক্ত একটি পদের দুবার ব্যবহারকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। উপর্যুক্ত বাক্যের 'হাটে হাটে'-তে একই পদের দুবার ব্যবহার হওয়ায় তাতে পদাত্মক দ্বিরুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গণিত (মান-২০)

1. What is the slope of a line containing the points (1, 13) and (- 3, 6)?

A. 0.14 B. 0.57 C. 1.75 D. 1.83

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : Slope, $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

$$m = \frac{13-6}{1-(-3)}$$

$$= \frac{7}{4} = 1.75 \text{ (Ans.)}$$

2. If a + b + c = 12, a + b = 4, and a + c = 7, what is the value of a?

A. 2 B. 1 C. 3/23 D. 2

উত্তর : (- 1)

ব্যাখ্যা : Given that, $a + b + c = 12$ .....(1)

$a + b = 4$ .....(2)

$a + c = 7$ .....(3)

Now, equation (2) + (3) we get -

$2a + b + c = 11$.....(4)

Again, equation (4) - (1) we get -

$a = -1$ (Ans.)

3. The set of points defined by the equation $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ is -

A point B. a line C. a circle D. a sphere

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : General equation of a sphere is

$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$

Where, (a, b, c) represents the centre of the sphere and r represents the radious of the sphere.

Here, $x^2 + y^2 + z^2 = 4 = 2^2$ represents the equation of a sphere of the centre (0, 0, 0) and radious 2.

4. Which of the following is an equation whose graph is a set of points equidistant from the points (0, 0) and (6, 0)?

A. $x = 3$ B. $y = 3$ C. $x = 3y$ D. $y = 3x$

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : Here, (0, 0) and (6, 0)

$\therefore$ midpoint $= (\frac{0+6}{2}, \frac{0+0}{2})$

$= (3, 0)$

$\therefore x = 3$ (Ans.)

5. Which of the following is equivalent to $a - b \geq a + b$?

A. $a \leq b$ B. $a \leq 0$ C. $b \leq a$ D. $b \leq 0$

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : এখানে, $a - b \geq a + b$

$\Rightarrow a - b + b \geq a + b + b$

[উভয়পক্ষে b যোগ করে]

$\Rightarrow a \geq a + 2b$

$\Rightarrow a - a \geq a + 2b - a$

[উভয়পক্ষে a বিয়োগ করে]

$\Rightarrow 0 \geq 2b$

$\Rightarrow 2b \leq 0$

$\therefore b \leq 0$ (Ans.)

6. If m and n are in the domain of a function of g and g (m) > g (n), which of the following must be true?

A. $mn \neq 0$ B. $m > n$ C. $m < n$ D. $m \neq n$

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : Since, m and n are the domain of g.

$g(m) > g(n)$

So, $m \neq n$ (Ans.)

7. If $\log_n 2 = a$ and $\log_n 5 = b$, then $\log_n 50 =$

A. $a + b$ B. $a + b^2$ C. ab^2 D. $a + 2b$

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : Given that, $\log_n 2 = a$ and $\log_n 5 = b$

Now, $\log_n 50 = \log_n(2 \times 25)$

$= \log_n 2 + \log_n 25$

$= \log_n 2 + \log_n 5^2$

$= \log_n 2 + 2\log_n 5$

$= a + 2.b$

$= a + 2b$ (Ans.)

8. In a certain office, the human resourses department reports that 60% of the employees in the office commute over an hour on average each day, and that 25% of those employees who commute over an hour on average each day commute by

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

train. If an employee at the office is selected at random, what is the probability that the employee commutes over an hour on average by train?

A. 0.10 B. 0.15 C. 0.20 D. 0.25

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Here, 60 employees commute of 100 employees

Now, in 60 employees commute by train 25%

60 employees commute by train = 60 × 25%

$= 60 \times \frac{25}{100}$

= 15 employees

$\therefore$ Probability for 100 employees $= \frac{15}{100}$

= 0.15 (Ans.)

9. To the nearest degree, what is the measure of the second smallest angle in a right triangle with sides 5, 12 and 13?

A. 23 B. 45 C. 47 D. 67

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : $\tan\theta = (\frac{12}{5})$

$\theta = \tan^{-1}(\frac{12}{5})$

$\therefore \theta = 67.38^0$ (Ans.)

10 . Of the following list of numbers, which has the greatest standard deviation?

A. 1, 2, 3 B. 6, 8, 10 C. 2, 4, 6 D. 4, 7, 10

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : Standard deviation -এ যখন ভেরিয়েবলের মধ্যকার দূরত্ব যত বেশি, সেই ডাটা হবেই হবে greatest standard deviation।

এখানে, 1, 2, 3 এর দূরত্ব 1

6, 8, 10 " " 2

2, 4, 6 " " 2

4, 7, 10 " " 3

So, of the following list of numbers 4, 7, 10 has the greatest standard deviation. (Ans.)

11. If A is an integer, which of the following CANNOT be inferred from the statement above?

A. If A is a multiple of 5, then a is a multiple of 10.

B. If A is not a multiple of 5, then a is not a multiple of 10.

C. A is a multiple of 10 implies that a is a multiple of 5.

D. A necessary condition for A to be a multiple of 10 is that A is a multiple of 5.

উত্তর : A

ব্যাখ্যা : Option 'A' is not correct because multiple of 5 = 25. But 25 is not a multiple of 10.

12. In how many different orders can 8 different colors of flowers be arranged in a straight line?

A. 8 B. 64 C. 40,320 D. 80,640

উত্তর : C

ব্যাখ্যা : Here, 8 !

= 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

= 40,320 (Ans.)

13. If the height of a right square pyramid is increased by 12%, by what percent must the side of the base be increased, so that the volume of the pyramid is increased by 28%?

A. 3% B. 7% C. 10% D. 36%

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Here, $\frac{\textit{New volume of pyramid}}{\textit{Previous volume of pyramid}}$

$= \frac{\frac{1}{3} \times base2 \times h2}{\frac{1}{3} \times base1 \times h1} = \frac{128}{100}$

$= \frac{base2 \times 1.12\, h1}{base1 \times h1} = \frac{128}{100}$ [h_2 = 12% increase of $h_1 = 1.12\, h_1$]

$= (\frac{x2}{x1})^2 = \frac{1.28}{1.12} = \frac{8}{7}$

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

$= \frac{x2}{x1} = \sqrt{\frac{8}{7}} = 1.069$

$\therefore 100 \times 1.069 = 106.9$

$\therefore$ increase $(106.9 - 100) = 6.9 \cong 7\%$ (Ans.)

14. If the second term in an arithmetic sequence is 4, and the tenth term is 15. what is the first term in the sequence?

A. 1.18 B. 1.27 C. 1.38 D. 2.63

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : Here, the second term is $a + (n - 1) d = 4$..... (1)

And the ninth term is $a + (n - 1) d = 15$

$\Rightarrow a + (9 - 1) d = 15$

$\Rightarrow a + 8d = 15$.....(2)

From (1) - (2) we get -

$-8d = -11$

$\Rightarrow d = \frac{11}{8}$

Now, $a + d = 4$

$\Rightarrow a + \frac{11}{8} = 4$

$\Rightarrow a = 4 - \frac{11}{8}$

$\Rightarrow a = \frac{32-11}{8}$

$\Rightarrow a = \frac{21}{8}$

$\Rightarrow a = 2.625$ or, 2.63 (Ans.)

15. In country A, the first 1,000 dollar of any inheritance are untaxed. After the first 1,000 dollar, inheritances are taxed at a rate of 65%. How large must an inheritance be, to the nearest dollar, in order to amount to 2,500 dollar after the inheritance tax?

A. 7,143 B. 5,286 C. 4,475 D. 3,475

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : On tk. 2500 tax free tk. 1000

Have to pay tax of tk. 1500

tk. 35 inheritance in tk. 100

" 1 " " " $\frac{100}{35}$

" 1500 " " " $\frac{100 \times 1500}{35}$

$= 4285.71$

$\cong 4286$

$\therefore$ Total amount = (4286 + 1000) tk. = 5,286 (Ans.)

16. In an engineering test, a rocket sled is propelled into a target. If the sled's sistance d in meters from the target is given by the formula $d = -1.5t^2 + 120$, where t is the number of seconds after rocket ignition, then how many seconds have passed since rocket ignition when the sled is 10 meters from the target?

A. 2.58 B. 8.56 C. 8.94 D. 9.31

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Here, $S = ut + \frac{1}{2} ft^2$

$d = -1.5 t^2 + 120$ [d =10 meters]

$\Rightarrow 10 = -1.5 t^2 + 120$

$\Rightarrow 1.5 t^2 = 110$

$\Rightarrow t^2 = \frac{110}{1.5} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{220}{3}} = 8.56$

$\therefore t = 8.56$ (Ans.)

17. If $e^x = 5$, then x = ?

A. 0.23 B. 1.61 C. 1.84 D. 7.76

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Here, $e^x = 5$

$\Rightarrow \ln e^x = \ln^5$

$\Rightarrow x \ln^e = \ln^5$

$\Rightarrow x = \ln(5)$

$\therefore x = 1.61$ (Ans.)

18. A right triangle has sides in the ratio of 5 :12 :13. What is the measure of the smallest angle in the triangle, in degrees?

A. 13.34 B. 22.62 C. 34.14 D. 42.71

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : $\text{Sin}\,\theta = \frac{5}{13}$

$\theta = \text{Sin}^{-1}\left(\frac{5}{13}\right)$

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

$\theta = 22.619$

$\therefore \theta = 22.62$

∴ The smallest angle of the triangle is 22.62 degrees. (Ans.)

19. If k is an integer and k = 462/n, then which of the following could be the value of n?

A. 4 B. 5 C. 9 D. 22

উত্তর : D

ব্যাখ্যা : First, we factor 462.

Then, n can be any value such that it evenly divides any of the factors of 462.

462 = 2 x 231 = 2 x 3 x 77 = 2 x 3 x 7 x 11

Thus, n could be 22. (Ans.)

20 How many positive integers less than 100 have a remainder of 2 when divide by 13?

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

উত্তর : B

ব্যাখ্যা : Here, $93 = 7 \times 13 + 2$

$80 = 6 \times 13 + 2$

$67 = 5 \times 13 + 2$

$54 = 4 \times 13 + 2$

$41 = 3 \times 13 + 2$

$28 = 2 \times 13 + 2$

$15 = 1 \times 13 + 2$

So, the number of positive intigers les than 100 are 7 (93, 80, 67, 54, 41, 28, 15 have a reminder of 2 when divided by 13. Ans. 7

৪১ তম বিসিএস প্রস্তুতি মডেল টেস্ট-৭

১.গ, ২.গ, ৩.গ, ৪.ক, ৫.ক, ৬.ঘ, ৭.ক, ৮.গ, ৯.ঘ, ১০.ক, ১১.ঘ, ১২.ক, ১৩.ক, ১৪.গ, ১৫.খ, ১৬.ক, ১৭.ঘ, ১৮.ক, ১৯.খ, ২০.গ, ২১.গ, ২২.খ, ২৩.ক, ২৪.খ, ২৫.ঘ, ২৬.ঘ, ২৭.ক, ২৮.গ, ২৯.খ, ৩০.গ, ৩১.গ, ৩২.ক, ৩৩.খ, ৩৪.ক, ৩৫.ক, ৩৬. a, ৩৭. a, ৩৮. a, ৩৯. b, ৪০. c, ৪১. d, ৪২. c, ৪৩. b, ৪৪. b, ৪৫. c, ৪৬. a, ৪৭. c, ৪৮. c, ৪৯. d, ৫০. d, ৫১. a, ৫২. d, ৫৩. b, ৫৪. d, ৫৫. c, ৫৬. b, ৫৭. b, ৫৮. d, ৫৯. c, ৬০. a, ৬১. b, ৬২. d, ৬৩. c, ৬৪. c, ৬৫. a, ৬৬. b, ৬৭. b, ৬৮. c, ৬৯. b, ৭০. c, ৭১.গ, ৭২.ক, ৭৩.ঘ, ৭৪.গ, ৭৫.খ, ৭৬.গ, ৭৭.খ, ৭৮.ক, ৭৯.খ, ৮০.গ, ৮১.ঘ, ৮২.খ, ৮৩.ক, ৮৪.ঘ, ৮৫.গ, ৮৬.ক, ৮৭.খ, ৮৮.ক, ৮৯.গ, ৯০.ঘ, ৯১.খ, ৯২.গ, ৯৩.খ, ৯৪.ক, ৯৫.ঘ, ৯৬.গ, ৯৭.ক, ৯৮.ঘ, ৯৯.ক, ১০০.খ, ১০১.ক, ১০২.খ, ১০৩.গ, ১০৪.ঘ, ১০৫., ১০৬.ক, ১০৭.খ, ১০৮.ঘ, ১০৯.খ, ১১০.গ, ১১১.খ, ১১২.ক, ১১৩.খ, ১১৪.ঘ, ১১৫.ক, ১১৬.খ, ১১৭.খ, ১১৮.গ, ১১৯.খ, ১২০.ঘ, ১২১.ঘ, ১২২.গ, ১২৩.গ, ১২৪.গ, ১২৫.খ, ১২৬.গ, ১২৭.খ, ১২৮.ঘ, ১২৯.ক, ১৩০.ক, ১৩১.খ, ১৩২.ক, ১৩৩.খ, ১৩৪.গ, ১৩৫. খ, ১৩৬.খ, ১৩৭.খ, ১৩৮.গ, ১৩৯.খ, ১৪০.গ, ১৪১.গ, ১৪২.ক, ৪৩.গ, ১৪৪.ঘ, ১৪৫.খ, ১৪৬.ক, ১৪৭.ঘ, ১৪৮.ঘ, ১৪৯.ক, ১৫০.ঘ, ১৫১.খ, ১৫২.ক, ১৫৩.ঘ, ১৫৪.খ, ১৫৫.ক, ১৫৬.গ, ১৫৭.গ, ১৫৮.ঘ, ১৫৯.খ, ১৬০.ক, ১৬১.ক, ১৬২.ঘ, ১৬৩.ক, ১৬৪.গ, ১৬৫.ক, ১৬৬.খ, ১৬৭.গ, ১৬৮.ক, ১৬৯.ঘ, ১৭০.গ, ১৭১.খ, ১৭২.ঘ, ১৭৩.গ, ১৭৪.ক, ১৭৫.ক, ১৭৬.খ, ১৭৭.গ, ১৭৮.খ, ১৭৯.ক, ১৮০.ঘ, ১৮১.খ, ১৮২.খ, ১৮৩.ঘ, ১৮৪.ঘ, ১৮৫.গ, ১৮৬.ঘ, ১৮৭.ক, ১৮৮.খ, ১৮৯.ক ১৯০.ক ১৯১.ঘ, ১৯২.গ, ১৯৩.গ, ১৯৪.খ, ১৯৫.ঘ, ১৯৬.গ, ১৯৭.খ, ১৯৮.ক, ১৯৯.খ, ২০০.গ

মডেল টেস্ট তৈরি করেছেন :

বাংলা : তারিক মনজুর (শিক্ষক ঢাবি)। ইংরেজি : পার্থ বিশ্বাস (বিসিএস শিক্ষা)। গণিত : এ বি এম রেজাউল করিম, (বিসিএস শিক্ষা)। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক : সাব্বির হোসেন ও লোটাস হাবিব (প্রাক্তন শিক্ষার্থী, ঢাবি)। ভূগোল ও নৈতিকতা : মাহমুদ আমিন (বিসিএস শিক্ষা)। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি : রুমন সাজ্জাদ (আইসিটি বিশেষজ্ঞ)। সাধারণ বিজ্ঞান : জাহাঙ্গীর আলম (শিক্ষক)।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রার্থীরা এখন যা করবেন

সাইয়েদ আবদুল্লাহ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের ২০১৬ সালের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম

করোনাকালীন এই মহামারিতে বদলে গেছে গোটা দুনিয়ার হালচাল। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হলেও অবস্থাদৃষ্টে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে সবার এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলও যেন অনেকটা অনুমিত। লাখ লাখ উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীদের দৃষ্টি এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার দিকে সন্নিবেশিত। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর সংখ্যার বিপরীতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসনসংখ্যা অতিশয় নগণ্য। তাই ভর্তি পরীক্ষা যেন হয়ে গেছে ভর্তিযুদ্ধের নামান্তর। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিযুদ্ধে ভালো করার জন্য শুধু পড়াশোনাটাই যথেষ্ট নয়, কৌশলগত দিকটাও রপ্ত করতে হয় হাজার হাজার প্রতিযোগীকে হটিয়ে একটি আসন নিশ্চিত করে নিতে। এই প্রস্তুতিযজ্ঞের প্রারম্ভিকতায় যে দিকগুলোর দিকে অবধারিতভাবে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত, তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করার চেষ্টা করছি।

• সবার আগে নিজের লক্ষ্যটা ঠিক করা উচিত। মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতিটা এককেন্দ্রিক হলেও, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝামেলার সম্মুখীন হন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা। অনেককেই দেখা যায় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলোর জন্য সমানতালে প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষতক কোনোটাই যথার্থভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে ওঠে না এবং যার ফলে কোনো জায়গাতেই সন্তোষজনক কোনো ফলাফল আসে না। কাজেই সবার আগে লক্ষ্যটা হওয়া চাই সুনির্দিষ্ট।

• অভিভাবকেরা জোরপূর্বক তাঁদের নিজেদের পছন্দকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁদের সন্তানদের ওপর। এসব মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের ফলাফল অনেক সময় হিতে বিপরীত ডেকে আনে। কাজেই শিক্ষার্থীর নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

• যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আগ্রহী, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরগুলোর পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকাশনীর। শুরুতে এ রকম একটা প্রশ্নব্যাংক সংগ্রহ করে নিলে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে মোটামুটি ভালো একটা ধারণা পাওয়া যায়। ভালো একটি প্রস্তুতির বনিয়াদ গড়তে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন সম্পর্কিত এই ধারণা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

• পড়াশোনার জন্য একটি দৈনন্দিন রুটিন তৈরি করে ফেলুন। এতে প্রতিদিন নিজের ভেতরে অটোমেটিক পড়াশোনার একটা তাড়া চলে আসবে। অনেকে মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে প্রতিদিন ১৪-১৬ ঘণ্টা করে পড়তে হবে! ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই এমন নয়। কী পড়ছেন, কত সময় নিয়ে পড়ছেন, সেসবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো কীভাবে পড়ছেন। মোদ্দা কথা, শারীরিক সুস্থতা বজায় রেখে আপনার নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে যতটুকু পড়া উচিত বলে মনে করেন, ততটুকু পড়বেন, কারও জন্য সেটা হতে পারে প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা, কারও জন্য সেটা ১০ ঘণ্টা।

• প্রথম সারির বহু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পূর্বে শুধু এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও এখন ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে লিখিত অংশ সংযোজিত হয়েছে। আর বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এসব লিখিত অংশে যত খুশি তত লেখার সময় এবং সুযোগ কোনোটাই থাকে না। খুব সীমিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্টসংখ্যক বাক্যের ভেতরে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর লিখতে হয়। কাজেই লিখিত অংশে ভালো করার জন্য নিজেকে অবশ্যই বিশেষভাবে তৈরি করতে হবে।

• করোনাকালে সবচেয়ে বেশি নজর রাখা উচিত নিজের স্বাস্থ্যসচেতনতার ওপর। এমনিতেই ভর্তি প্রস্তুতিতে অনেক কম সময় পাওয়া যায়। তার মধ্যে অসুস্থতাজনিত কারণে কয়েক দিনও যদি পড়াশোনায় বিরতি ঘটে, সেটাও অনেক সময় অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

• কোনো নির্দিষ্ট বিষয় যদি খুব জটিল মনে হয়, তবে তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা না পড়াই ভালো। কারণ এতে ক্লান্তি আর হতাশা তোমাকে পেয়ে বসতে পারে। কঠিন বিষয়টির জন্য রুটিনের ছোট ছোট অংশ বরাদ্দ রাখতে পারো। যেমন সকালে ২০ মিনিট, বিকেলে ২০ মিনিট, আবার রাতে ঘুমানোর আগে ২০ মিনিট।

• সাম্প্রতিক বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে। সাম্প্রতিক বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে অতীতটাও জানা জরুরি। পত্রিকায় শুধু খেলার পাতা আর বিনোদন পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে সম্পাদকীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনীতিসহ সব বিষয়ই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গরিব শিক্ষার্থীদের জন্য আসছে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমা

মুজিব বর্ষ শেষ হবে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ। এর মধ্যেই নতুন বিমা পলিসি চালু করতে চায় আইডিআরএ। বিমা প্রিমিয়াম মাসে ২৫ টাকা। পলিসির আকার এক লাখ টাকা। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা পলিসির আওতায় আসবে। মা-বাবা মারা গেলে শিক্ষার্থীরা মাসে এক হাজার টাকা করে পাবে।

টাকার অভাবে অল্প বয়সী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য সরকার একটি বিমা পলিসি চালু করতে চাইছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমা'। এই বিমা পলিসির প্রিমিয়াম হবে মাসে ২৫ টাকা, বছরে ৩০০ টাকা; আর বিমার অঙ্ক ধরা হয়েছে ১ লাখ টাকা।

এ বিষয়ে আইডিআরএর তৈরি এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫-১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবিত বিমা পলিসির আওতায় আসবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে পলিসি করবেন তাদের মা-বাবা অথবা অভিভাবক। তাঁদের বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৬৫ বছর। প্রিমিয়ামের টাকা নেওয়া হবে ব্যাংকের মাধ্যমে। পলিসি হবে ১ থেকে ১২ বছর মেয়াদি। আর শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ এবং বিমাগ্রহীতার বয়স ৬৫ বছর হয়ে গেলেই পলিসি মেয়াদোত্তীর্ণ বলে

বিবেচিত হবে।

বলা হয়েছে, বিমাকৃত, অর্থাৎ মা-বাবা অথবা অভিভাবক মারা গেলে বিমা পলিসি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগপর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে মাসে এক হাজার টাকা করে। শিক্ষার্থীর বাবা অথবা মা বিমাগ্রহীতা হবেন। মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁদের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কেউ অভিভাবক হতে পারবেন। আবার মা-বাবার অবর্তমানে শিক্ষার্থীর ভরণপোষণকারীও হতে পারবেন বিমাগ্রহীতা। বিমাগ্রহীতা স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষম হলে এককালীন এক লাখ টাকা দেওয়া হবে তাঁকে। জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক শিক্ষা বিমার বিষয়টিকে স্কুল ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুন পর্যন্ত ২৪ লাখ ৩১ হাজার ৬০২টি স্কুলের ব্যাংকিং হিসাব রয়েছে, আর জমা আছে ১ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা।

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল বাছাই তালিকায় পাঁচ দেশ

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার জন্য সুপারিশ করতে এবার পাঁচটি দেশকে বাছাই তালিকায় রেখেছে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট (সিডিপি)। আগামী বছরের ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় সভায় ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করবে সিডিপি। তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়া আছে নেপাল, মিয়ানমার, লাওস ও তিমুর লেসেথো।

এবার নির্ধারিত তিনটি সূচকের মানের কোনো পরিবর্তন করবে না বলে জানিয়েছে সিডিপি। সূচকগুলোর মান ২০১৮ সালের মতোই থাকবে। এলডিসি থেকে বের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে ৩২ পয়েন্ট বা এর নিচে থাকতে হবে। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ বা এর বেশি পয়েন্ট পেতে হবে। মাথাপিছু আয় সূচকে ১ হাজার ২৩০ মার্কিন ডলার থাকতে হবে। ২০১৮ সালের হিসাবে, বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই যোগ্যতা অর্জন করেছিল, যা এর আগে কোনো দেশের ক্ষেত্রে হয়নি।

প্রবাসী আয়ে বিস্ময় চলছেই

সেপ্টেম্বরে ২১৫ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা আয়ে প্রবৃদ্ধি ৪৬ শতাংশ, গত বছরের একই মাসে এসেছিল ১৪৭ কোটি ডলার।

নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ আগে অর্থ পাঠাতেন বেশি, এখন সিলেট অঞ্চলে আয় আসা বেড়েছে।

করোনাভাইরাসের মধ্যে প্রবাসীরা যেন অর্থ পাঠানো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগের যেকোনো সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা বেশি অর্থ পাঠিয়েছেন। ফলে বাড়ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। মহামারির প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই গেল সেপ্টেম্বরে ২১৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন তাঁরা। গত ২০১৯ সালে একই মাসে এসেছিল ১৪৭ কোটি ডলার। ফলে গত মাসে প্রবাসী আয়ে ৪৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আইএমএফের প্রতিবেদন

প্রবৃদ্ধির শীর্ষ তিনে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের জন্য ভালো খবর দিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। চলতি বছরে অর্থাৎ ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জন করা বিশ্বের শীর্ষ তিন দেশের একটি হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে থাকবে শুধু গায়ানা ও দক্ষিণ সুদান।

১২ অক্টোবর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ বার্ষিক সভায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ হয়। এতে বলা হয়, চলতি বছরে মাত্র ২২টি দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হবে। এর মানে, জিডিপি বাড়বে। ওই ২২টি দেশের একটি বাংলাদেশ। বাকি সব দেশের জিডিপি সংকুচিত হবে, প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হবে। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, জাপানের মতো বড় অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হবে বলে মনে করছে এই বহুজাতিক দাতা সংস্থা। আইএমএফের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হবে। ২০২৫ সালে তা ৭ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হবে। আইএমএফের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২০ সালে মাত্র ২২টি দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হবে। এ তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়া উল্লেখযোগ্য দেশের মধ্যে রয়েছে চীন, লাওস, গায়ানা, দক্ষিণ সুদান, মিসর, মিয়ানমার, রুয়ান্ডা, বতসোয়ানা, ভিয়েতনাম ইত্যাদি।

পণ্য রপ্তানিতে গতি ফিরছে

জুলাইয়ে ৩৯১ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। আগস্টে তা কিছুটা কমলেও গত মাসে আবার ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।

তিন মাসে ৯৮৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২.৪৫% এবং গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২.৫৮% বেশি।

চামড়া ও চামড়াজাত এবং প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি কমেছে। প্রধান রপ্তানি খাত পোশাকসহ বাকিগুলোতে বেড়েছে।

রপ্তানিতে সুখবর

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ১.৬%

চলতি অর্থবছরে (২০২০-২১) মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। করোনার কারণে অর্থনীতি কর্মসংস্থান, রপ্তানি, প্রবাসী আয়সহ বিভিন্ন খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তাই এত প্রবৃদ্ধি কমার কথা বলছে এই দাতা সংস্থা। গত ৮ অক্টোবর প্রকাশিত সাউথ এশিয়া ইকোনমিক ফোকাস প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বাজেট ঘোষণার সময় চলতি অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস এর ধারেকাছেও নেই। মূলত করোনায় অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতি শ্লথ হওয়ায় এমন পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক আরও বলছে, আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ হতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের সাউথ এশিয়া ইকোনমিক ফোকাস প্রতিবেদন

- চলতি অর্থবছরে ১ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস
- সরকারের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ৮ দশমিক ২ শতাংশ
- আগামী অর্থবছরে হতে পারে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে নতুন রেকর্ড

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত (রিজার্ভ) নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। গত ৮ অক্টোবর মজুত ৪০ বিলিয়ন ডলার বা ৪ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। এর আগে ৭ অক্টোবর রিজার্ভ ছিল ৩ হাজার ৯৭৮ কোটি ডলার। ১ সেপ্টেম্বর রিজার্ভ বেড়ে হয়েছিল ৩ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুত অর্থনীতির একধরনের শক্তি। সাধারণত, তিন মাসের সমান রিজার্ভ বা মজুত রাখতে হয়। কিন্তু এখন বাংলাদেশে প্রায় ১০ মাসের আমদানির সমান রিজার্ভ রয়েছে।

রিজার্ভের বেশ কয়েকটি উৎস রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে বড় ভূমিকা রাখছে প্রবাসী আয়। প্রবাসীরা অর্থ পাঠানো বাড়িয়ে দিয়েছেন। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি ৪৬ শতাংশ। রপ্তানিও ঋণাত্মক ধারা থেকে ফিরে এসেছে। এখন পর্যন্ত রপ্তানির প্রবৃদ্ধি প্রায় ২ শতাংশ। তবে আমদানিতে তেমন গতি নেই। আবার মহামারির কারণে দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ঋণসহায়তা। বিদেশে যাওয়া প্রায় বন্ধ। ফলে ডলারের ওপর চাপ নেই। এসব কারণেই নতুন নতুন রেকর্ড করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ। মূলত ২০১৪ সাল থেকেই দেশে রিজার্ভের পরিমাণ বেশি করে বাড়তে শুরু করে। ওই বছরের ১০ এপ্রিল রিজার্ভ ২ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে তা ২ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ছাড়ায়। আর ২০১৬ সালের জুনে রিজার্ভ বেড়ে হয় ৩ হাজার কোটি ডলার।

ছোট ব্যবসায়ীদের হিসাব রাখার অ্যাপ টালিখাতা

অ্যাপের নাম টালিখাতা। বিনা মূল্যের এ মুঠোফোন অ্যাপ ইন্টারনেট ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। অ্যাপটি দিয়ে সহজে বেচাকেনা এবং ব্যবসার সব ধরনের লেনদেনের হিসাব রাখা যায়। ফলে হিসাবে ভুল হওয়া রোধ এবং বকেয়া আদায় সহজ হয়। টালিখাতায় ছয় লাখের বেশি রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী রয়েছেন। খুব অল্প সময়ে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে এ অ্যাপ। সম্প্রতি নতুন ফিচার ও সুবিধা নিয়ে অ্যাপটির নতুন ভার্সন এসেছে।

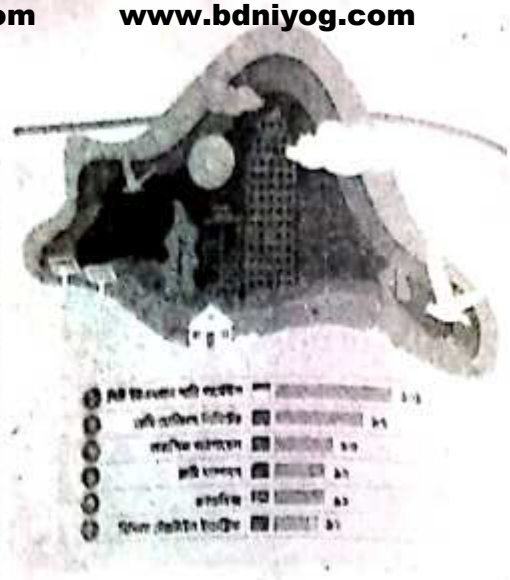

পরিবেশবান্ধব কারখানা শীর্ষ দশের অর্ধেকই বাংলাদেশের

পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপনে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র খাত। সেই সাফল্যে যোগ হচ্ছে নিত্যনতুন পালক। তার মধ্যে সর্বশেষ সংযোজন পরিবেশবান্ধব শীর্ষ দশে স্থান করে নেওয়া বিশ্বের ২৭টি শিল্প স্থাপনার মধ্যে ১৪টি বাংলাদেশের কারখানা। এ ছাড়া ভারতের তিনটি ও তাইওয়ানের দুটি কারখানা রয়েছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, পোল্যান্ড, মেক্সিকো, ইউএই, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া ও আয়ারল্যান্ডের একটি করে কারখানা আছে শীর্ষ দশে। পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তা সাজ্জাদুর রহমান মৃধার হাত ধরে ২০১২ সালে প্রথম পরিবেশবান্ধব কারখানার যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশে। পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে তিনি স্থাপন করেন ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও। তাঁর দেখানো পথ ধরে ইতিমধ্যে পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা ও বস্ত্রকলের সেঞ্চুরি হয়েছে। নির্দিষ্ট করে বললে ১২৫টি। তার বাইরে শিপইয়ার্ড নির্মাণ এবং জুতা ও ইলেকট্রনিক পণ্য তৈরিতেও আছে পরিবেশবান্ধব কারখানা। বাণিজ্যিক ভবনও হচ্ছে। তবে অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বর্তমানে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি পরিবেশবান্ধব পোশাক ও বস্ত্রকল রয়েছে।

সারা বিশ্বের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব স্থাপনাগুলো ইউএসজিবিসির অধীনে সনদ পেয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৪৪টি স্থাপনা লিড সনদ পেয়েছে। বর্তমানে ১১০ পয়েন্টের মধ্যে ১০১ নিয়ে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার পিটিইউএনগ্রান সারি গার্মেন্টস প্রিনগাপাস ৬ অ্যান্ড ৭। আর ৯৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের বিটপী গ্রুপের রেমি হোল্ডিংস। বিটপী গ্রুপের আরেকটি কারখানা তারাসিমা অ্যাপারেলস ৯৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে। চতুর্থ বাংলাদেশের প্রামি ফ্যাশনস ও শ্রীলঙ্কার ব্র্যান্ডিক্স অ্যাপারেল। তাদের উভয়ের পয়েন্ট ৯২।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বিবিএসের জরিপ

করোনায় আয় কমল ২০ শতাংশ

করোনায় আয় কমেছে ২০ শতাংশ। গত ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) একটি জরিপের ফল প্রকাশ করেছে। সেখানে ওই চিত্র উঠে এসেছে। গত ১৩ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর বিবিএস দেশের ৯৮৯টি পরিবারের ওপর টেলিফোনে ওই জরিপ চালিয়ে এই তথ্য পায়।

জরিপের ফল বলছে, করোনার আগে গত মার্চ মাসে প্রতি পরিবারে মাসিক গড় আয় ছিল ১৯ হাজার ৪২৫ টাকা। আগস্ট মাসে তা কমে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৪৯২ টাকা। সেই হিসাবে ৫ মাসের ব্যবধানে পরিবারের গড় আয় কমেছে ৩ হাজার ৯৩৩ টাকা।

জরিপের ফল অনুযায়ী, আয়ের পাশাপাশি ব্যয়ও কমেছে। গত মার্চ মাসে প্রতি পরিবারে মাসিক খরচ ছিল ১৫ হাজার ৪০৩ টাকা। গত আগস্ট মাসে তা কমে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১১৯ টাকা। অর্থাৎ ৫ মাসের

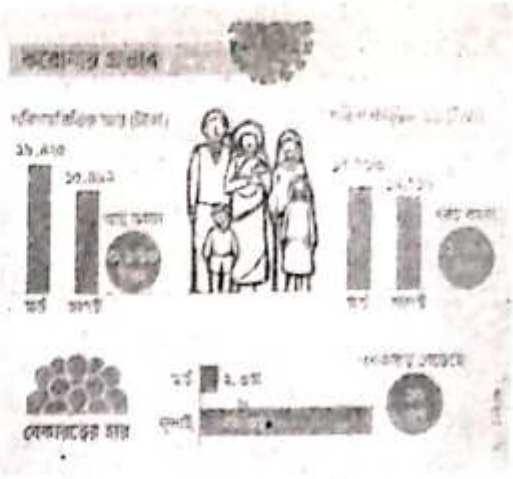

ব্যবধানে পরিবারপ্রতি খরচ কমেছে ১ হাজার ২৮৪ টাকা। এর মানে, আয় কমে যাওয়ায় ভোগের চাহিদাও কমেছে। এ ছাড়া জরিপে অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর মধ্যে করোনার প্রায় ৬৮ শতাংশ পরিবার কোনো না কোনোভাবে আর্থিক সমস্যায় পড়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এগিয়ে

এই করোনাকালেও সরকার মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনের বেশ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ঠিক করেছে। সরকার হয়তো মনে করছে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে, প্রবৃদ্ধি হবে ৮ দশমিক ২ শতাংশ। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস বলছে ভিন্নকথা। তাদের পূর্বাভাস, সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যের ধারে-কাছেও নেই। তারা বলছে, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ১ দশমিক ৬ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের যুক্তি হলো, করোনার কারণে দেশে কর্মসংস্থান, রপ্তানি, প্রবাসী আয়সহ বিভিন্ন খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গত ৮ অক্টোবর প্রকাশিত 'সাউথ এশিয়া ইকোনমিকফোকাস' শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি নিয়ে পূর্বাভাস দেয় বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি বলছে, করোনার পরিস্থিতিতে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতি বেশ শ্লথ। তবে কিছুটা সুখবর হলো, আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ হতে পারে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরে দক্ষিণ এশিয়ার গড় প্রবৃদ্ধি মাইনাস ৭ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে। এর মধ্যে ভারতের প্রবৃদ্ধি মাইনাস ৯ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে। আট দেশের মধ্যে ভারতসহ পাঁচ দেশেই প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হতে পারে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ

১, ৭০০ কোটি টাকা দেবে বিশ্বব্যাংক

গ্রামপর্যায়ে ছয় লাখ মানুষ নিরাপদ পানি পাবে। পাইপের মাধ্যমে তাদের বাসাবাড়িতে পানি সরবরাহ করা হবে। এটা অনেকটা ওয়াসার পানি সরবরাহের মতো ব্যবস্থা। গ্রামীণ মানুষের জন্য এই নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে ২০ কোটি ডলার ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক, যা বাংলাদেশের প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকার সমান। নিরাপদ পানির পাশাপাশি আধুনিক পয়োনিষ্কাশন সুবিধাও নিশ্চিত করা হবে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংকের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় এই অর্থ খরচ করা হবে। নিরাপদ পানি সরবরাহের পাশাপাশি ৩৬ লাখ মানুষের জন্য আধুনিক স্যানিটেশন বা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া বাজার, বাসস্টেশন ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মতো জনসমাগম হয় এমন স্থানে ২ হাজার ৫১৪টি 'হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন' বা জীবাণুমুক্ত করতে হাত ধোয়ার অবকাঠামো তৈরি করা হবে। সেখানে পানির কল থাকবে, থাকবে হাত ধোয়ার সাবান।

গ্রন্থনা : গোলাম রব্বানী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ব্যতিক্রমধর্মী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ডোনাল্ড ট্রাম্প

জো বাইডেন

রাহীদ এজাজ

এই লেখা প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কি ডোনাল্ড ট্রাম্পই আরও চার বছর থাকছেন, নাকি জো বাইডেন তাঁর জায়গাটা নিয়ে নেবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ২০২১-এর জানুয়ারির ২০ তারিখ শপথ নেওয়ার কথা। ট্রাম্প কিংবা বাইডেন যিনিই নির্বাচিত হোন না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা ইতিহাসে এবার প্রথমবারের মতো সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মার্কিন প্রেসিডেন্ট পেতে যাচ্ছেন। এর আগে দ্বিতীয় দফায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় রোনাল্ড রিগ্যানের বয়স ছিল ৭৭ বছর। এবারই প্রথম মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিযোগিতায় নামা দুজনেরই বয়স ৭০ ছাড়িয়ে গেছে।

করোনাভাইরাস পুরো পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। তাই এবার ডেমোক্রেটিক আর রিপাবলিকান পার্টির কনভেনশনে দেশ আর দেশের বাইরে থেকে নেতা-কর্মী, সমর্থকদের সেই ভিড় ছিল না। ফলে নভেম্বরের ৩ তারিখ নির্বাচনের দিনের ছবিটা কেমন হবে, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। ভোট নিয়ে ভিড়, উচ্ছ্বাস যে থাকছে না, সেটা মোটামুটি নিশ্চিত। কারণ, ভোট দিতে এসে আবার করোনা সংক্রমণের শিকার হওয়ার ঝুঁকিটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এবারের নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক ভোটার পোস্টাল ভোটে অংশ নেবেন। এবারের নির্বাচনে এটি একটি বড় ইস্যুও বটে। আর পোস্টাল ভোটে অংশগ্রহণকারী ভোটাররা ভোট দেবেন ৩ তারিখের আগেই। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের ভোটের ফলাফল ঘোষণা অন্যবারের মতো নির্বাচনের দিন রাতে না-ও হতে পারে। ভোটের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য কয়েক দিন কিংবা কয়েক সপ্তাহও অপেক্ষায় থাকতে হতে পারে। সব মিলিয়ে করোনা সংক্রমণের কালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন একেবারে বিরল এক নির্বাচন হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেবে।

মূল প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁরা

সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সকে হারিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন লাভ করেন জো বাইডেন। আগস্টের ১১ তারিখ জো বাইডেন নিজের রানিং মেট বা মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সিনেটর কমলা হ্যারিসের নাম ঘোষণা করেন। ১৯৮৪ সালে জেরালডিন ফ্যারারো আর ২০০৮ সালে সারাহ পলিনের পর মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে তৃতীয়বারের মতো কোনো নারী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনোনয়ন পেলেন কমলা হ্যারিস। তবে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী সিনেটর কমলা হ্যারিস মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নতুন এক ইতিহাস গড়েছেন। কারণ, এ পদে তিনিই হচ্ছেন প্রথম আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মার্কিন, প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন আর প্রথম এশীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন।

অন্যদিকে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাইক পেন্সের প্রার্থিতা নিশ্চিত দলের সম্মেলনের প্রথম দিনেই।

জনমত জরিপই শেষ কথা নয়

এখন পর্যন্ত নির্বাচনের জনমত জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছেন বাইডেন। তবে জরিপে এগিয়ে থাকাটাই শেষ কথা নয়। চার বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে সব জনমত জরিপে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন হিলারি ক্লিনটন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইলেকটোরাল ভোটে হেরে প্রেসিডেন্ট হতে ব্যর্থ হন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া, তাতে ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে নির্ধারিত হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

২০১৬ সালের ৮ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে প্রায় ২ শতাংশ কম ভোট পেয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেবার হিলারি ক্লিনটন পেয়েছিলেন ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৫৩ হাজার ৫১৪ ভোট। আর ট্রাম্প পেয়েছিলেন ৬ কোটি ২৯ লাখ ৮৪ হাজার ৮২৮ ভোট। ইলেকটোরাল কলেজের ৫৩৮

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ভোটের মধ্যে ট্রাম্প পেয়েছিলেন ৩০৪ ভোট। আর হিলারি পেয়েছিলেন ২২৭ ভোট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে হলে ন্যূনতম ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতেই হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পপুলার ভোট বা জনগণের ভোটে জেতাটাই শেষ কথা নয়। হোয়াইট হাউসে কে যাবেন সেটা নির্ধারণ করে দেয় ইলেকটোরাল ভোট। ২০১৬ সালের আগে আরও অন্তত চারবার ইলেকটোরাল ভোটেই নির্ধারিত হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল। অর্থাৎ পাঁচবারই পপুলার ভোটে হেরে গিয়েও শুধু ইলেকটোরাল ভোটে নির্ধারিত হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাগ্য।

ভোটের রাজনীতি যেদিকেই গড়াক না কেন, মার্কিন জনগণ যে রায়ই দিক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ইলেকটোরাল কলেজ ভোট। এই নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে মোট ৫৩৮ জন 'ইলেক্টর' বা নির্বাচকের ভোটের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য, রাজধানী ওয়াশিংটনসহ প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে এসব নির্বাচকের সংখ্যা নির্ধারিত থাকে। যেমন জনবহুল ক্যালিফোর্নিয়ার রয়েছে ৫৫ জন নির্বাচক, আবার কম জনসংখ্যার মন্টানার রয়েছে মাত্র ৩টি ভোট। জিততে হলে একজন প্রার্থীর প্রয়োজন ন্যূনতম ২৭০ ইলেকটোরাল ভোট। একটি রাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি জনগণের ভোট পাবেন, তিনি সেই রাজ্যের নির্ধারিত সব ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে যাবেন। এ কারণে মোট ভোটের হিসাবে এগিয়ে থেকেও কোনো প্রার্থী পর্যাপ্ত ইলেকটোরাল ভোট পেতে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন না।

সুইং ভোটে ভাগ্য নির্ধারণ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে উত্তর ক্যারোলাইনা, ফ্লোরিডা, মিশিগান, উইসকনসিন ও আরিজোনার ভোটাভুটি। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ওই পাঁচ অঙ্গরাজ্যের ইলেকটোরাল ভোটে হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে অল্প ভোটে জিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সর্বশেষ জরিপে বলা হচ্ছে, ওই পাঁচ অঙ্গরাজ্যের সব কটিতেই এগিয়ে রয়েছেন জো বাইডেন। বিভিন্ন জরিপে বলা হয়েছে, জো বাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এমন শ্বেতাঙ্গদের পছন্দের তালিকায় এগিয়ে আছেন। আর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছেন খেটে খাওয়া শ্বেতাঙ্গরা।

লেখক : সাংবাদিক

অর্থনীতি : মতামত

এসডিজি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

শাকিলা হক

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ অ্যাজেন্ডা' গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ অ্যাজেন্ডা' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্যসহ সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। এটি গৃহীত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন চিন্তায় ও কর্মকাণ্ডে এক নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সব দেশ এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সব

ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান, অসমতা হ্রাসের গুরুদায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তা হলো 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়'। এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্য, ১৬৯টি টার্গেট রয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে। গত দুই দশকে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্যনিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলেমেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার কমানোসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য সারা বিশ্বেই প্রশংসা পেয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত এই এসডিজি অর্জনেও সরকার বদ্ধপরিকর।

২০১৬ সালে শুরু হওয়া এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ে বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের পথনকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখার জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশের আপামর জনগণকে এই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্যই সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান

এমডিজি থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড়। বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে। সবাই পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে এসডিজি অর্জনও সম্ভব হবে। তবে এত বিশাল কাজ সম্পন্ন করতে হলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এ বছরের জুনে প্রকাশিত টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২০-এ দেখা গেছে এসডিজি অর্জনে ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ১৬৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯। প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে এসডিজিবিষয়ক একদল বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক নামের একটি সংস্থা। বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ সরকারিভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য সংস্থাটি বলেছে, এ প্রতিবেদন কোনো অফিশিয়াল প্রতিবেদন নয়।

টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২০-এ শীর্ষে রয়েছে সুইডেন। এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের ভিত্তি করে নম্বরের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সুইডেনের প্রাপ্ত নম্বর ৮৩ দশমিক ৭২। আর বাংলাদেশ ৬৩ দশমিক ৫১ নম্বর নিয়ে আছে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০৯-এ। ভারত ৬১ দশমিক ৯২ নম্বর নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে ১১৭-তে। তালিকায় পাকিস্তান আছে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩৪-এ। এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপের ভিত্তিতে দেশটির প্রাপ্ত নম্বর ৫৬ দশমিক ১৭। আর আফগানিস্তান রয়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩৯তম অবস্থানে। এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপের ভিত্তিতে দেশটির প্রাপ্ত নম্বর ৫৪ দশমিক ২২।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪টিতে বাংলাদেশ সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ছয়টিতে অল্প কিছু উন্নতি করেছে। তিনটি লক্ষ্যের ক্ষেত্রে স্থবির অবস্থায় রয়েছে। আর দুটিতে অবনতি ঘটেছে। বাকি দুটির বিষয়ে কোনো হালনাগাদ তথ্য মেলেনি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

লেখক : সাংবাদিক

এসডিজির লক্ষ্যসমূহ

পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা অভীষ্টগুলো হলো—

১. সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান
২. ক্ষুধার অবসান, খাদ্যনিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার
৩. সব বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
৪. সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি
৫. জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন
৬. সবার জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
৭. সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা
৮. সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্ম-সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
৯. অভিঘাত-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ
১০. অন্তঃ ও আন্তর্দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা
১১. অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত-সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা
১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ
১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার
১৫. স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ
১৬. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ
১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
- অডিটর ও জুনিয়র অডিটর
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ
- বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পদ
- পরিসংখ্যান ব্যুরো : পরিসংখ্যান সহকারী ও জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী

গ্রন্থনা : লোটাস ইবনে হাবীব

বাংলা

- বাংলা কাব্যের আদি নিদর্শন—চর্যাপদ।
- 'জম্বুক' শব্দের অর্থ—শৃগাল।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ রয়েছে—১টি।
- বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল—দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী।
- 'আপদ' শব্দটির বিপরীত শব্দ—সম্পদ।
- চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়—৬টি।
- 'Annotation'-এর পারিভাষিক শব্দ—টীকা।
- মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি বিভক্ত—১৩টি খণ্ডে।
- 'পিঙ্গল' শব্দটির সমার্থক শব্দ—অগ্নি।
- গল্পসংগ্রহ 'ইতিহাসমালা' সংকলন করেছেন—উইলিয়াম কেরি।
- 'উপবন' শব্দটিতে 'উপ' উপসর্গটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—সদৃশ।
- চলিত বাংলা গদ্যের সার্থক প্রবর্তক—বীরবল।
- 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' বাক্যে 'অতি' পদটি—বিশেষ্যের বিশেষণ।
- 'আহ্বান' বিশেষ্য পদটির বিশেষণ রূপ—আহূত।
- 'আকস্মিক' শব্দটির বিপরীত শব্দ—চিরন্তন।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা—বড়ু চণ্ডীদাস।
- গঠন অনুসারে শব্দ—২ প্রকার।
- মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন—'মনসামঙ্গল'।
- 'Where there is smoke, there is fire'-এর অর্থ—কারণ বিনা কার্য হয় না।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি—ময়ূর ভট্ট।
- 'সমাস' ব্যাকরণের যে অংশে আলোচিত হয়—শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বে।
- 'মুহূর্তের কবিতা' সনেট গ্রন্থটির রচয়িতা—ফররুখ আহমদ।
- 'কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি—অধিকরণে শূন্য।
- মধ্যযুগের যে অনুবাদ সাহিত্যগুলো স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছিল—রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- 'লগন চাঁদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ—ভাগ্যবান।
- 'সঞ্চিতা' যে কবির কাব্য সংকলন—কাজী নজরুল ইসলাম।
- 'জ্ঞ' যে যে বর্ণের সংযুক্ত রূপ—জ্+ঞ।
- 'বিচিত চিন্তা' প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক—আহমদ শরীফ।
- ধাতুর পর যে প্রত্যয় যুক্ত করলে ভাববাচক বিশেষ্য হয়—আই প্রত্যয়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পদবি—বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা—প্রলয়োল্লাস।
- সাধুভাষার যে যে পদ বিশেষ রীতি মেনে চলে—সর্বনাম ও ক্রিয়া।
- জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' যে জাতীয় রচনা—প্রবন্ধগ্রন্থ।
- 'Buddhist Mystic Songs' রচনা করেন—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
- 'কাজে যার অভিজ্ঞতা রয়েছে'-এর এককথায় প্রকাশিত রূপ—করিতকর্মা।
- বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর যে গ্রন্থে—'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে।
- য, র, ল বর্ণগুলোকে বলা হয়—অন্তঃস্থ বর্ণ।
- 'জীবন ক্ষুধা' উপন্যাসটির রচয়িতা—আবুল মনসুর আহমদ।
- 'লিচু' শব্দটি যে ভাষার শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে—চীনা।

ইংরেজি

- This is the go of the world. Here, 'Go' is a...—Noun.
- Ended in fiasco means...—Complete failure.
- 'A la mode' means...—According to the current fashion.
- 'John as well as Jully ... praise.—Deserves.
- Three fourths of the work ... finished.—has been.
- The winter sets ... very early this year.—in.
- I have great respect ... him.—for.

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- I am looking forward ... you.—to seeing.
- He talks as if he ... everything.—knew.
- Would you mind ... the accounts one more time.—checking.
- Person who knows or can speak many languages is called ...—Polyglot.
- The expression 'For good and all' means ...—permanently.
- The superlative degree of the word 'Bad' is ...—worst.
- The plural number of 'Formula' is ...—formulae.
- Feminine gender of 'Bachelor' is ...—maid.
- He has been ill ... Friday last.—since.
- It is high time he (to change) his bad habits.—changed.
- The passive form of the sentence 'The house is building' is ...—The house is being built.
- He said, 'Long live Bangladesh'. Indirect narration of this sentence is ...—He wished that Bangladesh might live long.
- Ten miles (to be) the distance to the office.—Is.
- A substance which kills germs.—Antiseptic.
- The verb of the word 'Act' is ...—Enact.
- 'Please, come again.' Here, please is a/an....—Adverb.
- Everyone should respect ... teachers.—his.
- The phrase 'In a nutshell' means ...—briefly.

Synonyms

- Infringe—Transgress; Turbulent—Intractable; Vitiate—Adulterate; Primitive—Archaic; Ambivalent—Conflicting; Arduous—Laborious; Autonomous—Independent; Aversion—Antipathy; Counterfeit—Bogus; Clandestine—Furtive.

Antonyms

- Enigmatic—Conspicuous; Erudite—Illiterate; Hackneyed—Original; Gallant—Fearful; Inadvertent—Intentional; Intrinsic—Artificial; Laconic—Verbose; Mediocre—Distinctive; Procrastinate—Proceed; Predecessor—Successor.

Spellings

- Mischievous, Bureaucrat, Conscientious, Diabetes, Grievous, Itinerary, Maneuver, Protein, Sacrilegious, Privilege, Pilgrimage, Redundant, Withdrawal, Vacuum, Depot.

Phrases & Idioms

- Pros and cons—Advantages and disadvantages; Toil and moil—Hard work; A green horn—Inexperienced person; Out and out—Thoroughly; Over head and ears—Deeply; On and on—Continuously; On the eve of—In the beginning / Just before.

Translation

- তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে—You must be patient.
- কখনো অপরের নিন্দা কোরো না—Never speak ill of others.
- ছেলেটি দেখতে তার পিতার মতো—The boy takes after his father.
- আমি না হেসে পারলাম না—I could not but laugh.
- সুখ চিরস্থায়ী নয়—Every dog has his day.

Literature

- 'Father of English novel' is called.—Henry Fielding.
- A statesman but awarded Nobel Prize in English Literature—Winston Churchill.
- Shakespearean plays consists of...—Five acts.
- Mythology is the study of various beliefs about... - Gods and goddesses.
- 'Dr. Faustus' was written by... —Christopher Marlowe.
- 'Brutus' is a famous character of Shakespeare in...—Julius Caeser.
- 'Vanity Fair' is a novel by...—Thackeray.
- The hero or central character of a literary work is... —Protagonist.
- A Machiavellian character is known as a...—Selfish character.
- 'Government of the people, by the people, for the people' was observed by...—Abraham Lincoln.
- Ernest Hemingway is a famous... American novelist.
- A statement which is apparently self-contradictory is called...—Paradox.
- Goethe is the greatest poet of...—Germany.
- 'Joan of Arc' is written by...—G.B. Shaw.
- 'If winter comes, can spring be far behind?' These lines were written by...—

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

P.B. Shelley.

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ অবস্থিত ছিল—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- বাংলার নাম 'জান্নাতাবাদ' রাখেন যে মোগল সম্রাট—সম্রাট হুমায়ুন।
- আগ্রার তাজমহল অবস্থিত—যমুনা নদীর তীরে।
- বাংলায় সুবেদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন—ইসলাম খান।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম—মির্জা মোহাম্মদ।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে—ইংরেজি ১৭৭০ সালে।
- ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয়—১৮৭২ সালে।
- 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন—রাজা রামমোহন রায়।
- উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন—লর্ড ক্যানিং।
- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল—৮ ফাল্গুন (বৃহস্পতিবার)।
- মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তক—আইয়ুব খান।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল—১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব-সেক্টরে।
- জাতীয় পতাকার নকশা প্রথম তৈরি করেন—শিব নারায়ণ দাস।
- বাংলাদেশের ক্রীড়াসংগীত—১০ চরণবিশিষ্ট।
- 'গারো পাহাড়' অবস্থিত—ময়মনসিংহ জেলায়।
- 'লাহোর প্রস্তাব' পেশ করা হয়—১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।
- ফরায়েজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন—দুদু মিয়া।
- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি—হামিদুর রহমান।
- 'রকস্ মিউজিয়াম' অবস্থিত—পঞ্চগড় জেলায়।
- ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম—জারি।
- বাংলাদেশে VAT চালু হয়—১ জুলাই ১৯৯১ সালে।
- বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে—১৯৮৮ সালে।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত—১০ : ৬ বা ৫ : ৩।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার রয়েছে—সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে।
- বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন—ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ।
- বীর প্রতীক তারামন বিবি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেন—১১ নম্বর সেক্টরে।
- বাংলাদেশে প্রথম খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয়—১৯৮৬ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।
- 'বগা লেক' অবস্থিত—বান্দরবানে।
- সুপ্রিম কোর্টে বিভাগ রয়েছে—২টি।
- বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি—চারটি।
- রাজবংশী উপজাতি বাস করে—রংপুরে।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত—গাজীপুরে।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করেন—মুশফিকুর রহিম।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- পৃথিবীতে প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয়—ব্যাবিলনে।
- ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে প্রাচীন যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল—গ্রিক সভ্যতা।
- যুক্তরাষ্ট্রের যে অঙ্গরাজ্যে ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা বেশি—ক্যালিফোর্নিয়া।
- পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ—কাস্পিয়ান সাগর।
- আয়তনে জাপানের বৃহত্তম দ্বীপ—হনশু।
- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে পৃথক করেছে—পানামা খাল।
- চীনের মহাপ্রাচীর দেশটির যে সীমান্তে অবস্থিত—উত্তর সীমান্তে।
- যে দেশটি অতীতে 'কম্পুচিয়া' নামে পরিচিত ছিল—কম্বোডিয়া।
- যে দেশটি অতীতে কখনো অন্য দেশের নিয়ন্ত্রণে ছিল না—থাইল্যান্ড।
- ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়—২৬ জানুয়ারি ১৯৫০।
- 'ক্যান্ডি' যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর—শ্রীলঙ্কা।
- ইরানে ইসলামি বিপ্লব ঘটে—১৯৭৯ সালে।
- 'নিপ্পন' যে দেশের প্রাচীন নাম—জাপান।
- ইউরোপের যে অঞ্চলের দেশগুলো 'বলকান রাষ্ট্র' হিসেবে পরিচিত—দক্ষিণ-পূর্ব।
- বিখ্যাত রুশ বিপ্লবের মহানায়ক—ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।
- ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—রবার্ট ওয়ালপল।
- যুক্তরাষ্ট্র যে অঙ্গরাজ্যটি ফ্রান্সের কাছ থেকে ক্রয় করে—লুইজিয়ানা।
- পৃথিবীর বৃহত্তম নদী—আমাজন।
- পৃথিবীর গভীরতম স্থানের নাম—মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।
- 'মাদাগাস্কার দ্বীপ' যে মহাসাগরে অবস্থিত—ভারত মহাসাগর।
- 'মোসাদ' যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা—ইসরায়েল।
- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেয়ালচিত্র 'দ্য লাস্ট সাপার'-এর শিল্পী—লেওনার্দো দা ভিঞ্চি।
- 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সদর দপ্তর—বার্লিন, জার্মানি।
- 'গণতন্ত্রের সূতিকাগার' বলা হয়—গ্রিসকে।
- যে দেশের নারীরা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে—নিউজিল্যান্ড (১৮৯৩

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সালে)।

- পরিবেশবাদী সংস্থা 'গ্রিন পিস'-এর সদর দপ্তর—আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস।
- ১৯৬৫ সালের পূর্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল—১১।
- 'The Wealth of Nations' গ্রন্থের রচয়িতা—অ্যাডাম স্মিথ।
- লেবাননের মুদ্রার নাম—লেবানিজ পাউন্ড।
- ভুটানের জাতীয় খেলার নাম—আর্চারি।
- 'স্ট্যাচু অব পিস' অবস্থিত—নাগাসাকি, জাপান।
- যে দেশের ডাকটিকিটে সে দেশের নাম লেখা থাকে না—যুক্তরাজ্য।
- 'The United Nations University' যে শহরে অবস্থিত—টোকিও, জাপান।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন গঠিত হয়—১৯৪৮ সালে।
- অন্ধদের শিক্ষাপদ্ধতি 'ব্রেইল'-এর আবিষ্কারক লুইস ব্রেইল যে দেশের নাগরিক—ফ্রান্স।

সাধারণ বিজ্ঞান

- অতিরিক্ত খাদ্য থেকে লিভারে সঞ্চিত সুগার হলো—গ্লাইকোজেন।
- মানবদেহে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস—শ্বসন।
- খাওয়ার লবণের মূল উপাদান—সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান—মিথেন।
- মানুষের ত্বকের রং যে উপাদানের ওপর নির্ভর করে—মেলানিন।
- যে ভিটামিনের অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়—ভিটামিন বি-১২।
- বায়ুমণ্ডলে CO2 -এর পরিমাণ যত শতাংশের বেশি হলে মানুষ বাঁচতে পারে না—২৫ শতাংশ।
- যে পদার্থের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে তাপ সঞ্চালিত হয়—কঠিন পদার্থ।
- সর্বাধিক স্নেহজাতীয় খাদ্য—দুধ।
- বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র—হাইগ্রোমিটার।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

- কম্পিউটারের প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডকে বলা হয়—মাদারবোর্ড।
- VLSI-এর পূর্ণরূপ—Very Large Scale Integration.
- বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার—অ্যাডা অগাস্টা।
- আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়—জন ভন নিউম্যানকে।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক দেশে বসে অন্য দেশের কোনো কাজ করাকে বলে—আউটসোর্সিং।
- কম্পিউটারের তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক—পিক্সেল।
- প্রোগ্রামের ভুলকে বলে—বাগ (Bugs)।
- যে কম্পিউটার মেমোরি কখনো স্মৃতিভ্রংশ হয় না—ROM.
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অফিসের সার্বিক কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করাকে বলে—অফিস অটোমেশন।
- কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা—FORTRAN.
- এক ন্যানোমিটার হচ্ছে এক মিটারের—এক শ কোটি ভাগের এক ভাগ।
- ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর টাইপ করতে যে বোতামটি ব্যবহৃত হয়—Shift.
- কোর স্টোরেজ (Core storage) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়—RAM.
- চিত্রভিত্তিক স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম হলো—Excel.
- কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তথ্য পরিবহনের জন্য পরিবাহী পথকে বলে—বাস।
- কম্পিউটারে কত ধরনের মৌলিক লজিক গেট ব্যবহৃত হয়—তিন ধরনের।

Preposition শিখুন গল্পের মাধ্যমে (Time and Place)

সময় ও স্থানের সঙ্গে কোথায় কোন Preposition বসে, তা এই ছোট অনুচ্ছেদে মনোযোগসহকারে পড়ুন এবং কোথায় কোন Preposition ব্যবহার করা হয়েছে, তা লক্ষ করুন।

This is Nahyd. I was born in Sirajganj, Rajshahi on the 1st day of October in 1994. Sirajganj is in the district of Rajshahi division in Bangladesh.

Now I live in Dhaka. I study at Dhaka University. I work at Prothom Alo. Occasionally, I go to a movie on the weekend. I meet my friends at the movie theatre around 5 PM or later. In the summer, usually in June I go home to visit my family in Sirajganj. My family and I go to the bank of the Jamuna and relax in the morning and in the afternoon! In the evening, we often eat at a restaurant with our friends. Sometimes, we go to a garden at night. On other weekends, I drive to the countryside. In fact, we will meet some friends at a famous restaurant on Friday.

গ্রন্থনা : নাহিদ হাসান

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

● শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ ও স্কুল পর্যায়)

English

A. Parts of Speech:
- The verb form of the word 'Friend' is—befriend.
- 'Buck' is the masculine gender of—Doe.
- Plural number of 'Vertex' is —Vertices.
- Superlative degree of 'Bad' is—Worst.
- The girl sings well enough. Here 'enough' is an—adverb.

B. Correction:
- Inc : The headmaster along with his students have gone to Cox's Bazar. Cor : The headmaster along with his students has gone to Cox's Bazar.
- Inc : I am confident on your prosperity.
- Cor : I am confident of your prosperity.
- Inc : You had better (to go) home.
- Cor : You had better go home.
- Inc : Not only Agnila but also her friends is going to Cox's Bazar.
- Cor : Not only Agnila but also her friends are going to Cox's Bazar.
- Inc : The baby is crying for his mother.
- Cor : The baby is crying for it's mother.

C. Article :
- The doctor is __ FRCS.—an.
- Her interest in __ English literature is great.—no article.
- The man is __ BA.—a.
- Nazrul is __ Byron of Bangladesh.—The.
- Honesty is __ great virtue.—a.

D. Words :

i. Synonyms:
- Banish - Exile.
- Congenial - Friendly.
- Dormant - Latent.
- Vindictive - Revengeful.
- Insipid - Tasteless.

ii. Antonyms:
- Boisterous - Tranquil.
- Hackneyed - Exciting.
- Obsolete - Up- to- date.
- Verbose - Laconic.
- Vague - Specific.

iii. Spelling:
- Quarantine
- Secretariat
- Entrepreneur
- Symmetry
- Supercilious

E. Idioms and Phrases:
- Fair and square - Upright.
- Loaves and fishes - Personal gains.
- By leaps and Bounds - At a rapid rate.
- Out of Sorts - Unwell.
- Cut and dried - Hackneyed.
- By leaps and bounds - At a rapid rate.

F. Appropriate Preposition :
- I cannot agree __ your proposal.—to.
- He is devoid __ common sense. —of.
- Water is indispensable __ life. —to.
- Mr. John lives __ his brothers income. —on.
- Laziness resulted __ his failure. —in.

G. Transformations of Sentence:
- Affir: Only Allah can save us from Coronavirus.
- Neg: None but Allah can save us from Coronavirus.
- Simple: Without working hard, you cannot prosper.
- Complex: If you do not work hard, you cannot prosper.
- Compound: Work hard or you cannot prosper.
- Exclamatory: If I were a bird!
- Assertive: I wish I were a bird.
- Prevention is better than cure.
- Comparative: Cure is not so good as prevention.

H. Uses of Verbs:
- The boy (go) out just now—has gone.
- I would help him if he (want).—wanted.
- Fifty miles (be) a long way. —is.
- I (read) for three hours.—have been reading.
- Sabbir not (sing) a song. —does not sing.

বাংলা

১. ভাষারীতি ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার :
- ভাষার চলিত রীতি—তদ্ভব শব্দবহুল
- বাক্যের উপাদান—ধ্বনি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- 'জ্ঞ' বর্ণটি যেসব বর্ণের সংযুক্ত রূপ...—জ্+ঞ
- একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা হলে, যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়...—কোলন
- সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়...— অব্যয়

২. বাগ্‌ধারা ও বাগ্‌বিধি :

- আমড়া কাঠের ঢেঁকি —অপদার্থ
- ম্যাও ধরা —দায়িত্ব গ্রহণ
- আমড়াগাছি করা —অযথা প্রশংসা করা
- ছ্ কড়া ন কড়া —সস্তা দর
- ঢেঁকি অবতার—নির্বোধ লোক

৩. বানান ও বাক্য শুদ্ধকরণ :

- বানান শুদ্ধি
  অশুদ্ধ : দরিদ্র্য
  শুদ্ধ : দরিদ্র
  অশুদ্ধ : ভৌগলিক
  শুদ্ধ : ভৌগোলিক
  অশুদ্ধ : ওতেপ্রোতভাব
  শুদ্ধ : ওতপ্রোতভাবে
- বাক্য শুদ্ধি
  অশুদ্ধ : লোকটি স্বস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন।
  শুদ্ধ : লোকটি সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন।
  অশুদ্ধ : অতিরিক্ত লবন স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর
  শুদ্ধ : অতিরিক্ত লবণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর
  অশুদ্ধ : সকল ছাত্ররা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল
  শুদ্ধ : সকল ছাত্র বা ছাত্ররা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল।

৪. সন্ধিবিচ্ছেদ :

- গৈ+অক = গায়ক
- লো+অন = লবণ
- ততঃ+অধিক = ততোধিক
- ষষ্+থ = ষষ্ঠ
- বাক+দান = বাগদান

৫. কারক ও বিভক্তি :

- সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে (অধিকরণে শূন্য)
- জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়। (করণে সপ্তমী)
- ধোপাকে কাপড় দাও (কর্মে দ্বিতীয়া)
- ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও (সম্প্রদানে চতুর্থী)
- গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে (অপাদানে শূন্য)
- পাগলে কী না বলে (কর্তৃকারকে সপ্তমী)

৬. সমাস :

- সাহিত্যসভা = সাহিত্যবিষয়ক সভা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)
- একচোখা = এক দিকে চোখ যার (প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি)
- দিবানিদ্রা = দিবায় নিদ্রা (সপ্তমী তৎপুরুষ)
- পঞ্চভূত = পঞ্চ ভূতের সমাহার (দ্বিগু সমাস)
- জলচর = জলে চরে যা (উপপদ তৎপুরুষ)

৭. সমার্থক শব্দ :

- অগ্নি—পাবক, শুচি, সর্বভুক, হুতভুক, পিঙ্গল
- অশ্ব—ঘোড়া, হয়, মরুদ্রথ, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গম
- আকাশ—অম্বর, শূন্য, ছায়ালোক, খ, অভ্র, নীলিমা
- ঢেউ—ঊর্মি, বীচি, লহরি, কোটাল, ঘূর্ণি, কল্লোল
- খবর—তত্ত্ব, সওগাত, উদন্ত, ফরমান, সন্দেশ

৮. বিপরীতার্থক শব্দ :

- খাতক—মহাজন
- অনুরক্ত—বিরক্ত
- উৎকর্ষ—অপকর্ষ
- ভূত—ভবিষ্যৎ
- স্থাবর—জঙ্গম

বিজ্ঞান

১. এস আই (SI) পদ্ধতিতে বলের একক—নিউটন
২. তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র—হাইড্রোমিটার
৩. বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র—হাইগ্রোমিটার
৪. প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, নির্দেশ করে—নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র
৫. অভিকর্ষজ ত্বরণ বা g এর মান সর্বাধিক—ভূপৃষ্ঠে
৬. চাঁদে কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীতে বস্তুটির যে ওজন তার—এক-ষষ্ঠাংশ বা ৬ ভাগের ১ ভাগ
৭. শক্তির নিত্যতা সূত্রানুযায়ী—শক্তির ধ্বংস বা বিনাশ নেই
৮. সৌরকোষের প্রধান উপাদান—সিলিকন
৯. খাদ্যের মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান—রাসায়নিক শক্তি
১০. সাগরের পানির চেয়ে নদীর পানিতে সাঁতার কাটা—কঠিন
১১. তরল পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়—পরিচলন পদ্ধতিতে
১২. যে রঙের কাপে চা দ্রুত ঠান্ডা হয়—কালো রঙের
১৩. ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে দাগ কাটা থাকে—৯৫০ ফারেনহাইট থেকে ১১০০ ফারেনহাইট পর্যন্ত
১৪. দুধে বিদ্যমান প্রোটিন অণুকে বলে—কেসিন
১৫. মানুষের চোখের লেন্স—দ্বি-উত্তল বা উভত্তল
১৬. মানুষের মস্তিষ্কে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল—০.১ সেকেন্ড
১৭. বিদ্যুৎপ্রবাহ বলতে বোঝায় পরিবাহীর মধ্য দিয়ে—ইলেকট্রনের প্রবাহকে
১৮. সৌরকোষ থেকে পাওয়া যায় যে বিদ্যুৎ—Direct Current (DC)
১৯. পরমাণুর ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণিকা হলো—ইলেকট্রন
২০. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ যোগাযোগ বা গোপনে তথ্য প্রেরণের কৌশলকে বলে—ক্রিপ্টোগ্রাফি
২১. পারমাণবিক চুল্লিতে চেইন বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়—গ্রাফাইট দণ্ড ও ভারী পানি ব্যবহার করে
২২. E = mc2 সূত্রটির প্রণেতা—আলবার্ট আইনস্টাইন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২৩. বরফ পানিতে ভাসে, কারণ বরফের আয়তন পানির চেয়ে--বেশি
২৪. স্বাভাবিক তাপে ও চাপে একমাত্র তরল ধাতু—পারদ
২৫. অ্যালুমিনিয়াম সালফেটকে বলে—পটাশ অ্যালাম বা ফিটকিরি
২৬. পেনসিলের শিষরূপে ব্যবহৃত হয়--গ্রাফাইট দণ্ড
২৭. কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বলে—ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ
২৮. হাসি উদ্রেককারী 'লাফিং গ্যাস' বলা হয়—নাইট্রাস অক্সাইডকে (N2O)
২৯. বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান—মিথেন (CH4)
৩০. হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে বলে—ডায়াস্টোল
৩১. মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি—যকৃৎ বা লিভার
৩২. মানবদেহের কিডনির মৌলিক গাঠনিক ও কার্যকরী একক—নেফ্রন
৩৩. পাকস্থলী থেকে নিঃসরিত হয় যে অ্যাসিড—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)
৩৪. মানবদেহের প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম থাকে—২৩ জোড়া
৩৬. রক্তের গ্রুপ রয়েছে—৪টি (A, B, AB এবং o)
৩৭. মানবদেহের অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস থেকে নির্গত হয়—ইনসুলিন হরমোন
৩৮. MRI-এর পূর্ণরূপ—Magnetic Resonance Imaging
৩৯. আদর্শ খাদ্য বলা হয়—দুধকে
৪০. উদ্ভিদের বর্ণহীন প্লাস্টিডকে বলে—লিউকোপ্লাস্ট
৪১. কোষের 'পাওয়ার হাউস' বলা হয়—মাইটোকন্ড্রিয়াকে
৪২. শিশুদের রিকেটস রোগ হয় যে ভিটামিনের অভাবে—ভিটামিন ডি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

১. বাংলাদেশের অবস্থান—ক্রান্তীয় অঞ্চলে
২. ভাওয়ালের গড় অবস্থিত—গাজীপুর জেলায়
৩. আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বিভাগ যথাক্রমে—চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ
৪. ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে যতটির সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে—৪টি
৫. প্রাচীন বাংলায় 'সমতট' বলতে বোঝানো হতো—কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে
৬. বাংলায় 'কৌলীন্য' প্রথার প্রবর্তক—বল্লাল সেন
৭. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন—ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
৮. শেষ মোগল সম্রাট ছিলেন—দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
৯. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধটি সংঘটিত হয়—১৫৫৬ সালে
১০. লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করেন—১৮২৯ সালে
১১. 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল যে সালে—১৯৪৩ সালে
১২. পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি হয়—১৯৫৮ সালে
১৩. ' গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে পরিচিত—হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
১৪. 'সুধারাম' যে জেলার পূর্বনাম—নোয়াখালী
১৫. সোমপুর বিহার যে জেলায় অবস্থিত—নওগাঁ
১৬. বাংলাদেশের একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাদুঘরটি অবস্থিত—চট্টগ্রামে
১৭. মুজিব বর্ষের লোগোর ডিজাইনার—সব্যসাচী হাজরা
১৮. মুক্তিযুদ্ধে প্রথম যে জেলা শত্রুমুক্ত হয়—যশোর
১৯. উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা প্রচলন করেন—লর্ড ক্যানিং
২০. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদের মেয়াদ—৪ বছর
২১. বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অবস্থিত—গাজীপুরে
২২. কৃষিক্ষেত্রে 'শুকতারা' হলো উন্নত জাতের—বেগুন
২৩. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয়—মৌলভীবাজার জেলায়
২৪. বাংলাদেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত—রাঙামাটি জেলায়
২৫. দেশের দীর্ঘতম রেলপথ—ঢাকা-পঞ্চগড় (৬৩৯ কিমি)
২৬. 'জলকেলি' যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব—রাখাইন
২৭. ঢাকা বিভাগে জেলার সংখ্যা—১৩টি
২৮. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নাম—বঙ্গভবন
২৯. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন—রাষ্ট্রপতি
৩০. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা আছে সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে—১১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে
৩১. বাংলাদেশে যতটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়—১টি (১৯৭৮-১৯৮০ সালে)
৩২. বাংলাদেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড—উত্তরা ইপিজেড (নীলফামারী জেলায়)
৩৩. বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অবস্থিত—পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
৩৪. 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করেন—লর্ড কর্নওয়ালিস
৩৫. ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন—মজনু শাহ
৩৬. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—নুরুল আমিন
৩৭. পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয়—১৯৫৬ সালে
৩৮. ছয় দফা দিবস—৭ জুন
৩৯. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়—২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪০. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার মাঝের লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের—এক-পঞ্চমাংশ
৪১. ২৬ মার্চকে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়—১৯৮০ সাল থেকে
৪২. নিউইয়র্কে 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়—১ আগস্ট ১৯৭১
৪৩. মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যে তারিখে যৌথ কমান্ড গঠন করে—২১ নভেম্বর ১৯৭১
৪৪. জাতীয় স্মৃতিসৌধের অন্য নাম—সম্মিলিত প্রয়াস
৪৫. ঢাকার বানান Dacca থেকে Dhaka হয়—১৯৮২ সালে
৪৬. বাংলাদেশের সংবিধান দিবস—৪ নভেম্বর

আন্তর্জাতিক

১. পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ—কাস্পিয়ান সাগর
২. ইরানের মুদ্রার নাম—তুমান
৩. বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা—ডেনমার্কের
৪. 'ইউরোপের দ্বার' বলা হয়—ভিয়েনাকে (অস্ট্রিয়া)
৫. বিখ্যাত 'ওয়াটার লু' নামক স্থানটি—বেলজিয়ামে
৬. যে দেশের প্রাচীন নাম 'গল'—ফ্রান্স
৭. যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক—জর্জ ওয়াশিংটন
৮. 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' অবস্থিত—লন্ডনে (যুক্তরাজ্য)
৯. যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের আসনসংখ্যা—১০০
১০. জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য—৫১টি
১১. 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট' বলা হয়—২টি প্রতিষ্ঠানকে (WB ও IMF)
১২. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে একটি রাষ্ট্র প্রতিনিধি পাঠাতে পারে সর্বোচ্চ—৫ জন
১৩. 'ইন্টারফ্যাক্স' যে দেশের সংবাদ সংস্থা—রাশিয়া
১৪. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করে—কমনওয়েলথ (১৯৭২ সালে)
১৫. 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' গ্রহণ করে—যুক্তরাষ্ট্র
১৬. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর—ম্যানিলায় (ফিলিপাইন)
১৭. কাগজের মুদ্রা প্রথম চালু হয়—চীনে
১৮. 'ইউনিয়ন জ্যাক' যে দেশের পতাকা—যুক্তরাজ্য
১৯. ফ্যাসিজমের প্রবর্তক—মুসোলিনি
২০. হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম—গেস্টাপো
২১. প্রথম ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—১৭৮০ সালে
২২. বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—১৯ মার্চ ১৯৭২ সালে
২৩. 'মাওরি' যে দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী—নিউজিল্যান্ড
২৪. মাদার অব অল বোম্বস যে দেশের তৈরি—যুক্তরাষ্ট্র
২৫. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির মেয়াদ—১ মাস
২৬. 'ইউরোপের ক্রীড়াঙ্গন' বলা হয়—সুইজারল্যান্ডকে
২৭. 'মোসাদ' যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা—ইসরায়েল
২৮. 'ফোকেটিং' যে দেশের আইনসভা—ডেনমার্ক
২৯. যে দেশটি অতীতে কখনো অন্য কোনো দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়নি—থাইল্যান্ড
৩০. বিশ্বের সবচেয়ে দামি মুদ্রার নাম—কুয়েতি দিনার
৩১. স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো ইউরোপের কোন দিকে অবস্থিত—উত্তর দিক
৩২. International Monetary Fund (IMF) প্রতিষ্ঠিত হয়—১৯৪৪ সালে
৩৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস—৭ এপ্রিল
৩৪. জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত—টোকিও (জাপান)
৩৫. 'ফেয়ারফ্যাক্স' হলো—যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা
৩৬. 'Bradley effect' যার সঙ্গে সম্পর্কিত—যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন৩৭. G-7 প্রতিষ্ঠিত হয়—১৯৭৫ সালে
৩৮. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রতিষ্ঠিত হয়—১৯৯৩ সালে (জার্মানিতে)
৩৯. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর—লন্ডন, যুক্তরাজ্য
৪০. 'কিয়াট' যে দেশের মুদ্রা—মিয়ানমার
৪১. জাতিসংঘ সনদে ধারা রয়েছে—১১১টি
৪২. স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা—রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল
৪৩. 'হাইফা' যে দেশের সমুদ্রবন্দর—ইসরায়েল

গ্রন্থনা : **লোটাস ইবনে হাবীব**

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে শঙ্কিত সারা বিশ্ব

পার্থ শঙ্কর সাহা

বিশ্বে করোনা সংক্রমণ শুরুর পর প্রায় ১০ মাস চলে গেছে। এর মধ্যে বিশ্বের নানা প্রান্তজুড়ে আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে করোনার 'দ্বিতীয় ঢেউ'। কোনো কোনো দেশে দ্বিতীয় ঢেউ এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আবার কোনো দেশ এর প্রহর গুনছে। বাংলাদেশেও এ নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। মহামারির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঢেউ বলতে আসলে কী বোঝায়।

আমরা সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা বিবেচনা করতে পারি। এটি বড় হয়ে আসতে আসতে ছোট হয়ে যায়। আবার বড় হয়, আবার ছোট। ঠিক তেমনি করে করোনার সংক্রমণের সংখ্যা কমে আবার বৃদ্ধি পাওয়ার ধারাকেই ঢেউ বলা যায়। তবে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারউইকের অধ্যাপক মাইক টিলডসলে বিবিসিকে বলেন, বৈজ্ঞানিকভাবে ঢেউয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। একে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে, তা-ও সুনির্দিষ্ট নয়।

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) উপদেষ্টা মুশতাক হোসেনের মতে, কোনো মহামারির সংক্রমণ কমে যাওয়ার পর আবার বড় আকারে বৃদ্ধি পেলে তাকে দ্বিতীয় ঢেউ বলা যায়। এটা একেক দেশে একেকভাবে আসতে পারে।

গত শতকের দ্বিতীয় দশকে ফ্লু মহামারির সময় (স্প্যানিশ ফ্লু নামে বেশি পরিচিত) দ্বিতীয় ঢেউ-সংক্রান্ত ধারণা চালু হয় বলে জানান মুশতাক হোসেন। সেই সময় দ্বিতীয়বার সংক্রমণ প্রথম দফার চেয়েও মারাত্মক হয়ে উঠেছিল।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে করোনা সংক্রমণ শুরু হয়। এরপর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। গত ৭ অক্টোবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে করোনাভাইরাসে শনাক্ত মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৫৭ হাজার ৭। মারা গেছেন ১০ লাখ ৪৪ হাজার ২৬৯ জন। ওই দিন বাংলাদেশে মোট করোনা শনাক্ত হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৫৯২। বাংলাদেশে চলতি বছরের ৮ মার্চ প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হওয়ার ঘোষণা আসে। মৃত্যুর ঘোষণা আসে ১৮ মার্চ। আমাদের দেশে দ্বিতীয় ঢেউয়ের কথা উঠেছে সম্প্রতি। তবে করোনার প্রবল ধাক্কা সামলেছে এমন অনেক দেশে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বেশ আগে থেকেই।

গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) পরিচালক রবার্ট রেডফিল্ড দেশটিতে শীতের শুরুতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। রেডফিল্ডকে উদ্ধৃত করে ২২ এপ্রিল বার্তা সংস্থা রয়টার্সে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনার এই প্রকোপ আগের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। এর কারণ হিসেবে সিডিসির পরিচালক বলেন, শীতের সময় ফ্লু বাড়ে। এর সঙ্গে করোনাভাইরাস এক হয়ে যেতে পারে। এর ফলে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। করোনার শুরুতে যে সমস্যা হয়েছিল, তার চেয়ে এটি আরও বেশি সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

যুক্তরাজ্যে গত জুন মাসে দ্বিতীয় ঢেউয়ের কথা জোরেশোরে আলোচিত হচ্ছিল। আর সেপ্টেম্বরে এসে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন, 'আমরা দ্বিতীয় ঢেউ দেখছি।' তবে এ দফায় দেশটি বড় ধরনের কোনো লকডাউনের পথে যাবে না বলে জানান প্রধানমন্ত্রী জনসন। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে কঠোর আইন প্রয়োগের ওপর জোর দেন তিনি।

গত ৯ অক্টোবর বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই দিন শনাক্তের সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৮৬৪। ঠিক এক মাস আগে এক দিনে শনাক্তের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩৩০।

শুধু যুক্তরাজ্যে নয়, পুরো ইউরোপই কিন্তু এখন দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যে আছে বলা যায়। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে করোনা নিয়ন্ত্রণে ৯ অক্টোবর ১৫ দিনের জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানিতেও ব্যাপক সংক্রমণ শুরু হয়েছিল। এসব দেশের সংক্রমণ কমে আসার পর সেপ্টেম্বরে আবার বাড়তে শুরু করে। দেশগুলো কঠোর লকডাউন আরোপের পর সংক্রমণ কমে আসায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উন্মুক্ত করে দেয়। কিছু দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও খুলে দেওয়া হয়। আর এসবের কারণেই এই ঢেউয়ের প্রাবল্য বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। ইউরোপের পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যে পড়েছে বলে মনে করা হয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশে কি দ্বিতীয় ঢেউয়ের শঙ্কা আছে?

মহামারি বিশেষজ্ঞ মুশতাক হোসেনের মতে, 'আমরা এই অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেও প্রথম ঢেউয়ের মধ্যেই আছি।'

তবে তিনিসহ একাধিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, শীতের সময় করোনার সংক্রমণ বাড়তে পারে। গত ৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, আসন্ন শীত মৌসুমে করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জেলা হাসপাতালগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গত শীতে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছিল। আসন্ন শীতে আবার এর উত্থান হতে পারে মাথায় রেখে আমরা প্রতিটি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ স্থাপন, অক্সিজেন নিশ্চিতকরণসহ সব ধরনের চিকিৎসাসেবা প্রস্তুত করে রাখছি।'

বিশেষজ্ঞদের কথা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, মাস্ক পরা ও বারবার প্রয়োজন অনুযায়ী সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো অভ্যাসগুলো বজায় রাখতে হবে। এতেই সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে।

লেখক : সাংবাদিক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

করোনা হলে অনেকে ঘ্রাণশক্তি হারান কেন?

আব্দুল কাইয়ুম

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে কোনো ব্যক্তি হয়তো হঠাৎ লক্ষ করেন যে তিনি খাবার খাচ্ছেন, কিন্তু স্বাদ-গন্ধ পাচ্ছেন না। ঘ্রাণশক্তি হারানো বা অ্যানোসমিয়া (Anosmia) করোনার একটি লক্ষণ। তবে এটি সবার হয় না। কিন্তু কারও হলে বুঝতে হবে, ভাইরাস তাঁর নাকের গন্ধ-অনুভূতির প্রক্রিয়া সাময়িক সময়ের জন্য হলেও অকার্যকর করে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্মিথসোনিয়ানম্যাগ ডটকমে গত ২১ সেপ্টেম্বর একটি বড় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন ও কীভাবে করোনা রোগীদের অনেকে অ্যানোসমিয়ায় আক্রান্ত হন। করোনা-অ্যানোসমিয়া নিয়ে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বিশেষজ্ঞদেরও বেশ কিছু গবেষণা আছে। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস (Science Advances) জার্নালে গত ২৪ জুলাই একটি গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের নাকের ভেতর ঘ্রাণসংক্রান্ত নিউরনগুলো বা ওলফ্যাক্টরি নিউরন (olfactory neuron) গন্ধ-অনুভূতির সংকেত মস্তিষ্কে পাঠায়। এর ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের গন্ধ অনুভব করি। কিন্তু করোনা অনেক সময় এই নিউরনগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন করে। এই অবস্থায় রোগী ঘ্রাণশক্তি হারাতে পারেন। এখানে বলা দরকার, করোনাভাইরাস সরাসরি নিউরন ধ্বংস করে না। কিন্তু এর কাজ চালানোর জন্য সহায়ক সেলগুলোর ক্ষতি সাধন করে। তাই গবেষকেরা মনে করেন, করোনা রোগী কখনো ঘ্রাণশক্তি হারালেও সেটি স্থায়ী কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, নিউরনগুলো তো ধ্বংস হয় না। তাই করোনার উপশম হলে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত ওলফ্যাক্টরি নিউরাল সার্কিট আবার সক্রিয় অবস্থানে ফিরে আসে। তবে এ জন্য বেশ সময় লাগে। কারও হয়তো মাসখানেক বা কারও বছর দুয়েকও লেগে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ বিষয়ে আরও গবেষণা চলছে।

তরুণ-যুবকেরা কেন বেশি হারে আক্রান্ত হচ্ছেন

করোনাভাইরাস মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার শুরুতে আমরা শুনেছি, শিশু ও কম বয়সী ব্যক্তিদের ঝুঁকি কম। বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকি বেশি। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, ২০-৪০ বছর বয়সের তরুণ-যুবারাও বেশ আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গেছে, এ বয়সের অনেকে আগের চেয়ে বেশি হারে আক্রান্ত হচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এ তথ্য জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকা ২৩ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কেন এ রকম হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রতিবেদনে সিডিসির একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সিডিসি বলছে, উঠতি বয়সের তরুণ-যুবাদের অনেকে রেস্টুরেন্ট, দোকান, শিশুযত্ন কেন্দ্র বা এ ধরনের কর্মস্থলে বেশি কাজ করেন। তাঁদের অনেক বেশি লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। অন্যদিকে এ বয়সের তরুণ-যুবারা সাধারণত মাস্ক পরতে চান না। তাঁরা নির্বিকারভাবে জনবহুল স্থানে বেশি ঘুরে বেড়ান। ফলে তাঁদের মধ্যে সংক্রমণের হার বাড়ছে। আমাদের দেশেও এ ধরনের একটি প্রবণতা দেখতে পাই। এ বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

স্কুল খুলে দিলে কী অবস্থা হতে পারে

সম্প্রতি স্কুলগুলো খোলার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অনেক অভিভাবক চিন্তিত। কারণ, শিশু-কিশোরদের ধর্মই হলো দুরন্তপনা। স্কুল খুললে তারা বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবে। অনেকে মাস্ক ব্যবহার করবে না। অনেকের মাস্ক কেনার সামর্থ্যও হয়তো নেই। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বন্ধুদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখা এবং বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার নিয়মও তাদের মেনে চলার ধৈর্য হয়তো থাকবে না। তার মানে দ্রুত করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ওদিকে শীত আসছে। করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে বলে বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকেরা বলছেন। অন্য কয়েকটি দেশে দেখা গেছে, স্কুল খোলার পর করোনার প্রকোপ বেড়েছে। তাই আবার স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

স্কুল খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসব বিষয় আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। আবার এটাও ঠিক যে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে বিটিভি ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা সবার কাছে নিয়ে যাওয়ার যে উদ্যোগ রয়েছে, তা সব শিক্ষার্থীর জন্য সহজলভ্য করলে হয়তো পড়াশোনায় ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

সূত্র: স্মিথসোনিয়ানম্যাগ ডটকম ও লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

করোনা প্রতিরোধে রাশিয়ার ভ্যাকসিন

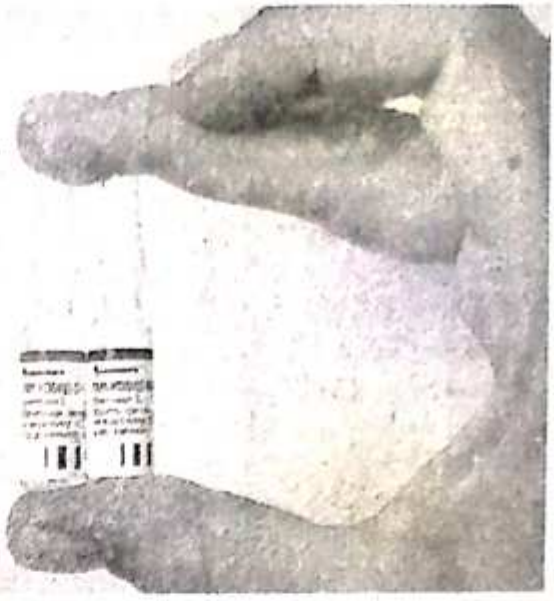

খোন্দকার মেহেদী আকরাম

সব সমালোচনা ও সন্দেহকে পেছনে ফেলে রাশিয়া অবশেষে তাদের করোনা ভ্যাকসিনের ফেজ-১/২ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে স্বনামধন্য 'দ্য ল্যানসেট' জার্নালে। এবং তাদের উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফল আশাব্যঞ্জক।

রাশিয়ার মস্কো শহরে অবস্থিত বিখ্যাত গ্যামালিয়া ইনস্টিটিউট এই ডুয়েল বা দ্বৈত ভেক্টরের করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে এবং নাম দিয়েছে স্পুটনিক-৫। এযাবৎ উদ্ভাবিত করোনার যত ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে, তার ভেতরে গ্যামালিয়াই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা ভ্যাকসিন তৈরিতে একটির পরিবর্তে দুটি হিউম্যান অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টর ব্যবহার করেছে। ২১ দিনের ব্যবধানে দেওয়া দুই ডোজের ভ্যাকসিনে প্রথম ডোজে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাড-২৬ নামের বিরল প্রজাতির অ্যাডিনোভাইরাস এবং দ্বিতীয় ডোজে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ অ্যাড-৫ জাতের অ্যাডিনোভাইরাস। ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট টেকনোলজির মাধ্যমে এই অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে করোনাভাইরাসের একটি জিন, যা করোনাভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরিতে সক্ষম। এই স্পাইক প্রোটিনই শরীরে করোনাভাইরাসের বিপরীতে ইমিউন রেসপন্স ঘটিয়ে রোগ প্রতিরোধকব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এই একই ধরনের অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টর পদ্ধতিতে চীনের ক্যানসিনোবায়ো এবং অক্সফোর্ডের চ্যাডক্স-১ ভ্যাকসিন দুটি তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনের অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টর ভ্যাকসিনগুলোর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে অ্যান্টি-ভেক্টর ইমিউনিটি। অ্যাডিনোভাইরাস খুব সাধারণ একটা ভাইরাস এবং এটা প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে ঠান্ডা সর্দি-জ্বর করে থাকে। এ কারণেই আমাদের শরীরে অনেক ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের বিপরীতে ইমিউনিটি বা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকে। কারও শরীরে যদি ভ্যাকসিন দেওয়ার আগেই অ্যাডিনোভাইরাসের বিপরীতে অ্যান্টিবডি টাইটার ২০০-এর বেশি হয়, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা অনেকটাই হ্রাস পেতে পারে।

এ রকম সম্ভাব্য সমস্যা এড়ানোর জন্যই কিন্তু অক্সফোর্ড মানুষের অ্যাডিনোভাইরাস ব্যবহার না করে ব্যবহার করেছে শিম্পাঞ্জির অ্যাডিনোভাইরাস। শিম্পাঞ্জির অ্যাডিনোভাইরাসের বিপরীতে মানবদেহে কোনো রকম ইমিউনিটি নেই বললেই চলে। পরীক্ষায় মাত্র ১ শতাংশ মানুষের শরীরে শিম্পাঞ্জি অ্যাডিনোভাইরাসের বিপরীতে অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে ('ল্যানসেট', ২০ জুলাই)। অন্যদিকে ক্যানসিনোবায়ো ভ্যাকসিনটি ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করেছে হিউম্যান বা মানুষের অ্যাডিনোভাইরাসের খুবই কমন বা পরিচিত একটি প্রজাতি অ্যাড-৫, যার বিপরীতে প্রায় ২০ শতাংশ মানুষের শরীরেই অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় ('ল্যানসেট', ২২ মে)। অতএব ক্যানসিনোবায়ো ভ্যাকসিনটির কার্যকারিতার হার নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়ে গেছে। ওদিকে রাশিয়া হিউম্যান অ্যাডিনোভাইরাস ব্যবহার করলেও এ ক্ষেত্রে তারা বেছে নিয়েছে বিরল প্রজাতির অ্যাডিনোভাইরাস (অ্যাড-২৬), যার বিপরীতে আমাদের শরীরে ইমিউনিটি খুবই কম।

গ্যামালিয়া ইনস্টিটিউট ১৮ জুন থেকে শুরু করে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ৭৬ জন ভলান্টিয়ারের ওপর তাদের ভ্যাকসিনটির ফেজ-১/২ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালায় এবং তার পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করে 'ল্যানসেট' জার্নালে এক মাসের ভেতরই।

ট্রায়ালে স্পুটনিক-৫ ভ্যাকসিনটির দুটি ফর্মুলেশন পরীক্ষা করা হয়েছে: একটি হিমায়িত এবং আরেকটি লাইয়োফিলাইজড পাউডার। এই দুটো ফর্মুলেশনই বেশ ভালো কাজ করেছে এবং প্রথম ডোজ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

টিকা দেওয়ার ২৮ দিনের ভেতরেই শতভাগ ভ্যাকসিনগ্রহীতার রক্তে পর্যাপ্ত করোনাভাইরাস নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে, যার পরিমাণ ছিল কনভালেসেন্ট প্লাজমায় থাকা অ্যান্টিবডির সমান। শুধু তা-ই নয়, দুই ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়ার পর সবার শরীরেই টি-সেল (CD4+ এবং CD8+) রেসপন্স ঘটেছে, যেখানে টি-সেলগুলো ভাইরাস নিরোধক ইন্টারফেরন-গামা তৈরি করেছে ১০ গুণের বেশি ('ল্যানসেট', ৪ সেপ্টেম্বর)।

রাশিয়ার ভ্যাকসিনে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের মতো কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন ভ্যাকসিন পরবর্তী শরীর ব্যথা, জ্বর, মাথাব্যথা, টিকার স্থানে ব্যথা ইত্যাদি। তবে ভ্যাকসিনটি তেমন কোনো মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এই দুটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ওপর ভিত্তি করে রাশিয়া তাদের সাধারণ জনগণের ওপর ভ্যাকসিনটি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় আগস্টের মাঝামাঝি থেকেই। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বীকৃত আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, ফেজ-৩ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছাড়া কোনো ভ্যাকসিন সাধারণ জনগণের ওপর প্রয়োগ অবৈধ।

এ কারণেই রাশিয়া এখন তাদের ভ্যাকসিনটির ফেজ-৩ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল (RCT) চালাচ্ছে নিজ দেশসহ লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ফিলিপাইন ও ভারতের ৩০-৪০ হাজার বিভিন্ন বয়সের এবং গোত্রের ভলান্টিয়ারের ওপর (ল্যানসেট রেসপিরেটরি মেডিসিন, ৪ সেপ্টেম্বর)।

এই শেষ ধাপের ট্রায়ালে উত্তীর্ণ হলে স্পুটনিক-৫ ভ্যাকসিনটি হতে পারে প্রকৃতই একটি শক্তিশালী করোনা ভ্যাকসিন। এ পর্যন্ত রাশিয়া এক বিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন সরবরাহের অনুরোধ পেয়েছে বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে। যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের দেশও পেতে পারে এই ভ্যাকসিন।

লেখক: এমবিবিএস, এফসিপিএস, পিএইচডি, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, লেস্টার ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য

Learning in the time of Covid- 19

Ehsan Haque

COVID- 19 has brought death, destruction and disruption everywhere. However, it was also had some positive impacts on the planet itself. In many big cities the air and water bodies have been found to be cleaner in the last three months compared to what they had been in the last few years. This of course is due to the reduction of human impact and usage of the planet's resources. COVID- 19 has allowed the planet to breathe by lowering our carbon footprint, albeit for a very brief period in the planet's industrialized history. This short span of time however has had significant positive impact on planet Earth.

Since the industrialization of human society and civilization we have continued to make progress in technology. Technology makes our lives easier and better. Technology has always been disruptive. Disruptive in the way it drives changes, influences our lifestyle, how we live and the way we do things. For example, we have adapted from using quill pens and inkwell to fountain pens and biros, from typewriters to computer word processors. Formidable challenges were always there for these changes to take place. We rarely want to accept new changes, once we get used to something. However, for the world to progress we have to adapt to changes no matter how challenging they are, in order to make the world a better place.

There are far more sinister illnesses than COVID- 19 amongst us humans which we have just accepted as a way of life, such as heart disease and cancer. What is the primary cause of these ailments? Us humans! We create pollution that causes a far higher number of illnesses and deaths due to cancer and heart disease, compared to COVID- 19. The world is rushing to develop vaccines to fight COVID- 19. However, we have done comparatively little to fight the battle against cancer and heart ailments. We just accept that the air we breathe is bad and that's how our life is or has been. Cancer and coronary heart disease are a far greater pandemic than COVID- 19. They are the greatest killers on the planet. Some may call it natural death, but there is nothing natural about it. It is as natural as war. Both these diseases are mainly contributed by the negative impact we as

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

humans have on the planet, through pollution and our overuse of the planet's natural resources.

For the planet to survive we need to find better, more efficient ways to carry on our daily lives. We need to let the planet survive in order for the planet to allow us to thrive on it. After COVID- 19 emerged, some cities actually recorded lower death rates, as people quarantined themselves at home and fewer accidents and deaths due to traffic accidents and fewer deaths due to "natural" illnesses were recorded. This inevitably can be a great source for our learning, especially for the citizens of Bangladesh. The air pollution and the devastating impact of our carbon footprint are reversible. We too can lower our own rates of death due to illnesses and accidents with the help of using and adopting disruptive technology. Why would it be disruptive? Because it will change our habits of how we continue living our daily lives.

Big cities like Dhaka and Chittagong suffer from congestion and poor air quality. Anything that can be done to reduce this will go a long way in our quest to sustain a healthy environment and life. During the shutdown of learning institutions and workplaces we looked towards technology to help us carry on with our lives as much as we could. We looked towards the evolving technology to help us find solutions. We stopped commuting and started to use platforms like Zoom, Google, Microsoft and WebEx for work, meetings, education, social or family gatherings and what not. This resulted in something great. The pollution reduced, the air got cleaner and the water in the water bodies became fresher, greenery increased and the city started to breathe again. We have been able to reduce our carbon footprint and made a positive environmental impact. Green technology always has a positive disruptive impact on the environment so much so that internationally some large corporations and learning institutions have announced that there will be a new way of living and learning and working without the need for the daily environmentally damaging commute. Internationally renowned British bank Barclays PLC has announced that they will give up their prestigious and behemoth headquarters in London's Canary Wharf, as they will have most of their staff working remotely. The world-renowned Cambridge University has announced that for the next one year all classes will be conducted online. Facebook has announced that their staff will have the option to work from home. These are just to name a few, but there remain many institutions that are adopting technology to get their work done and are becoming the change- makers for the greater interest of the planet.

Traffic congestion and pollution in cities such as Dhaka have a detrimental impact on it's citizens. Congestion causes inefficiency in communication and commerce. Traffic accidents and deaths can be attributed to many illnesses such as cancer and heart disease. Commerce is not the only area being affected, but the lives of students—how they live, commute and study—are also changing. It is safe to say that many non- campus dwelling students spend anywhere from 2 to 4 hours to commute to attend a single lecture at university. These 2 to 4 hours of commute for a few hundred thousand students every single weekday are having a negative impact on their ability to commit time to study, causing undue stress and contributing to the carbon footprint and putting their health at risk.

The way forward

As mentioned previously, we have turned to technology to get us through the COVID- 19 pandemic using tools and applications available to us at hand. Institutions managed to string these tools and applications together to make them work for the time being.

As old habits die hard it would not be unreasonable to ask the whole of society to stay at home and work and study from home once this COVID- 19 is truly over. Then again it may never be over or we may even face future pandemics. Nonetheless we have a pandemic that has been with us for a very long time, which is here to stay unless we collectively start doing something about it. What would be more practical and reasonable to ask of the society, is to adapt to a hybrid model of working and studying from home and attending the workplace and learning institutions. This combination would undoubtedly go a long way in having a positive impact on the environment, traffic, health and more. Technology visionaries have been quick to respond to such future needs, instead of randomly stringing tools together. Experts have developed dedicated platforms to allow such practices of working and studying from home. Various learning management systems have been developed to allow teachers and students to experience a secure and practical method of teaching and learning system. These systems are continuously being developed to suit the needs of institutions—more features are being added as and when

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

needed, i.e. virtual proctoring for examinations, biometric facial recognition etc. It is the same for Work- from- Home Solutions—platforms are continuously being developed to allow seamless continuity of work.

Cyber security and data protection have always been issues of concern to netizens. They have played a major role in the development of these dedicated platforms that keep evolving with dynamic cyber security systems that may be incorporated with the platforms. The tools and applications mentioned above—offered by Google, Zoom, Microsoft, WebEx—have been known to collect data, which happens to be a large part of their business model. Therefore, now is the time to move away from these tools and applications and look towards the long term for dedicated independent platforms. Learning management systems and Work- from- Home Platforms would also have other social benefits aside from the positive environmental and health impacts. LMS and Work- from- Home Platforms will allow more females to join the workforce and higher learning. Women may have young children at home or have other challenges that prevent them from joining work or co- ed learning institutions or they may fear sexual or other forms of harassment. They can greatly be benefitted by such platforms and technology once again can be the enabler for making positive changes to our lives and the world.

Ehsan Haque is a senior banking professional based in Switzerland and is an investor and the Chairman of Mitisol Limited, a digital security company in Bangladesh.

September 25, 2020

করোনা-সম্পর্কিত তথ্য

- বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী করোনা পরীক্ষায় 'পজিটিভ' হওয়ার হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশি—আর্জেন্টিনায়।
- করোনা গবেষণায় মার্কিন চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার তৈরি দ্রুতগতির সুপারকম্পিউটারের নাম হবে—'কেমব্রিজ-১'।
- বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ১ জন করোনায় আক্রান্ত ধারণাটি যে সংস্থার—বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।
- করোনাভাইরাস শনাক্তে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করতে যাচ্ছে—ফিনল্যান্ড।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে যে তিনটি কাজ এড়িয়ে যেতে বলেছে, সেগুলোকে একত্রে বলে 'থ্রি সি'।(Close- contract sitting, Closed spaces, Crowded spaces)।
- অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রোজেনেকার উদ্যোগে তৈরি করোনা টিকার নাম—এজেড ১২২১।
- করোনাকালে দেশে ফেরত প্রবাসীদের জন্য সরকার ঋণ তহবিল গঠন করেছে—৭০০ কোটি টাকার। (৪% সরল সুদে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবাসী ২-৫ লাখ টাকা ঋণ পাবে।)
- করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় কুটির, ক্ষুদ্র ও ছোট, মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) জন্য সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের পরিমাণ—২০ হাজার কোটি টাকা।
- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত দেশে করোনায় আক্রান্তের হার সবচেয়ে কম যে জেলায়—নেত্রকোনা (প্রতি ১০ লাখে ২৭২ জন)
- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ দেশে করোনায় আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি যে জেলায়—ঢাকা (প্রতি ১০ লাখে ২২ হাজার ৪২৬ জন)।
- বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ১০ লাখ ছাড়িয়েছে—২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- দেশে করোনায় মৃত্যু ৫ হাজার ছাড়িয়েছে—২২ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রোগ্রাম কোভ্যাক্সেয় ১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—জাপান।
- প্রথমবারের মতো নাকে প্রয়োগের উপযোগী ভ্যাকসিনের ট্রায়াল শুরু হয়েছে—চীনে।
- ভারতের কাছে ১০০ মিলিয়ড ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন বিক্রি করবে—রাশিয়া।
- ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিত করতে যেকোনো বিদেশি পর্যটকদের ট্র্যাকিং যন্ত্র পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে—আবুধাবিতে।
- নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার পর যে দুই দেশ জাতিসংঘের গ্লোবাল ভ্যাকসিন জোট পরিকল্পনা কোভ্যাক্সে যোগদান করেছে—ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।
- ভারতে করোনা শনাক্তের জন্য আবিষ্কৃত নতুন টেস্ট কিটের নাম—ফেলুদা।
- চীনা কোম্পানি 'কয়োট প্রস্তুতকৃত করোনা শনাক্তকরণ কিট—'ফ্লাশ-২০' (পৃথিবীর দ্রুততম কিট বলে চীনের দাবি)।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন—২ অক্টোবর ২০২০।
- করোনায় আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি গালফের সম্মানসূচক টুর্নামেন্ট ইউএস ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন—গলফার স্কটি শেফলার।
- সম্প্রতি 'কোভিডমুক্ত পাসপোর্ট' প্রচলনের প্রস্তাব দিয়েছেন—যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।
- করোনা টিকার কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের বিশ্বব্যাপী পাঁচটি ল্যাবের একটি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে—আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আইএসএসবি প্রস্তুতি : করোনায় করণীয়

লে. কর্নেল মুহম্মদ নুরুল আমিন

করোনার মধ্যেই সারা পৃথিবী আবার ধীরে ধীরে সচল হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশেও তার ছোঁয়া লেগেছে। জনগণের সরকার জনস্বার্থে ধাপে ধাপে সবাইকে নিজ নিজ কর্মে অনুমোদন দিচ্ছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীও এর ব্যতিক্রম নয়। এরই ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে নিয়োগের জন্য আইএসএসবি তাদের কাজ শুরু করেছে। পরীক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, এ পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিজের যোগ্যতাকে তুলে ধরা যায়। আর সে বিষয়েই কিছু কথা।

লক্ষ্য থাকুক অটুট

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেকোনো কাজে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। একজন ভবিষ্যৎ সমরনায়ক, অর্থাৎ সেনা/নৌ/বিমানবাহিনীর গর্বিত নেতৃত্ব দিতে চাইলে, তা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে 'লক্ষ্য নির্ধারণ'। অর্থাৎ আপনি কী চান, তা আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে। এই চাওয়া এবং আপনার বর্তমান অবস্থার সমন্বয়ই আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। যেহেতু সব বাহিনীর প্রাথমিক ও লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, সেহেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে, আপনি কোনো না কোনো বাহিনীর জন্য আইএসএসবি প্রার্থী। যদি কেউ একাধিক বাহিনীর প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন, তাহলে এখনই সিদ্ধান্ত নিন, আপনি কোন বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক এবং সে অনুযায়ী আইএসএসবিতে অংশগ্রহণ করুন। ধরা যাক, আপনি সেনা ও নৌ—দুটি বাহিনীর প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখন আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি আদতেই কোন বাহিনীর জন্য নিজেকে অধিকতর যোগ্য মনে করছেন। তদনুযায়ী আইএসএসবির সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার পছন্দ জানিয়ে দিতে পারেন। নতুবা স্বাভাবিক নিয়মে আপনি যদি একটা বাহিনীর জন্য আইএসএসবি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তাহলে বর্তমান সেশনে, অর্থাৎ আগামী ছয় মাসের মধ্যে আর আইএসএসবিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তাই একাধিক বাহিনীর ক্ষেত্রে আপনার পছন্দ নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি।

রুটিন করে চলুন

করোনা পরিস্থিতি আইএসএসবি প্রস্তুতির প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে রেখেছে। তবে একটি সুপরিকল্পিত রুটিনই পারে জীবনের এসব জটিলতা দূর করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে। যেমন প্রতিদিন সকালে এক্সারসাইজ করা। করোনার কারণে বাইরে সমস্যা হলে নিজ গৃহেই তা করা যেতে পারে। ইউটিউবে 'ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ', '৫ মিনিটে সকালের ব্যায়াম'সহ অসংখ্য ভিডিও রয়েছে; যেখান থেকে এটা অনায়াসেই শিখে নিতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আইএসএসবিতে যেসব 'ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটি টেস্ট' বা পিএটি হয়, সে আইটেমগুলো মাথায় রাখতে হবে। এই পিএটির ডেমো ভিডিও দেখা যাবে issb- bd.org/detail/101/4/ এই লিংকে। উল্লেখিত ভিডিওটির বাইরে নতুন প্রচলিত ১ কিলোমিটার দৌড় ও ১০টি পুশআপ দেওয়ার ক্ষেত্রেও শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এরপর ভর্তি পরীক্ষার পড়াশোনার পর দুপুরে আইকিউ, সাইকোলজি অথবা পার্সোনালিটি টেস্টের বিভিন্ন বিষয় চর্চা করা যেতে পারে। আর রাতে ঘুমানোর আগে ডিপি ভাইভা নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন ভালো ফল নিয়ে আসবে। যেমন কেন আমি অমুক বাহিনীতে যোগ দিতে চাই, নিজের সক্ষমতা/সফলতা, দুর্বলতা/ব্যর্থতা/অপ্রাপ্তি, ভালো লাগার মানুষ/বিষয় ও তার কারণ, অপছন্দের বিষয়/ঘটনা, অর্জন/প্রাপ্তি, বন্ধু/বান্ধবী, অবসর, স্কুল/কলেজ/পারিবারিক জীবনের বিশেষ ঘটনা। এ ধরনের বিষয়াদি, যা আপনার জীবনে কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। একটি নোটবুক ব্যবহার করে পয়েন্ট আকারে বিষয়গুলো লিখে রাখলে পরবর্তী সময়ে সুবিধা হবে। কারণ, অনেক সময় প্রাথমিকভাবে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কোনো একটা বিষয় এক রকম মনে হলেও পরবর্তী সময়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কারণে একই বিষয়ে ভিন্নতা আসাটাই স্বাভাবিক, যা আপনাকে করবে আরও আত্মবিশ্বাসী ও পরিশীলিত। একই সঙ্গে নিজ আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আইএসএসবিতে যাওয়ার আগে অনলাইনে যে ফরম পূরণ করা হয়, সেটির তথ্যগুলোই বারবার আমলে নিতে হবে। নইলে নিজের চিরচেনা গণ্ডিকেই পরীক্ষাকালে অপরিচিত মনে হতে পারে, যা আপনাকে শুধু অপ্রস্তুতই করবে না, আপনার যোগ্যতাকেও করবে প্রশ্নবিদ্ধ। তা ছাড়া দিনের যেকোনো অবসরে পত্রিকা পড়ে, খবর দেখে সমসাময়িক বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন আপনাকে করবে আত্মবিশ্বাসী।

করোনায় বিশেষভাবে করণীয়

ক.

করোনার লক্ষণ তথা জ্বর, কাশিসহ অন্য যেকোনো জটিল রোগের উপসর্গ নিয়ে আইএসএসবিতে যোগ না দেওয়াই উচিত। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরীক্ষার তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।

খ.

প্রার্থীর সঙ্গে একজন অভিভাবক সেনানিবাসের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। আইকিউ ও পিপিডিটি পরীক্ষার পর, অর্থাৎ প্রথম দিন বিকেল থেকে চতুর্থ দিন সকাল পর্যন্ত অভিভাবকদের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।

গ.

গ্লাভস, ফেস মাস্ক ব্যতীত প্রার্থী কিংবা অভিভাবক সেনানিবাসে প্রবেশ করতে পারবেন না।

ঘ.

একজন প্রার্থী প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আইএসএসবিতে অবস্থিত ক্যানটিনেও পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস সুলভে পাওয়া যাবে।

ঙ.

আইএসএসবিতে যেহেতু দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রার্থীরা এসে থাকেন, তাই সবার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে গণপরিবহন পরিহার করা যেতে পারে। অপরিহার্য ক্ষেত্রে যাত্রাকালে নিজ স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন বাস/ট্রেন/লঞ্চে নির্দিষ্ট দূরত্বে আসন গ্রহণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস পরিধান এবং যাত্রা শেষে গোসল করা কিংবা অন্তত হাত-মুখ ধৌত করা।

চ.

আইএসএসবিতে অবস্থানকালে প্রার্থী ও পরীক্ষকের করোনাসংক্রান্ত স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সব কার্যক্রম সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। তাই প্রার্থীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত নিয়মাবলি পালন করা সমীচীন হবে, যার বিস্তারিত https:/www.who.int এ দেওয়া রয়েছে।

যোগাযোগ

যেকোনো প্রয়োজনীয় প্রার্থী কিংবা অভিভাবকেরা যোগাযোগ করতে পারেন এ নম্বরে ৮৮০-৮৭৫৪২৬৬ অথবা ৮৮০-২-৮৮৭১২৩৪ বর্ধিত ৪২৬৬ (যেকোনো কর্মদিবসে সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত) মেডিকেল-বিষয়ক কোনো প্রশ্ন থাকলে ০১৭৬৯০১৮৩১৫ নম্বরে কথা বলা যেতে পারে। তা ছাড়া ই-মেইলের মাধ্যমেও যোগাযোগ করা যেতে পারে, issb- bd.org mail—এই ঠিকানায়। সচরাচর যেসব প্রশ্ন মনে আসে, তার উত্তর আইএসএসবির ওয়েবসাইট : https://www.issb- bd.org ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন, অর্থাৎ FAQ-তে পাবেন। আইএসএসবির অফিশিয়াল ভিডিও এ একমাত্র অথেন্টিকেটেড ভিডিও দেখা যাবে youtube Gi https://youtu.be/8UmegoEik এই লিংকে, অথবা Issb Bangladesh লিখে ইউটিউবে অনুসন্ধান করলেও ২৮ মিনিট ৪ সেকেন্ডের এই ভিডিও দেখা যাবে।

শেষ ও দরকারি কথা

আইএসএসবি একটি ভিন্নমাত্রার পরীক্ষা। কলআপ লেটার পাওয়ার পর নিজেকে প্রস্তুত করার যথেষ্ট সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। আর সে জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে সর্বদা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই উদ্বিগ্ন না থেকে বরং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। এতে করোনার কারণে চলাচলে সীমাবদ্ধতার আড়মোড়া ভেঙে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল হবে। আর মনও থাকবে ফুরফুরে। মনে রাখতে হবে, জং ধরা দার চেয়ে ধারালো দা দিয়ে কাটে ভালো। একমাত্র পুনঃপুন অনুশীলনই পারে শরীর ও মনকে ধারালো করে আইএসএসবির মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে।

লেখক : ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, ঢাকা সেনানিবাস

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বিসিএস প্রস্তুতি

বাংলা : সাহিত্য

তারিক মনজুর
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এর আগে মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার মধ্যযুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশি রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য। এই অর্থে বলা যায়, মধ্যযুগ হলো মঙ্গলকাব্যের যুগ। ১৮০০ সাল পর্যন্ত কোনো গল্প বা উপন্যাস ছিল না, সবই ছিল কবিতা। কিন্তু বলা হয়ে থাকে, মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই উপন্যাসের সব লক্ষণ রয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু

মঙ্গলকাব্য হলো দেবদেবীর কাহিনি। যেমন 'মনসামঙ্গল' আছে মনসাদেবীর কাহিনি; 'ধর্মমঙ্গল' আছে ধর্মঠাকুরের কাহিনি। তবে কোনো কোনো 'মঙ্গলকাব্যে' পূজা প্রচলনের কাহিনিও রয়েছে। যেমন 'মনসামঙ্গল' আছে কেমন করে মনসাপূজা চালু হলো, 'চণ্ডীমঙ্গল' আছে কেমন করে চণ্ডীপূজা চালু হলো। মঙ্গলকাব্যগুলো হিন্দু কবিদের দ্বারা রচিত হয়েছে। একই দেবীকে নিয়ে অনেক কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের নামকরণ

মঙ্গলকাব্যের নাম কেন 'মঙ্গলকাব্য' হলো, এর কিছু সম্ভাব্য কারণ অনুমান করা হয়। 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ কল্যাণ। মঙ্গলকাব্য দেবদেবীর কাহিনি। অতএব এগুলো পড়লে বা শুনলে মঙ্গল হবে। এ কারণে মঙ্গলকাব্যের নাম এ রকম হয়েছে। আবার আরেকটি কারণ হচ্ছে, মঙ্গলকাব্য পড়া শুরু হতো মঙ্গলবারে এবং পড়া শেষ হতো আরেক মঙ্গলবার। এ কারণে এর নাম মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যের গঠন

একটি মঙ্গলকাব্যের পাঁচটি অংশ—

১. **বন্দনা :** শুরুতে থাকে বন্দনা। কবি এই অংশে ঈশ্বর বা দেবদেবীর বন্দনা করেন।

২. **কাব্য রচনার কারণ :** এখানে কবি লেখেন, কেন তিনি এই কাব্য রচনা করছেন। এই অংশে কবি নিজের পরিচয়ও দেন।

৩. **দেবখণ্ড :** দেবখণ্ড হলো স্বর্গের দেবদেবীর কাহিনি।

৪. **মর্ত্যখণ্ড বা নরখণ্ড :** এটি হলো মঙ্গলকাব্যের মূল অংশ এবং সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। এখানে মর্ত্য বা পৃথিবীর কাহিনি বর্ণিত হয়।

৫. **শ্রুতিফল :** সব শেষে থাকে শ্রুতিফল। মঙ্গলকাব্য শুনলে কী ফল হবে, তা এখানে লেখা থাকে।

মঙ্গলকাব্যের শাখা

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা দুটি : পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ও লৌকিক মঙ্গলকাব্য। পৌরাণিক শাখার মধ্যে রয়েছে—গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি। লৌকিক মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত—শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য

১. মঙ্গলকাব্যগুলো উপন্যাসের মতো কাহিনিধর্মী।

২. মঙ্গলকাব্য পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

৩. দেবদেবীর কাহিনি হলেও মঙ্গলকাব্যে মানুষের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

৪. মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মূলত চারটির পরিচয় জানতে হয় : 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল'। নিচে এগুলোর পরিচয় দেওয়া হলো।

'মনসামঙ্গল'

'মনসামঙ্গল' হলো মনসা দেবীর কাহিনি। 'মনসামঙ্গল' আছে, কেমন করে মনসাপূজা চালু হলো।

'মনসামঙ্গল'র কবি

মনসা দেবীকে নিয়ে শতাধিক কবি লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম লিখেছেন কানা হরিদত্ত। তাঁকে 'মনসামঙ্গল'র আদি কবি বলা হয়। তবে 'মনসামঙ্গল'র সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি বিজয় গুপ্ত। বিজয়গুপ্তের বাড়ি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বরিশালে। এ ছাড়া নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবি মনসা দেবীকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

'মনসামঙ্গল'র চরিত্র ও কাহিনি

'মনসামঙ্গল'র প্রধান চরিত্র মনসা দেবী। মনসা হলো সাপের দেবী। তার আরেক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। কারণ, মনসার জন্ম হয়েছে পদ্মপাতার ওপর। মনসার বাবা শিব। মনসার কোনো মা নেই। মনসাকে বড় করেছে শিবের স্ত্রী পার্বতী। সৎমায়ের কাছে অনাদর, অবহেলা পেতে পেতে মনসার মন-মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। বড় হওয়ার পর মনসা তার পূজা চালু করার জন্য চাঁদ সদাগরকে বলে। চাঁদ সদাগর হলেন চম্পক নগরের বণিক। তিনি মানুষ হয়ে মনসার কাছে মাথা নত করবেন না বলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে মনসা ডুবিয়ে দেয় সদাগরের জাহাজ। তারপর চাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়। মনসা তাকে পূজা দিতে বলে। তা না হলে পুত্রকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। সদাগর আবার আপত্তি করেন পূজা দিতে। এভাবে চাঁদের একটি একটি করে ছয়টি পুত্রসন্তান হয়। কিন্তু পূজা না দেওয়ার কারণে প্রত্যেক সন্তানকেই মনসা মেরে ফেলে। সব শেষে জন্ম নেয় সপ্তম পুত্র লখিন্দর। এবারও মনসা বলে, তাকে পূজা না দিলে লখিন্দরকে বাসরঘরে মেরে ফেলবে। চাঁদ সদাগর তাই বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে ঠিক করার পর লোহা দিয়ে ঘর বানান। কিন্তু সেই ঘরে সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র রয়ে যায়। ওই ছিদ্রপথে একটি সাপ ঢুকে লখিন্দরকে মেরে ফেলে। পরের দিন বেহুলা ভেলায় করে মৃত স্বামীকে নিয়ে রওনা দেয়। বিভিন্ন বিপদ-আপদ পেরিয়ে বেহুলা পৌঁছায় স্বর্গে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের কাছে সে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চায়। এর বিনিময়ে ইন্দ্রের রাজসভায় বেহুলাকে নাচতে হয়। এরপর স্বামী ও তার ছয় ভাইকে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে বেহুলা। সবশেষে দেখা যায়, বেহুলার কথায় চাঁদ সদাগর রাজি হন মনসাকে পূজা দিতে। এভাবে মনসাপূজা চালু হয়।

চণ্ডীমঙ্গল

'চণ্ডীমঙ্গল' হলো চণ্ডী দেবীর কাহিনি। কেমন করে চণ্ডীপূজা চালু হলো, তা 'চণ্ডীমঙ্গল' আছে।

'চণ্ডীমঙ্গল'র কবি

চণ্ডী দেবীকে নিয়েও অনেক কবি কাব্য রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম লেখেন মানিক দত্ত। তাঁকে 'চণ্ডীমঙ্গল'র আদি কবি বলা হয়। তবে 'চণ্ডীমঙ্গল'র শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরামকে জমিদার রঘুনাথ রায় 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন। এ ছাড়া দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেনও 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেন।

'চণ্ডীমঙ্গল'র চরিত্র ও কাহিনি

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত: আখেটিক খণ্ডে ও বণিক খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে বণিক ধনপতির কাহিনি। কালকেতুর কাহিনি এ রকম : চণ্ডী অরণ্যের দেবী। তিনি তাঁর পূজা চালু করার জন্য শিকারি কালকেতুকে নির্ধারণ করেন। একদিন কালকেতু জঙ্গলে গিয়ে কোনো শিকার পাচ্ছিল না। দেবী জঙ্গলের সব প্রাণীকে মায়াবলে অদৃশ্য করে রেখেছিলেন আর নিজে একটি স্বর্ণগোধিকার বেশে অবস্থান করছিলেন। কালকেতু ওই স্বর্ণগোধিকাকে বাড়িতে নিয়ে এসে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা তখন ঘরে ছিল না। ঘরে ফিরে দেখে, একটি ষোড়শী কন্যা বসে আছে। ফুল্লরা মনে করে, তার স্বামী একে নিয়ে এসেছে। ফলে কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ লাল হয়ে যায়। এরপর কালকেতু ঘরে ফিরে অবাক হয়ে যায়। কারণ, জঙ্গল থেকে সে নিয়ে এসেছিল একটি সোনালি রঙের গুইসাপ; এই নারী কোত্থেকে এল? এরপর নারীটি তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন। তিনি বলেন, তিনি হলেন চণ্ডী দেবী। গুইসাপের বেশে কালকেতুর গৃহে এসেছেন। তিনি চান, কালকেতু জঙ্গল কেটে নতুন নগর বানাক এবং সেই নগরে কালকেতু তাঁর পূজা-চালু করুক। এ জন্য চণ্ডী দেবী কালকেতুকে এক ঘড়া মোহর এবং একটি মূল্যবান আংটি প্রদান করেন। সেই আংটি নিয়ে কালকেতু বিক্রি করতে যায় মুরারি শীলের কাছে। মুরারি শীল বুঝতে পারে, এটি একটি দামি আংটি। কিন্তু চতুর মুরারি অল্প টাকায় আংটি কিনে নেয়। এরপর কালকেতু অরণ্য কেটে গুজরাট নগর পত্তন করে। সেই নগরে বাস করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতের, নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ আসে। আর আসে ভাঁড়ু দত্ত, যার ভূমিকা ছিল দুমুখো সাপের মতো। সে এসেছিল কালকেতুর নগরে মন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে। কিন্তু কালকেতু তার চরিত্র সম্পর্কে বুঝতে পেরে তাকে বিদায় করে দেয়। পরে ভাঁড়ু দত্ত রাজার কাছে গিয়ে কালকেতুর বদনাম করে। ফলে কালকেতুর বিরুদ্ধে রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কালকেতু বন্দী হয়। পরে দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহে কালকেতু মুক্তি লাভ করে। এরপর কালকেতু তাঁর প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে চণ্ডীর পূজা চালু করে।

অনুশীলন

১। 'মনসামঙ্গল'র সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কে?
(ক) কানা হরিদত্ত (খ) বিজয়-গুপ্ত
(গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) ক্ষেমানন্দ

২। কবি বিজয় গুপ্ত কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) মুন্সিগঞ্জ (খ) বরিশাল
(গ) ফরিদপুর (ঘ) চট্টগ্রাম

৩। 'মনসাবিজয়' কাব্যের রচয়িতা—
(ক) বিপ্রদাস পিপিলাই (খ) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
(গ) বিজয় গুপ্ত (ঘ) নারায়ণ দেব

৪। 'চণ্ডীমঙ্গল'র আদি কবি কে?
(ক) কানাহরি দত্ত (খ) মানিক দত্ত
(গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ঘ) দ্বিজ মাধব

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৫। 'বাইশা' কী?
(ক) মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশটি পুঁথি
(খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বাইশটি পুঁথি
(গ) মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশজন কবি
(ঘ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বাইশজন কবি

৬। দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম কোথায়?
(ক) ময়মনসিংহে (খ) নদীয়ায়
(গ) বরিশালে (ঘ) সিলেটে

৭। কবি ক্ষেমানন্দ নিজের নামের সঙ্গে 'কেতকাদাস' যুক্ত করেছেন, কে এই কেতকা?
(ক) মনসা (খ) পার্বতী
(গ) চণ্ডী (ঘ) শীতলা

৮। কোন মঙ্গলকাব্য আদি মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত?
(ক) মনসামঙ্গল (খ) চণ্ডীমঙ্গল
(গ) অন্নদামঙ্গল (ঘ) ধর্মমঙ্গল

৯। সুকুমার সেনের মতে কতজন কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছেন?
(ক) ১৩ জন খ) ১৯ জন
(গ) ২২ জন (ঘ) ২৪ জন

১০। দীনেশচন্দ্র সেন কতজন মনসা কবির কথা উল্লেখ করেছেন?
(ক) পঁয়ত্রিশ (খ) চল্লিশ
(গ) পঞ্চান্ন (ঘ) বাষট্টি

১১। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যে কোন দেবীর মাহাত্ম্য গাওয়া হয়েছে?
(ক) মনসা দেবীর (খ) অন্নদা দেবীর
(গ) চণ্ডী দেবীর (ঘ) সারদা দেবীর

১২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি কয় খণ্ডে বিভক্ত?
(ক) দুই খণ্ডে (খ) তিন খণ্ডে
(গ) চার খণ্ডে (ঘ) অখণ্ড কাব্য

১৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন?
(ক) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (খ) চন্দ্র সুধর্মা
(গ) জমিদার রঘুনাথ রায় (ঘ) মাগন ঠাকুর

১৪। কোনটি পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য?
(ক) অন্নদামঙ্গল (খ) গৌরীমঙ্গল
(গ) দুর্গামঙ্গল (ঘ) তিনটিই

১৫। কোনটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য?
(ক) মনসামঙ্গল (খ) চণ্ডীমঙ্গল
(গ) সারদা মঙ্গল (ঘ) সব কটিই

১৬। মঙ্গলকাব্যে প্রধানত কোন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) পয়ার ছন্দ (খ) স্বরবৃত্ত ছন্দ
(গ) মুক্তক ছন্দ (ঘ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

১৭। বেহুলা কার রাজসভায় নেচেছিল?
(ক) ব্রহ্মা (খ) বিষ্ণু
(গ) শিব (ঘ) ইন্দ্র

১৮। মনসামঙ্গলের কাহিনি নেওয়া হয়েছে—
(ক) রামায়ণ থেকে (খ) মহাভারত থেকে
(গ) গ্রিক পুরাণ থেকে (ঘ) লোকপুরাণ থেকে

১৯। মঙ্গলকাব্যের শুরুতে কী থাকে?
(ক) ভণিতা (খ) বন্দনা
(গ) শ্রুতিফল (ঘ) দেবখণ্ড

২০। চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান চরিত্র কোনটি?
(ক) কালকেতু (খ) ফুল্লরা
(গ) ঈশ্বরী পাটনী (ঘ) মুরারি শীল

২১। কালকেতুর কাহিনি আছে কোন মঙ্গলকাব্যে?
(ক) মনসামঙ্গল (খ) চণ্ডীমঙ্গল
(গ) অন্নদামঙ্গল (ঘ) ধর্মমঙ্গল

২২। মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিবাদী পুরুষ চরিত্র—
(ক) কালকেতু (খ) মুরারি শীল
(গ) চাঁদ সদাগর (ঘ) লখিন্দর

২৩। চণ্ডী দেবী কিসের বেশে কালকেতুর গৃহে আগমন করেন?
(ক) বাঘ (খ) সিংহ
(গ) কুমির (ঘ) গুইসাপ

২৪। মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য কী?
(ক) ধর্মপ্রচার (খ) মানববন্দনা
(গ) দেবদেবীর গুণগান (ঘ) লোককাহিনি প্রচার

২৫। কবি বিজয় গুপ্ত রচিত গ্রন্থের নাম কী?
(ক) শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ) মনসামঙ্গল
(গ) পদ্মাপুরাণ (ঘ) মনসাবিজয়

২৬। ফুলছড়ার স্বর্গীয় নাম কী?
(ক) ছায়া (খ) পরমা
(গ) রম্ভা (ঘ) মেনকা

২৭। সনকা কে?
(ক) চাঁদ সদাগরের মা (খ) চাঁদ সদাগরের স্ত্রী
(গ) কালকেতুর মা (ঘ) কালকেতুর স্ত্রী

২৮। ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর কোন নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) চাঁদ (খ) লখিন্দর
(গ) ধর্মকেতু (ঘ) কালকেতু

২৯। কালকেতু পেশায় কী ছিল?
(ক) বণিক (খ) সন্ন্যাসী
(গ) শিকারি (ঘ) জেলে

৩০। মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রগুলো কার সৃষ্টি?
(ক) কানা হরিদত্ত (খ) বিজয় গুপ্ত
(গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ঘ) মানিক দত্ত

উত্তর :

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. ক ৭. ক ৮. ক ৯. খ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ক ১৩. গ ১৪. ঘ ১৫. ঘ ১৬. ক ১৭. ঘ ১৮. ঘ ১৯. খ ২০. ক ২১. খ ২২. গ ২৩. ঘ ২৪. গ ২৫. গ ২৬. ক ২৭. খ ২৮. ঘ ২৯. গ ৩০. গ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Voice change

পার্থ বিশ্বাস, বিসিএস শিক্ষা (ইংরেজি)

ইংরেজি গ্রামারের ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে আজ থাকবে Voice change। যেকোনো চাকরির পরীক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক। ইংরেজিতে voice দুই প্রকার। Active voice ও passive voice.

Active voice: Verb—এর কাজ subject করলে তাকে active voice বলে। যেমন—

I know him.

Nishad finished his duties.

Passive voice: Verb—এর কাজ subject না করলে passive voice হয়। যেমন—

English is spoken all over the world.

Teachers are respected everywhere.

Active থেকে passive করার নিয়ম :

a. Active voice—এর objectটি passive voice—এর subject হবে।

b. Tense অনুযায়ী auxiliary verb বসে এবং মূল verb—এর past participle হয়।

Passive voice—এর be verb সর্বদা active voice-এর মূল verb অনুসারে বসবে। যেমন—

- Active voice—এর মূল verbটি present indefinite tense হলে be verbটি am/is/are হবে।
- Active voice—এর মূল verbটি past indefinite হলে be verbটি was/were হবে।
- Active voice—এর মূল verb—এর সঙ্গে ing যুক্ত থাকলে be verbটি being হবে।
- Active voice—এর মূল verbটি past participle হলে be verbটি been হবে।

c. Active voice—এর subjectটি passive voice—এর object হয় এবং তার আগে by বসে।

Assertive Sentence:

Assertive sentence—এ active voice থেকে passive করার ২টি নিয়ম আছে।

a. subject + be verb + Vpp

b. subject + modal verb + be + Vpp

Example:

Active : We could hardly see anything in the fog.

Passive : Anything could hardly be seen in the fog (by us).

Active : I do my home work regularly.

Passive : My home work is done regularly.

Active : They finished their duties properly.

Passive : Their duties were properly finished.

Active : He has lost his pen.

Passive : His pen has been lost.

Active : All love him.

Passive : He is loved by all.

Active : The Crow eats all.

Passive : All is eaten by the Crow.

Note : all দ্বারা যদি everybody (person) বোঝায়, তাহলে সেটা plural.

আবার, all দ্বারা যদি everything (object) বোঝায়, তাহলে সেটা singular.

Active : The brave deserve the fair.

Passive : The fair is deserved by the brave.

Active : He did all the necessary things for me.

Passive : All the necessary things were done for me by him.

Active : He came by the news yesterday.

Passive : The news was come by him yesterday.

ব্যতিক্রম-১ : **Embody, contain, interest, involve—এসব verb—**এর পর passive voice-এ in বসে, by বসে না।

Active : My teacher embodies all the good qualities.

Passive : All the good qualities are embodied in my teacher.

ব্যতিক্রম-২ : **cover, seize, fill, light, decorate, furnish, satisfy**—এসব verb-এর পর passive voice-এ with বসে, by বসে না।

Active : Panic seized the girl.

Passive : The girl was seized with panic.

Active : His performance satisfied the audience.

Passive : The audience was satisfied with his performance.

Active : Electricity lit all the villages.

Passive : All the villages were lit with electricity.

ব্যতিক্রম-৩ : **know, require, marry, engage—এসব verb—**এর পর passive-এ to বসে।

Active : He knows me well.

Passive : He is known to me.

Active : Himel married Himee.

Passive : Himee was married to Himel.

ব্যতিক্রম-৪ : Please, displease, annoy, vex—এসব verb—এর পর passive—এ ব্যক্তি থাকলে with বসে এবং বস্তু বা বিষয় থাকলে at বসে।

Active : He annoyed me.

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Passive : I was annoyed by him.
Active : His conduct annoyed me.
Passive : I was annoyed at his conduct.
Active : His foolishness vexed me.
Passive : I was vexed with his foolishness.

Modal verb-এর ক্ষেত্রে passive করার নিয়ম :
shall, should, can, could, will, would, may, might, must, am to, is to, are to, was to, were to, (be) going to, have to, has to, had to, used to, ought to, had better, would rather + be + Vpp হবে।
Active : I am going to open a shop.
Passive : A shop is going to be opened (by me).
Active : They used to invite us to the party.
Passive : We used to be invited to the party (by them).
Active : Our government has to take stern steps.
Passive : Stern steps have to be taken by our government.
Active : Even a mouse can help a lion.
Passive : A lion can be helped even by a mouse.

Imperative Sentence—এর Voice Change:
Passive structure: Let + object + be + Vpp
Active : Open the window.
Passive : Let the window be opened.
Active : Post the letter immediately.
Passive : Let the letter be immediately posted.
Active : Tell him to do it.
Passive : Let him be told to do it.
Active : Stop smoking.
Passive : Let smoking be stopped.
or, You are requested to stop smoking.
Active : Always speak the truth.
Passive : Let the truth be always spoken.
Active : Set a thief to catch a thief.
Passive : Let a thief be set to catch a thief.

Do not যুক্ত active voice- কে passive করার নিয়ম :
Structure: Let not + object + be + Vpp
Active : Do not make a noise.
Passive : Let not a noise be made.
Active : Do not cry down your enemies.
Passive : Let not your enemies be cried down.
Active : Never tell a lie.
Passive : Let a lie be never told.

Interrogative Sentence-এর voice change :
Rule- 1 : Who দ্বারা sentence শুরু হলে passive করার সময় by whom দিয়ে শুরু হয়।
গঠন : By whom + Auxiliary verb + subject + Vpp + object?
Active : Who will do the work?
Passive : By whom will the work be done?
Active : Who told you this?
Passive : By whom were you told this?

Rule- 2 : Whom দ্বারা বাক্য শুরু হলে Passive-এর গঠন হবে : Who + be verb + Vpp + obj?
Active : Whom do you want?
Passive : Who is wanted by you?
Active : Whom does he love?
Passive : Who is loved by him?

Rule- 3 : What দ্বারা বাক্য শুরু হলে passive-এর গঠন হবে : What + be verb + Vpp + object?
Active : What does he want?
Passive : What is wanted by him?
Active : What did they pay you?
Passive : What were you paid by them?

Quasi- passive voice:
Active : Honey tastes sweet.
Passive : Honey is tasted sweet.
or, Honey is sweet when it is tasted.
Active : The stone feels rough.
Passive : The stone is felt rough.
or, The stone is rough when it is felt.

Quasi- passive voice without complement :
Active : The house is building.
Passive : The house is being built.
Active : The Cows are milking.
Passive : The Cows are being milked.
Active : The book is printing.
Passive : The book is being printed.

Reflexive Sentence
Active : He fanned himself.
Passive : He was fanned by himself.
Active : He killed himself.
Passive : He was killed by himself.
Active : She hurt herself.
Passive : She was hurt by herself.

Complex Sentence:
Active : I know that he did the work.
Passive : It is known to me that the work was done by him.
Active : We know that Columbus discovered America.
Passive : It is known to us that America was discovered by Columbus.

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Exercise

1. 'Fortune favors the brave.' Here the passive form is—
a. The brave was favored by fortune.
b. The brave were favored by fortune.
c. The brave are favored by fortune.
d. The brave is favored by fortune.

2. 'He is writing a letter.' Correct passive is—
a. A letter is written by him.
b. A letter was written by him.
c. A letter was being written by him.
d. A letter is being written by him.

3. The correct passive form of the following is—
a. A new cabinet has been sworn in Dhaka.
b. A new cabinet has been sworn at Dhaka.
c. A new cabinet has been sworn of Dhaka.
d. A new cabinet have been sworn on Dhaka

4. 'Do it.'—Make it passive.
a. It is to be done.
b. It should be done.
c. Let it be done.
d. Let it is to done.

5. 'He lost his bike.' The correct passive form of the following is—
a. His bike had been lost.
b. His bike has been lost.
c. His bike did lost.
d. His bike was lost.

6. 'Stop writing.'—Make it passive.
a. It is stopped writing.
b. Let stop writing.
c. It should be stop writing.
d. You are requested to stop writing.

7. 'Do not play cricket at noon.'—Make it passive.
a. Let not cricket be played at noon.
b. Do not cricket be played at noon.
c. Let not cricket played at noon.
d. It is not cricket be played at noon.

8. The correct passive form is—
a. I was annoyed at him.
b. I was annoyed by him.
c. I was annoyed with him.
d. I was annoyed on him.

9. Which one is correct of the following?
a. Sani is married with Sahel.
b. Sani is married to Sahel.
c. Sani is married of Sahel.
d. Sani is married on Sahel.

10. Mark the correct passive form of th following.
a. The room is filled in light.
b. The room is filled with light.
c. The room is filled into light.
d. The room is filled by light.

11. 'He helped me solve the problem.'—Make it passive.
a. I was helped to solve the problem.
b. I was helped solve the problem.
c. I was helped solving the problem.
d. I was helped to be solved the problem.

12. 'The Crow eats all.'—Make it passive.
a. All are eaten by the Crow.
b. All is eaten by the Crow.
c. All are being eaten by the Crow.
d. All is being eaten by the Crow.

13. 'Time eats up everything.'—Make i passive.
a. Everything is eaten up by time.
b. Everything is being eaten up by time.
c. Everything are eaten up by time.
d. Everything is to eaten up by time.

14. 'God creates the universe.'—Make i passive.
a. The universe is created by God.
b. The universe is being created by God.
c. The universe are created by God.
d. The universe is to be created by God.

15. 'He is going to start a business.'—Mak it passive.
a. A business is going to be started by him.
b. A business is going to start by him.
c. A business is being going to be started by him.
d. A business is to going to be started by him

Answer:

1. c 2. d 3. a 4. c 5. d 6. d 7. a 8. c
9. b 10. b 11. a 12. b 13. a 14. a 15. a

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গণিত ও মানসিক দক্ষতা

এবিএম রেজাউল করীম
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

সমান্তর গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা :

অনুক্রম : কতকগুলো রাশিকে একটি বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে, প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের পদ ও পরের পদের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা জানা যায়। এভাবে সাজানো রাশিগুলোর সেটকে অনুক্রম বলে। অনুক্রমে পদের সংখ্যা অসীম হবে। অনুক্রমকে ফাংশন আকারে লেখা যায়।

উদাহরণ : নিচে অনুক্রমের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

১। 1, 2, 3, ..., n..........

২। 1, 3, 5 ....(2n-1),.............

৩। $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ .... $\frac{n}{n+1}$ ....

ব্যাখ্যা :

১। এই অনুক্রমের প্রথম পদ 1, পদের বৃদ্ধি 1, পদের সংখ্যা অসীম।

২। এই অনুক্রমের প্রথম পদ 1, পদের বৃদ্ধি 2, পদের সংখ্যা অসীম। এই অনুক্রমটি বিজোড় সংখ্যার অনুক্রম।

৩। এই অনুক্রমের প্রথম পদ $\frac{1}{2}$, পদে লবে 1এবং হরে 1 করে বৃদ্ধি পেয়েছে। পদের সংখ্যা অসীম।

ধারা : কোনো অনুক্রমের পদগুলো পরপর + (যোগ) চিহ্ন দ্বারা যুক্ত করলে একটি ধারা পাওয়া যায়। যেকোনো ধারার পরপর দুইটি পদের মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ধারাটির বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুইটি ধারা হলো (ক) সমান্তর ধারা ও (খ) গুণোত্তর ধারা।

সমান্তর ধারা : কোনো ধারার যেকোনো পদ ও তার পূর্ববর্তী পদের পার্থক্য সব সময় সমান হলে, সেই ধারাটিকে সমান্তর ধারা বলে।

যেমন : 1+4+7+10+ 13 একটি সমান্তর ধারা। এখানে যেকোনো পদের সাথে পূর্ববর্তী পদের পার্থক্য 3।

সমান্তর ধারার সাধারণ পদ নির্ণয় :

মনে করি, সমান্তর ধারার প্রথম পদ = a এবং সাধারণ অন্তর = d, তাহলে ধারাটির

প্রথম পদ = a = a+ (1-1)d

দ্বিতীয় পদ = a+d = a+ (2-1) d

তৃতীয় পদ = a+2d = a+ (3-1) d

∴ n তম পদ = a + (n-1) d.

উদাহরণ : 5+8+11+14 +....ধারাটির কোন পদ 305 ?

সমাধান : ধারাটির প্রথম পদ a = 5

সাধারণ অন্তর d = 8-5 = 11-8 = 14-11 = 3

ধারাটি একটি সমান্তর ধারা।

ধরি, ধারাটির n তম পদ = 305

আমরা জানি, n তম পদ = a+ (n-1) d

∴ a + (n-1) d = 305

বা, 5 + (n-1) 3 = 305

বা, 5 + 3n-3 = 305

বা, 3n = 305-5+3

বা, 3n = 303

$\therefore n = \frac{303}{3} = 101$

∴ প্রদত্ত ধারার 101তম পদ = 305.

সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি :

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$$

$$\text{বা } S_n = \frac{(a+p)}{2} \times n$$

এখানে, a = প্রথম পদ, d = সাধারণ অন্তর, n = পদসংখ্যা, p = শেষ পদ

সমান্তর ধারার পদসংখ্যা :

$$n = \frac{p-a}{d} + 1$$

এখানে, p = শেষ পদ, a = প্রথম পদ, d = পদের অন্তর।

উদাহরণ-১ : 7+12+17+ .... ধারাটির 30টি পদের সমষ্টি কত?

সমাধান : ধারাটির, প্রথম পদ a = 7, সাধারণ অন্তর d = 5, পদের সংখ্যা n = 30.

∴ 30টি পদের সমষ্টি $S_{30} = \frac{30}{2}\{2.7 + (30-1)5\}$

= 15 {14 +29×5}

= 15 {14+145}

= 15×159

= 2385

উদাহরণ -২ : একটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার ধারার প্রথম পদ শেষ পদ অপেক্ষা 8 কম. ধারার পদের সংখ্যা কত?

সমাধান : ধারাটির প্রথম পদ x হলে, শেষ পদ = x+8, ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার ধারার সাধারণ অন্তর-২

$$\therefore \text{পদসংখ্যা} = \frac{\text{শেষ পদ-প্রথ ম পদ}}{\text{সাধারণ পদ}} + 1$$

$$= \frac{x+8-x}{2}$$

= 4+1

= 5.

সূত্রাবলি : (i) $1+2+3+..........+n = \frac{n(n+1)}{2}$

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

(ii) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(iii) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots\ldots + n^3 = \left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

গুণোত্তর ধারা : কোনো ধারার যেকোনো পদ ও এর পূর্ববর্তী পদের অনুপাত সব সময় সমান হলে, সে ধারাটিকে গুণোত্তর ধারা বলে। যেকোনো পদকে পূর্ববর্তী পদ দিয়ে ভাগ করলে, ভাগফলটিকে অনুপাত বলে।

যেমন : 2+4+8+16+32 ধারাটির অনুপাত

$$r = \frac{4}{2} = \frac{8}{4} = \frac{16}{8} = \frac{32}{16} = 2$$

গুণোত্তর ধারার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকলে, একে অনন্ত গুণোত্তর ধারা বলে।

গুণোত্তর ধারার প্রথম পদকে সাধারণত a দ্বারা এবং সাধারণ অনুপাত কে r দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সংজ্ঞানুসারে প্রথম পদ a হলে, দ্বিতীয় পদ ar, তৃতীয় পদ ar^2 ইত্যাদি। তাই ধারা হবে,

$a + ar + ar^2 + ar^3 + \ldots\ldots$

গুণোত্তর ধারার সাধারণ পদ : ধরি, যেকোনো গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a, সাধারণ অনুপাত r, তাহলে ধারাটির প্রথম পদ = $a = ar^{1-1}$, দ্বিতীয় পদ = $ar = ar^{2-1}$, তৃতীয় পদ = $ar^2 = ar^{3-1}$, চতুর্থ পদ = $ar^3 = ar^{4-1}$

$\therefore$ nতম পদ = ar^{n-1}

গুণোত্তর ধারার সমষ্টি নির্ণয় :

ধারাটি, $a + ar + ar^2 + \ldots\ldots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$.

(i) $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ যদি $r < 1$

(ii) $S_n = \frac{a(r^n-1)}{(r-1)}$, যদি $r > 1$

(iii) $S_n = an$, যদি $r = 1$

উদাহরণ ১ : $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots + 25^2$ = কত?

সমাধান : ধারাটির সমষ্টি = $\frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$

$= \frac{1}{6} .25\,(25+1)\,(2.25+1)$ [$\because n = 25$]

$= \frac{1}{6} \times 25 \times 26 \times 51$

$= 13 \times 17 \times 25$

$= 5525$

উদাহরণ ২ : $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots\ldots + 50^3$ = কত?

সমাধান : ধারাটির সমষ্টি $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

$\because n = 50$

$= \left\{\frac{50(50+1)}{2}\right\}^2$

$= 25^2 \times 51^2$

$= 1625625.$

উদাহরণ- ৩ : $6 + 12 + 24 + 48 + \ldots\ldots + 1768$ কত?

সমাধান : প্রথম পদ $a = 6$, অনুপাত $r = \frac{12}{6} = 2 > 1$

ধারাটি গুণোত্তর ধারা।

মনে করি, ধারাটির nতম পদ = 768

$\therefore$ n তম পদ = ar^{n-1}

বা, $ar^{n-1} = 768$

বা, $6.2^{n-1} = 768$

বা, $2^{n-1} = \frac{768}{6}$

বা, $2^{n-1} = 128 = 2^7$

বা, $n-1 = 7$

$\therefore n = 8$

$\therefore$ ধারাটির সমষ্টি $S_8 = \frac{a(r^8-1)}{r-1} = \frac{6.(2^8-1)}{2-1}$

$= 6 \times (2^8 - 1)$

$= 6 \times 255$

$\therefore S_8 = 1530$

উদাহরণ ৪ : $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \ldots\ldots + \frac{1}{512}$ = কত?

সমাধান : ধারাটির প্রথম পদ $a = 1$, অনুপাত $r = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$

মনে করি, nতম পদ = $\frac{1}{512}$

$\therefore$ nতম পদ = ar^{n-1} বা, $\frac{1}{512} = 1.(1/2)^{n-1}$

বা, $(1/2)^9 = (1/2)^{n-1}$ বা, $n-1 = 9$ $\therefore n = 10$

$\therefore$ ধারাটির সমষ্টি $S_{10} = \frac{a(1-r^{10})}{1-r} = \frac{1\{1-(1/2)^{10}\}}{1-1/2}$

$\therefore S_{10} = \frac{1-\frac{1}{1024}}{\frac{1}{2}} = \frac{1023}{1024} \times \frac{2}{1} = \frac{2046}{1024} = 1.998$

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডে চাকরির সুযোগ

ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড ৫০ জন কর্মী নিয়োগ দেবে চলতি মাসের মধ্যে। এখানে পদের নাম এবং আবেদনের যোগ্যতা দেওয়া আছে, সেটি দেখে আপনার সিভির নিচে থাকা ই-মেইলে পাঠান। পাঠানো সিভি থেকে ডিজিকন কর্তৃপক্ষ বাছাই করে প্রাথমিক নিয়োগের জন্য নির্বাচন করবে, পরবর্তী সময়ে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকা হবে। সেখান থেকে বাছাই করে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আপনিও এই চাকরির সুযোগ নিতে পারেন। নিচে উল্লিখিত ই-মেইল অ্যাড্রেসে আপনার সিভি ই-মেইল করতে পারেন **২০ নভেম্বর** ২০২০-এর মধ্যে।

DIGICON™

একনজরে

ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় আউটসোর্সিং কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক নামীদামি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের বিপিও শিল্পের উত্থানের পথিকৃৎ।

দেশের বেকারত্ব দূর করার ক্ষেত্রে এবং ঢাকামুখী চাকরিপ্রার্থীদের চাপ কমানোর লক্ষ্যে ডিজিকন ইতিমধ্যে ঢাকার বাইরে যশোরেও একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ছাড়া ২০১৭ সালে ডিজিকন এশিয়ার 'Best Employee Award' এবং 'তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে 'শ্রেষ্ঠ কর্মসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান'-এর সম্মাননা গ্রহণ করে।

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১০টা, শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার (শুক্রবার এবং যেকোনো সরকারি ছুটির দিন বাদে)।

আপনার সিভি, এনআইডির ফটোকপি এবং স্নাতক সনদের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।

সাক্ষাৎকারের স্থান: ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড (চতুর্থ তলা) রাজউক ট্রেড সেন্টার, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।

ওয়েবসাইট: www.digicontechnologies.com

প্রার্থীর নাম: .....

শিক্ষাগত যোগ্যতা: .....

পাস করেছেন যে প্রতিষ্ঠান থেকে: .....

.....

মোবাইল নম্বর: .....

ই-মেইল: .....

পদের নাম: **কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেনটেটিভ**

পদের সংখ্যা: ৫০

চাকরির দায়িত্বসমূহ:

- গ্রাহকের কল রিসিভ করে গ্রাহকসেবা প্রদান করা
- গ্রাহককে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা
- গ্রাহকের চাহিদা বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী তথ্য দিয়ে সমাধান প্রদান করা
- গ্রাহকের সমস্যা সমাধান করতে প্রতিটি কল দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা
- গ্রাহকের জটিল সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা
- গ্রাহকের অভিযোগের বৈধতা যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট তথ্য গ্রহণ ও পরীক্ষা করে সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণ করা
- জটিল বিষয় নিয়ে টিম লিডারকে সময়মতো রিপোর্ট করা

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

- ৩ বা ৪ বছরের স্নাতক সমপরিমাণ ডিগ্রি/ডিপ্লোমা ডিগ্রি

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়:

- বয়স ২১ থেকে ৩২ বছর
- পুরুষ ও নারী আবেদন করতে পারবেন
- বিপিও ইন্ডাস্ট্রির সমমান অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার
- কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে
- উত্তম বিশ্লেষণী দক্ষতা থাকতে হবে
- যেকোনো শিফটে কাজ করার ইচ্ছা থাকতে হবে।

সিভি পাঠানোর বিস্তারিত:
career@digicontechnologies.com

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪১তম বিসিএস প্রস্তুতি মডেল টেস্ট-৭

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১. বাংলা অভিধান চলন্তিকা কে সম্পাদনা করেন?
ক. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. আবু ইসহাক
গ. রাজশেখর বসু
ঘ. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. 'চর্যাপদ'-এ কুক্কুরীপার মোট কতটি পদ রয়েছে?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৩. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের বাড়ি কোথায়?
ক. বাঁকুড়া জেলার নান্নুর গ্রামে
খ. বীরভূম জেলার ছাতনায়
গ. বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে
ঘ. চব্বিশপরগনা জেলার ছাতনায়

৪. 'সই, কেমনে ধরিব হিয়া/ আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়/ আমার আঙিনা দিয়া', কার রচনা?
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস

৫. বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি আছে কোন মঙ্গলকাব্যে?
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল

৬. আরাকান রাজসভার কবি নন—
ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. বাহরাম খান

৭. মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৬০ খ. ১৯৬১
গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৭

৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' রচনা করেন—
ক. মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে
খ. রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে
গ. কালিদাসের মহাকাব্য অবলম্বনে
ঘ. কালিদাসের নাটক অবলম্বনে

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '১৪০০ সাল' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. সন্ধ্যাসংগীত খ. প্রভাতসংগীত
গ. সোনার তরী ঘ. চিত্রা

১০. কাজী নজরুল ইসলাম কোন প্রেক্ষাপটে 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধটি রচনা করেন?
ক. ব্রিটেনের রানির আগমন
খ. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড
গ. নারী-পুরুষের অসাম্য
ঘ. জাতভেদ ও ধর্মীয় বিভাজন

১১. বেগম রোকেয়ার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

১২. 'ক্লাসিক কবি' কার সম্পর্কে বলা হয়?
ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. বুদ্ধদেব বসু
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. বিষ্ণু দে

১৩. 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি', কোন গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশ এমন কথা বলেছেন?
ক. কবিতার কথা খ. বাংলার কাব্য
গ. আধুনিক বাংলা কবিতা ঘ. কবিতা

১৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের চরিত্র—
ক. পার্বতী-দেবদাস-চন্দ্রমুখী
খ. সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনী
গ. মহিম-অচলা-সুরেশ
ঘ. বিনোদিনী-মহেন্দ্র-আশা

১৫. 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে', কোন উপন্যাসের গান?
ক. গণদেবতা খ. কবি
গ. পঞ্চগ্রাম ঘ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

১৬. ফররুখ আহমদের 'মুহূর্তের কবিতা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. সনেট সংকলন খ. কাব্যনাট্য
গ. কাহিনিকাব্য ঘ. নাট্যকাব্য

১৭. ঘূর্ণিঝড়ের কাহিনি নিয়ে লেখা—
ক. পদ্মা নদীর মাঝি খ. তিতাস একটি নদীর নাম
গ. সংশপ্তক ঘ. সারেং বৌ

১৮. কোন সম্পর্কটি সঠিক?
ক. পানকৌড়ির রক্ত : আল মাহমুদ
খ. অরণ্য নীলিমা : শামসুর রাহমান
গ. মানচিত্র : সৈয়দ শামসুল হক
ঘ. বিমুখ প্রান্তর : আলাউদ্দিন আল আজাদ

১৯. 'ওরা এগারো জন' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
ক. জহির রায়হান খ. চাষী নজরুল ইসলাম
গ. আমজাদ হোসেন ঘ. মতিন রহমান

২০. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়' কার গান?
ক. মুকুন্দ দাস খ. গোবিন্দ দাস
গ. লালন সাঁই ঘ. হাসন রাজা

২১. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী 'র' কেমন ধ্বনি?
ক. কম্পনজাত খ. পার্শ্বিক
গ. মূর্ধন্য ঘ. দন্ত্য

২২. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ—
ক. একাদশ খ. প্রৌঢ়
গ. তস্কর ঘ. বৃহস্পতি

২৩. 'শন + পাপড়ি = শমপাপড়ি'; এখানে 'ন' ধ্বনি 'ম'-তে পরিণত হয়েছে কেন?
ক. 'প' ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলে খ. 'ন' দন্ত্য ধ্বনি বলে
গ. 'শ' শিস ধ্বনি বলে ঘ. 'ড়' মূর্ধন্য ধ্বনি বলে

২৪. 'পহেলা ডাক', এটি কোন ধরনের সংখ্যাবাচক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শব্দ?
ক. তারিখবাচক খ. ক্রমবাচক
গ. পরিমাণবাচক ঘ. অঙ্কবাচক

২৫. দ্বিগু সমাসের উদাহরণ—
ক. চৌবাচ্চা খ. সেতার গ. চৌচালা ঘ. ত্রিফলা

২৬. সরল বাক্যের ক্ষেত্রে—
ক. দুটি কর্তা থাকে
খ. দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে
গ. সংযোজক অব্যয় থাকে
ঘ. একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে

২৭. 'আমাকে একটি কলম দিন', কোন বাচ্যের উদাহরণ?
ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য
গ. ভাববাচ্য ঘ. কর্মকর্তৃবাচ্য

২৮. 'প্রসন্ন' শব্দের বিপরীত—
ক. নিকৃষ্ট খ. বিপন্ন
গ. বিষণ্ন ঘ. প্রতিপন্ন

২৯. কোন শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত নয়?
ক. আনত খ. আকাশ
গ. আজীবন ঘ. আরক্তিম

৩০. 'To do or die.'বাংলা প্রবাদে এর অর্থ—
ক. কেঁচো খুঁড়তে সাপ
খ. বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী
গ. মনের সাধন কিংবা শরীরের পাতন
ঘ. পরাজয়ে ডরেনা বীর

৩১. নী + অনট = নয়ন। এখানে 'ইৎ' হয়েছে—
ক. অন খ. নী গ. ট ঘ. অনট

৩২. 'অর্বাচীন' শব্দের সমার্থক—
ক. নবীন খ. প্রাচীন গ. অযোগ্য ঘ. যোগ্য

৩৩. 'শহরের বাজারে তরিতরকারি ও ফলমূলের দাম চড়া', বাক্যের প্রথম তিনটি শব্দ যথাক্রমে—
ক. ফারসি, হিন্দি, হিন্দি খ. ফারসি, ফারসি, হিন্দি
গ. ফারসি, হিন্দি, ফারসি ঘ. হিন্দি, ফারসি, হিন্দি

৩৪. 'অবশ্য ওদের কথা বলে লাভ নেই।' এখানে 'অবশ্য' কোন পদ?
ক. অব্যয় খ. সর্বনাম গ. বিশেষ্য ঘ. বিশেষণ

৩৫. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ—
ক. সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি
খ. সমীচিন, হরিতকী, বাল্মিকী
গ. সমিচীন, হরিতকী, বাল্মীকি
ঘ. সমিচিন, হরিতকি, বাল্মিকি

English Literature & Grammer

৩৬. What is the plural form of 'Tuna'?
a. Tuna b. Tunas
c. Tunae d. Tunal

৩৭. He lost all. He 'all' is...
a. noun b. pronoun
c. adjective d. adverb

৩৮. What is the verb from of 'experience'?
a. experience b. experienced
c. experiencise d. none

৩৯. Happiness consists..... contentment.
a. of b. in c. by d. from

৪০. Post the letter immediately. Make it passive.
a. Let the letter is posted immediately.
b. The letter is posted immediately
c. Let the letter be immediately posted
d. none

৪১. Do not get off a running bus. Here running is.....
a. noun b. verb
c. gerund d. participle

৪২. The air is hot where there is a desert.
a. noun clause b. adjective clause
c. adverbial clause d. noun phrase

৪৩. If I were you.....
a. I will help the poor.
b. I would help the poor.
c. I could be helped the poor.
d. I could have helped the poor.

৪৪. Crown and glory ..... attracted Macbeth.
a. have b. has c. been d. none

৪৫. He went mad. Here went is .....
a. causative verb b. factitive verb
c. copulative verb d. cognate verb

৪৬. What is the feminine gender of Enchanter?
a. enchantress b. enchanterix
c. enchanter d. none

৪৭. Many prefer donating money..... distributing clothes.
a. than b. but c. to d. without

৪৮. The witness cut a poor ..... in this cross examination.
a. show b. quality
c. figure d. picture

৪৯. Did you know .....?
a. where does he live b. where he does live
c. where did he live d. where he lives

৫০. The team is..... eleven players.
a. made of b. made from
c. made in d. made up of

৫১. I want you to collect..... regarding this issue.
a. information b. informations
c. inform d. informative

৫২. I waited until the plane.....
a. did not take off b. took off

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

c. had not off d. had taken off

৫৩. The ambassador was called..... the president.
a. at b. in c. on d. for

৫৪. 'To read between the lines' means?
a. to read carefully
b. to read only some lines
c. to read quickly
d. to read carefully to find out the hidden meaning

৫৫. The word 'culinery' means?
a. sports b. gambling
c. cooking d. hunting

৫৬. Who is the greatest dramatist of all times?
a. G.B. Shaw
b. William Shakespeare
c. William Wordsworth
d. Jonathan Swift

৫৭. "The Faerie Queene" is an- --
a. Elegy b. Epic c. Sonnet d. Poem

৫৮. Which of the following school of literature is connected with a medical theory?
a. Comedy of Manners
b. Theatre of Absurd
c. Heroic Tragedy
d. Comedy of humours

৫৯. I wandered lonely as a cloud" is an example of—
a. Symbol b. Metaphor
c. Simile d. Metonymy

৬০. Who wrote the poem 'The Definition of Love'?
a. Andrew Marvell b. John Donne
c. W.B Yeats d. John Keats

৬১. Who wrote "The Spanish Tragedy"?
a. John Lyly b. Thomas Kyd
c. Robert Green d. Christopher Marlowe

৬২. What is the meaning of 'Soliloquy'?
a. action of body b. action of speech
c. to memorira part d. long self speech by an actor

৬৩. Phoenix' is—
a. an imaginary bullock
b. a mythical bird
c. a mythical bird regenerating from ashess
d. a dead mythical bird

৬৪. Paradise Regained' is an epic by—
a. John Keats b. P.B. Shelly
c. John Milton d. William Blake

৬৫. The Romantic Age began with the publication of—
a. Lyrical Ballads b. My Last Duchess
c. A Tale of Two Cities d. Canonization

৬৬. Restoration period' in English literature refers to—
a. 1560 b. 1660
c. 1760 d. 1866

৬৭. "Ode to the west wind " is written by—
a. Keats b. Shelley
c. Coleridge d. Wordsworth

৬৮. Who wrote "Biographia Literaria"?
a. Lord Byron b. P.B. Shelley
c. S.T. Coleridge d. Charles Lamb

৬৯. Who wrote the poem 'Ulysses'?
a. Robert Browning b. Alfred Tennyson
c. George Eliot d. Charles Dickens

৭০. "The waste Land " is a famous poem by—
a. Shelley b. W.H. Auden
c. T.S.Eliot d. W.B.Yeats

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

৭১.ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল কবে?
ক. খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে খ. খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে
গ.খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে ঘ. খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে

৭২. কার মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উপমহাদেশে গ্রিক প্রাধান্যের অবসান ঘটান?
ক. আলেকজান্ডার খ. সফোক্লিস
গ. সক্রেটিস ঘ. এরিস্টটল

৭৩. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু করে কারা?
ক. গুপ্ত খ. মৌর্য
গ. সেন ঘ. পাল

৭৪. কোন সুলতান কোরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?
ক. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ.গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
গ. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ
ঘ.নুসরাত শাহ

৭৫. কার আমলে বাংলার বার ভূইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়?
ক. আকবর খ. জাহাঙ্গীর
গ. শাহজাহান ঘ. হুমায়ুন

৭৬. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
ক. ১৫৭৬ খ.১৬৬৮
গ. ১৭৬৪ ঘ.১৭৫৭

৭৭. কোন মোঘল সম্রাট ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন?
ক. সম্রাট আকবর খ. সম্রাট জাহাঙ্গীর

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গ. সম্রাট হুমায়ুন ঘ. সম্রাট শাহজাহান

৭৮. ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে কে প্রথম আইন প্রণয়ন করেন?

ক. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক খ. লর্ড ডালহৌসি
গ. ওয়ারেন হেস্টিংস ঘ. লর্ড ক্যানিং

৭৯. কত সালে চট্টগ্রাম জেলা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে?

ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৬০
গ. ১৭৬২ ঘ. ১৭৬৫

৮০. 'তমদ্দুন মজলিশ' কী ধরনের সংগঠন?

ক. রাজনৈতিক খ. সামাজিক
গ. সাংস্কৃতিক ঘ. অর্থনৈতিক

৮১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোট আসামি ছিল কত জন?

ক. ৩০ জন খ. ৩২ জন
গ. ৩৪ জন ঘ. ৩৫ জন

৮২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে কবে থেকে পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়?

ক. ৭ মার্চ ১৯৭১ খ. ৮ মার্চ ১৯৭১
গ. ৯ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ১০ মার্চ ১৯৭১

৮৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' সিরিজের পরিকল্পনাকারী কে ছিলেন?

ক. আব্দুল মান্নান খ. শফাহান সিরাজ
গ. এম আর আখতার মুকুল ঘ. আব্দুল কুদ্দুস মাখন

৮৪. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ কত সালে পাকিস্তানের করাচি থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?

ক. ২০০৩ খ. ২০০৪
গ. ২০০৫ ঘ. ২০০৬

৮৫. স্বাধীনতা লাভের পরও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে কোন দেশ?

ক. ফ্রান্স খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. চীন ঘ. যুক্তরাজ্য

৮৬. বাংলাদেশের প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা কোনটি?

ক. যশোর খ. ঢাকা
গ. ফরিদপুর ঘ. গাজীপুর

৮৭. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীনতার পর প্রথম কবে বাংলাদেশে আগমন করেন?

ক. ১২ মার্চ ১৯৭২ খ. ১৭ মার্চ ১৯৭২
গ. ১৮ মার্চ ১৯৭২ ঘ. ১৯ মার্চ ১৯৭২

৮৮. বঙ্গবন্ধু কবে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন?

ক. ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ খ. ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫
গ. ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ ঘ. ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৫

৮৯. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ কোনটি?

ক. ইরান খ. সৌদি আরব
গ. ইরাক ঘ. কুয়েত

৯০. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

ক. ১২৭ তম খ. ১২৮ তম
গ. ১৩২ তম ঘ. ১৩৬ তম

৯১. নিচের কোন জেলাটির সাথে ভারত এবং মিয়ানমার উভয় দেশেরই সীমান্ত আছে?

ক. বান্দরবান খ. রাঙামাটি
গ. খাগড়াছড়ি ঘ. কক্সবাজার

৯২. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের পাহাড়গুলো সাধারণত টিলা নামে পরিচিত?

ক. দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল খ. মধুপুর ও ভাওয়াল গড়
গ. উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ঘ. বরেন্দ্রভূমি

৯৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি ও সমাপ্তি এমন নদীর সংখ্যা কতটি?

ক. ১ টি খ. ২ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

৯৪. বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া প্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয় কবে?

ক. ১২ অক্টোবর ১৯৭২ খ. ৪ নভেম্বর ১৯৭২
গ. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

৯৫. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

ক. ১৯ নং খ. ২৫ নং
গ. ২৭ নং ঘ. ২৮ নং

৯৬. সংবিধানের কততম সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়?

ক. ত্রয়োদশ খ. চতুর্দশ
গ. পঞ্চদশ ঘ. ষোড়শ

৯৭. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপটি সরকারিভাবে কবে গৃহীত হয়?

ক. ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ খ. ১০ এপ্রিল ১৯৭২
গ. ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ. ১৮ এপ্রিল ১৯৭২

৯৮. কত সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন স্থাপত্য উৎকর্ষের জন্য আগা খান পুরস্কার লাভ করে?

ক. ১৯৮২ খ. ১৯৮৫
গ. ১৯৮৮ ঘ. ১৯৮৯

৯৯. ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতার কী নামে পরিচিত ছিল?

ক. রেডিও বাংলাদেশ খ. বেতার বাংলাদেশ
গ. বাংলাদেশ রেডিও ঘ. রেডিও আমার

১০০. বাংলাদেশের কোন উপজাতিদের সমাজপ্রধান হলেন 'বোমাং রাজা'?

ক. চাকমা খ. মারমা
গ. গারো ঘ. ত্রিপুরা

আন্তর্জাতিক

১০১. জলঘড়ি ও চন্দ্রপঞ্জিকার আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে কারা?

ক. সুমেরীয় খ. ব্যাবিলনীয়
গ. অ্যাসেরীয় ঘ. ক্যালডীয়

১০২. প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন কে?

ক. সক্রেটিস খ. থ্যালেস
গ. আরিস্টটল ঘ. কোপার্নিকাস

১০৩. 'মাওরি' কোন দেশের আদিবাসী গোষ্ঠী?

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক. দক্ষিণ আফ্রিকা খ. মধ্য আমেরিকা
গ. নিউজিল্যান্ড ঘ. আইসল্যান্ড

১০৪. পৃথিবীর মোট জমাটবদ্ধ বরফের কত শতাংশ এন্টার্টিকা মহাদেশে রয়েছে?
ক. ৭৫% খ. ৮০% গ. ৮৫% ঘ. ৯০%

১০৫. ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয় কবে?
ক. ৪ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ. ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২
গ. ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ ঘ. ৭ ডিসেম্বর ১৯৯২

১০৬. কত সালে শ্রীলঙ্কার নামকরণ 'সিলন' থেকে 'শ্রীলঙ্কা' করা হয়?
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩
গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৫

১০৭. 'ম্যাকাও' দ্বীপটি কোথায় অবস্থিত?
ক. আরব সাগর খ. দক্ষিণ চীন সাগর
গ. পীত সাগর ঘ. ভূমধ্যসাগর

১০৮. 'ইসকানদারুন' কোন দেশের বিখ্যাত বন্দরনগরী?
ক. ইয়েমেন খ. ইরান
গ. ইসরায়েল ঘ. তুরস্ক

১০৯. কোন বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. অক্টোবর বিপ্লব খ. গৌরবময় বিপ্লব
গ. শিল্পবিপ্লব ঘ. ফরাসি বিপ্লব

১১০. 'ইষ্ট লন্ডন' কোথায় অবস্থিত?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. কানাডা

১১১. স্বাধীনতাযুদ্ধে কোন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে?
ক. যুক্তরাজ্য খ. ফ্রান্স
গ. জার্মানি ঘ. ইতালি

১১২. কোন দেশের সংবিধানের নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত প্রথম ১০টি সংশোধনীকে 'Bill of Rights' বলে?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. কানাডা

১১৩. 'লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল' কোন দুটি দেশকে বিভক্তকারী সীমারেখা?
ক. ভারত-পাকিস্তান খ. ভারত-চীন
গ. পাকিস্তান-অফগানিস্তান ঘ. বাংলাদেশ-ভারত

১১৪. বিশ্বের বৃহত্তম সেনাবাহিনীর দেশ কোনটি?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. রাশিয়া
গ. জার্মানি ঘ. চীন

১১৫. ২০২০ সালে কোন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি পালন করে?
ক. জাতিসংঘ খ. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

১১৬. 'M- 19' কোন দেশের গেরিলা সংগঠন?
ক. পেরু খ. নিকারাগুয়া
গ. কলম্বিয়া ঘ. ফিলিপাইন

১১৭. ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেন কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট?
ক. রিচার্ড নিক্সন খ. জিমি কার্টার
গ. হ্যারি এস ট্রুম্যান ঘ. ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট

১১৮. নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করে কোন প্রতিষ্ঠান?
ক. সুইডিস একাডেমি
খ. ক্যারলিনস্কা ইনস্টিটিউট
গ. নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি
ঘ. রয়েল সুইডিস একাডেমি অব সায়েন্সেস

১১৯. 'কাস্টলিং' শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত?
ক. ক্রিকেট খ. দাবা
গ. হ্যান্ডবল ঘ. ভলিবল

১২০. জাতিসংঘ ভবন কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. টেমস খ. হার্ডসন
গ. পোর্টম্যাক ঘ. ইস্ট রিভার

সাধারণ বিজ্ঞান

১২১. Diode-এর দুটি প্রান্তের নাম হলো—
ক. Gate & Drain খ. Pentrode & Troide
গ. Drain & Source ঘ. Anode & Cathode

১২২. নিচের কোনটি জেরোফাইট উদ্ভিদ নয়?
ক.ব্রাকসিয়া খ. নেরিয়াম
গ.শৈবাল ঘ.ডেসিলিরিয়ন

১২৩. ঘাসজাতীয় সবচেয়ে বড় উদ্ভিদ কোনটি?
ক.ধান খ.কুমড়া
গ. বাঁশ ঘ.তুলা

১২৪. তড়িৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করে কোনটি?
ক. IC খ. ট্রানজিস্টর
গ. ডায়োড ঘ. LED

১২৫. দুটি তড়িৎ দ্বার যুক্ত ভ্যাকুয়াম টিউবকে কী বলে?
ক.ট্রায়োড খ.ডায়োড
গ.Anode ঘ.Cathode

১২৬. নিচের কোনটি হাইড্রোফাইট উদ্ভিদ নয়?
ক.শাপলা খ.কচুরিপানা
গ.ব্রাকসিয়া ঘ.শৈবাল

১২৭. সূর্যের কন্যা বলা হয় কোন উদ্ভিদকে?
ক.সূর্যমুখী ফুল খ.তুলা
গ.পাট ঘ.জবা

১২৮. নিচের কোনটি চিরহরিৎ বৃক্ষ নয়?
ক.মেহগনি খ.সেগুন
গ.শাল ঘ. কেওড়া

১২৯. 'কিউকারবিট' উদ্ভিদ নিচের কোনটিকে বোঝায়?
ক.কুমড়া খ.ধান
গ.গম ঘ.তুলা

১৩০.'বেডউড' কোন ধরনের উদ্ভিদ?
ক.পর্ণমোচী খ.চিরহরিৎ
গ.হাইড্রোফাইট ঘ.ঘাসজাতীয়

১৩১. কোনটি ম্যানগ্রোভ বনের উদাহরণ নয়?

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক.কেওড়া খ.শাল
গ.ধুন্দল ঘ.সুন্দরী

১৩২. নিচের কোনটি মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম?
ক.Homo Sapiens খ.Tenualosa ilisha
গ.Panthera tigris ঘ.Copsychus saularis

১৩৩. শ্রেণিবিন্যাসের জনক কে?
ক.জন রে খ.ক্যারোলাস লিনিয়াস
গ.জন লক ঘ.অ্যারিস্টটল

১৩৪. উদ্ভিদের নামকরণের আন্তর্জাতিক নীতিমালাকে কী বলে?
ক.IBSN খ. IBS
গ.ICBN ঘ. ICZN

১৩৫. ট্রানজিস্টরে সেমি-কন্ডাক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক. আর্সেনিক খ. জার্মেনিয়াম
গ. টাংস্টেন ঘ. ম্যাঙ্গানিজ

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

১৩৬. কম্পিউটারের মূল মেমরি তৈরি হয় কী দিয়ে?
ক. অ্যালুমিনিয়াম খ. সিলিকন
গ. প্লাস্টিক ঘ. কোনোটিই নয়

১৩৭. নিচের কোন সাইটটি কেনাবেচার জন্য নয়?
ক. এখানেই.কম খ. গুগল.কম
গ. ওএলএক্স.কম ঘ. আমাজন .কম

১৩৮. পার্সোনাল কম্পিউটার যুক্ত করে নিচের কোনটি তৈরি করা যায়?
ক. সুপার কম্পিউটার খ. সার্ভার
গ. নেটওয়ার্ক ঘ. ইন্টারপ্রাইস

১৩৯. বাংলাদেশের প্রথম সুপার কম্পিউটারের নাম কী?
ক. দোয়েল খ. নয়ন
গ. আইবিএম ১৬২০ ঘ. কোনোটিই নয়

১৪০. Wifi - এর চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্ন তারবিহীন প্রযুক্তির নাম কী?
ক. হটস্পট খ. WiMax
গ. Lifi ঘ. কোনোটিই নয়

১৪১. ইউনিকোডের মাধ্যমে কতগুলো চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?
ক. ২৫৬টি খ. ৪০৯৬টি
গ. ৬৫৫৩৬টি ঘ. কোনোটিই নয়

১৪২. IPV-6 এর এড্রেস কত বিটের?
ক. ১২৮ খ. ৩২
গ. ১২ ঘ. ৬

১৪৩. In general, 'My document' is located at?
ক. A drive খ. B drive
গ. C drive ঘ. D drive

১৪৪. The "add or remove programs" utility can be found in-
ক. My document খ. Desktop
গ. System restores ঘ. Control panel

১৪৫. Which of the following is a keyboard command to copy some text in MS Word?
ক. Shift + Copy গ. Ctrl + C
খ. Alt + G ঘ. Shift + C

১৪৬. Which of the following is an example of optical storage device?
ক. CD ROM খ. Hard Disk
গ. RAM ঘ. CPU

১৪৭. কোনো প্রোগ্রামের ভুল বের করাকে কী বলে?
ক. এররিং খ. কারেক্টিং
গ. ম্যানেজিং ঘ. ডিবাগিং

১৪৮. Common keyboard arrangement is called?
ক. QWETRY খ. QWRETY
গ. QWRTEY ঘ. QWERTY

১৪৯. Which protocol is used for the internet access?
ক. TCP/IP খ. Novel Network
গ. Net blue ঘ. Linux

১৫০. RAM is -
ক. Non- volatile খ. Secondary storage
খ. Permanent storage ঘ. Volatile

গণিত ও মানসিক দক্ষতা

১৫১. কোন্‌টি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট?
ক. {1, 3, 5, 7, ...} খ. { 1, 2, 3, 4 ...}
গ. {0, 1, 2, 3, ...} ঘ. {.., 2, -1, 0, 1, 2, ..}

১৫২. 2.4×0.81 এর মান কত? 2
ক. 2 খ. 2
গ.0.2 ঘ. 2.2

১৫৩. যদি A = {2, 3, 4}, B = { 1, 2, a} C = 2,a,b} হলে $A \cap (B \cup C)$ কত?
ক. {2,3} খ. {a}
গ. {2a} ঘ. {2}

১৫৪. নিচের কোনটি $\{x \in IN: 19<x<23$ এবং x মৌলিক সংখ্যা এর তালিকা পদ্ধতিতে সঠিক?
ক. {19,23} খ. ∅
গ. {∅} ঘ. -{0}

১৫৫. দুটি সংখ্যার গুণফল 1376। সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. 86 হলে গ.সা.গু. কত?
ক. 16 খ. 22
গ. 13 ঘ. 86

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১৫৬. $a(a+b), a^2(a-b)$ এর ল.সা.গু কত?
ক. a^2+b^2 খ. $a-b$
গ. $a^2(a^2-b^2)$ ঘ. a^2-b^2

১৫৭. শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা হার সুদে কত বছরে যে কোনো আসল তার ৩ গুন হবে?
ক. ১০ বছর খ. ১৫ বছর
গ. ২০ বছর ঘ. ২৫ বছর

১৫৮. $x : y = 7 : 5, y : z = 5 : 7$ হলে $x : z$ = কত?
ক. 49 : 25 খ. 35 : 25
গ. 25 : 49 ঘ. 35 : 49

১৫৯. 4 টি আমের ক্রয়মূল্য 3টি আমের বিক্রয়মূল্যের সমান হলে, শতকরা লাভ কত?
ক. 25% খ. $33\frac{1}{3}\%$
গ. 33% ঘ. 40%

১৬০. $x^4-x^2+1 = 0$ হলে, $(x+{}^1/_x)^2$ এর মান কত?
ক. 3 খ. 4
গ. 2 ঘ. 1

১৬১. $a^3-21a-20$ এর একটি উৎপাদক হলো—
ক. $(a+1)$ খ. $(a-1)$
গ. $(a-20)$ ঘ. $(a+21)$

১৬২. $4x^2+12x$ এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে?
ক. 4 খ. 7
গ. 8 ঘ. 9

১৬৩. x এর কোন মানের জন্য $|x|\,|x+11| = 5$ হয়?
ক. 2,-3 খ.-3,2
গ. -2,3 ঘ. 2,3

১৬৪. $(10000)^4 \div 10^{14}$ = কত?
ক. 1 খ. 10
গ. 100 ঘ. 1000

১৬৫. $\log_{\sqrt{5}} 400 = x$ হলে x এর মান কত?
ক. 4 খ. 40
গ. 5 ঘ. 50

১৬৬. 1, 0.2, 0.04, ... ধারার ৫ম পদ কত?
ক. 0.004 খ. 0.00016
গ. 0.0016 ঘ. 0.4

১৬৭. একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০° ও ৬০°। ত্রিভুজটি কোন ধরনের?
ক. সমবাহু খ. সমদ্বিবাহু
গ. সমকোণী ঘ. স্থূলকোণী

১৬৮. একটি মেঝে সম্পূর্ণভাবে ঢাকাতে 1 ফুট× 2 ফুট মাপের 40 টি টাইলস্ দরকার হয়। 2 ফুট×4 ফুট মাপের টাইলস্ দ্বারা ওই মেঝে ঢাকাতে কতটি টাইলস্ দরকার হবে?
ক. 10 খ. 15
গ. 20 ঘ. 25

১৬৯. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৫, ১২ ও ১৩ মিটার। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
ক. ২৫ ব.মি. খ. ২৭ ব.মি.
গ. ২৮ ব.মি. ঘ. ৩০ ব.মি.

১৭০. একটি কোণকের ব্যাসার্ধ 1 একক এবং উচ্চতা 2 একক হলে, কোণকের আয়তন কত?
ক. 2 বর্গএকক খ. 2π বর্গএকক
গ. $\frac{2\pi}{3}$ বর্গএকক ঘ. $\frac{3\pi}{2}$ বর্গএকক

১৭১. কোন চতুর্ভুজটির কেবলমাত্র দুইটি বাহু সমান্তরাল?
ক. রম্বস খ. ট্রাপিজিয়ম
গ. বর্গক্ষেত্র ঘ. আয়তক্ষেত্র।

১৭২. 5 জন বালক ও 4 জন বালিকা থেকে 2 জন বালক 2 জন বালিকা কত উপায়ে বেছে নেওয়া যায়?
ক. 120 খ. 110
গ. 100 ঘ. 60

১৭৩. কোনটি সবচেয়ে ছোট?
ক. $\frac{১}{৬}$ খ. $\frac{২}{১৩}$
গ. $\frac{১৩}{৩১}$ ঘ. $\frac{৪}{৯}$

১৭৪. $\frac{১}{৫}, \frac{৩}{৮}, \frac{৫}{১১}, \frac{৭}{১৪}$ .....ধারা ৫ম পদ কত?
ক. $\frac{৯}{১৭}$ খ. $\frac{৮}{১৯}$
গ. $\frac{৯}{২৩}$ ঘ. $\frac{১১}{৪১}$

১৭৫. ৮৪, ৪০, ১৮,.....এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
ক. ৭ খ. ৯
গ. ১১ ঘ. ১৩

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১৭৬. প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে কোন সংখ্যা বসবে?

৬	১	৫
৩	৯	১০
৪	৩	?

ক. ১৫ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ৮

১৭৭. প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে কোন সংখ্যা হবে?

২ ৪ ৩ ৯ ১ ৬
Y Y Y
২০ ৯০ ?

ক. ৪০ খ. ৭৩
গ. ৩৭ ঘ. ১৬

১৭৮. ৪১ এ ভাজক কয়টি?

ক. ১ খ. ২
গ. ৪ ঘ. ১৪

১৭৯. ঘড়িতে 8.30 বাজলে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত হবে?

ক. 75° খ. 80°
গ. 45° ঘ. 60°

১৮০. নৌকা ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘণ্টায় 12 কি.মি, ও 4 কি.মি.। নদীপথে 48 কি.মি. অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে কত সময় ব্যয় হবে।

ক. 5 ঘণ্টা 6 খ. ঘণ্টা 7
গ. ঘণ্টা ঘ. 9 ঘণ্টা

ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১৮১. বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ঋতুকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

১৮২. বদ্বীপ সমভূমি কোনটি?

ক. রংপুর, দিনাজপুর
খ. কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা
গ. কুমিল্লা, ভোলা
ঘ. পটুয়াখালী, বরগুনা, ঢাকা

১৮৩. সিলেট জেলায় কোন ধান ভালো জন্মে?

ক. আমন খ. ইরি
গ.আউশ ঘ. বোরো

১৮৪. গঙ্গা নদী ভারতের কোন জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

ক. হরিদ্বার খ. হুগলি
গ. বিহার ঘ. ধুলিয়ান

১৮৫. কোনটি ঘূর্ণিঝড়ের স্থানীয় সতর্কসংকেত?

ক. ২ নম্বর সংকেত খ. ৩ নম্বর সংকেত
গ. ৪ নম্বর সংকেত ঘ. ১ নম্বর সংকেত

১৮৬. উচ্চ পর্বতের চূড়ায় উঠলে নাক দিয়ে রক্তপাতের আশঙ্কা থাকে, কারণ, উচ্চ পর্বতের চূড়ায়—

ক. অক্সিজেন কম খ. ঠান্ডা বেশি
গ. বায়ুর চাপ বেশি ঘ. বায়ুর চাপ কম

১৮৭. বিষুবরেখার মান কত ডিগ্রি?

ক. ০ খ. ৯০ গ. ৬৬.৫ ঘ. ২৩.৫

১৮৮. দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে কী বলে?

ক. নদীসংগম খ. দোয়াব
গ. মোহনা ঘ. খাঁড়ি

১৮৯. নিরক্ষীয় অঞ্চলের পানি—

ক. উষ্ণ ও হালকা খ. উষ্ণ ও ভারী
গ. শীতল ও হালকা ঘ. শীতল ও ভারী

১৯০. সাইক্লোন শব্দের অর্থ কী?

ক. চাকা খ. ডিম্ব গ. চোখ ঘ. বৃষ্টি

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

১৯১. 'শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হলো নৈতিকতা'—কার উক্তি?

ক. সক্রেটিস খ. অ্যারিস্টটল
গ. হেইট ঘ. ম্যুর

১৯২. রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করে—

ক. ক্ষমতার ভারসাম্য খ. সমাজ
গ. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘ. সরকার

১৯৩. নিচের কোনটি রাজনৈতিক মূল্যবোধ নয়?

ক. দেশপ্রেম খ. আনুগত্য
গ. শ্রমের মর্যাদা ঘ. পরমত-সহিষ্ণুতা

১৯৪. নৈতিকতার বিধান—

ক. আবশ্যিক খ. ঐচ্ছিক
গ. ইচ্ছা নিরপেক্ষ ঘ. বাধ্যতামূলক

১৯৫. বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে কোন অনুভূতি বেশি কাজ করেছে?

ক. মানবাধিকার খ. মূল্যবোধ
গ. মানসাবোধ ঘ. জাতীয়তাবোধ

১৯৬. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ছাড়া আশা করা যায় না—

ক. দক্ষ আমলাতন্ত্র খ. আইনের শাসন
গ. সুশাসন ঘ. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন

১৯৭. প্রতিটি শিশুই জন্মায় কোন মূল্যবোধ নিয়ে?

ক. পারিবারিক মূল্যবোধ খ. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
গ. সামাজিক মূল্যবোধ ঘ. রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ

১৯৮. কোনটি মূল্যবোধের চালিকা শক্তি?

ক. সংস্কৃতি খ. পরোপকার
গ. উন্নয়ন ঘ. রাজনীতি

১৯৯. মানুষের আচরণ নির্ণয়ের মানদণ্ড—

ক. পারিবারিক মূল্যবোধ খ. সামাজিক মূল্যবোধ
গ. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ঘ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ

২০০. সভ্য সমাজের মানদণ্ড হলো—

ক. ব্যক্তিস্বাধীনতা খ. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা
গ. আইনের শাসন ঘ. কোনোটিই নয়

উত্তর দেখুন ৪৮ পৃষ্ঠায়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষা

নাজমুল হুদা, উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

1. Children must be ____ with love and care.
a) brought forward b) brought about
c) brought into d) brought up

2. Cellular phone service has____a new phase of communication.
a) called b) started
c) paved d) ushered.

3. The ____to e- buses would not lower the level of emission.
a) transition b) ensure
c) shift d) destroy

4. He is very ____; He believes anything.
a) fallible b) healthy
c) gullible d) possible

5. Find out the correctly spelt word.
a) Sacrlegious b) Sacrilagious
c) Sacilegious d) Sacrilegious

5. Select the antonym of the underlined word (6-8).

6. The railway lines are extended and we are quite happy about it.
a) Curtailed b) Detailed
c) Artery d) Widened

7. We are anxious to avoid any problem with regard to this.
a) Cool b) Careless
c) Composed d) None of these

8. He is extremely intelligent but proud.
a) Arrogant b) Dull
c) stick d) Weak

9. Choose the correct sentence.
a) Neither of the two men was strong.
b) Neither of the two men were strong.
c) Neithers of the two men was strong.
d) Neither of the two man was strong.

10. The synonym of 'attentive' is—
a) Oscillate b) Heedless
c) Villainous d) observant

11. Find out the correctly spelt word.
a) Insouiant b) Insouciant
c) Insoucient d) Inseuciant

12. Choose the right meaning of 'Take after'.
a) Resemble b) Caring
c) Get something d) Give something

13. 'End in smoke' means—
a) something related to fire b) nothing happen
c) come to nothing d) None of these.

14. The expression 'True to their salt' means—
a) Faithful to their employers
b) Irritating
c) Honest
d) Religious

15. The synonym of the word 'Obtrusive' is—
a) unlikely b) unforeseen
c) conspicuous d) out put

16. The antonym of 'exciting'—
a) dull b) boring
c) amazing d) a + b

17. The word 'Trade- off' implies—
a) Mutuality b) Duplicity
c) Shroud d) Deception

18. The correctly spelt word is—
a) acquesce b) acquiesce
c) acquience d) acquiance

19. A sedentary worker requires more calories than a __ one.
a) stationary b) laborious
c) mobile d) trained

20. Choose the correct spelling.
a) accommodetion b) acommodation
c) accommodation d) accommodation

21. 'আসাদের শার্ট' কবিতাটির রচয়িতা কে?
a) হেলাল হাফিজ b) ফররুখ আহমদ
c) আবদুল হাকিম d) শামসুর রাহমান

22. বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
a) চর্যাপদ b) শূন্য পুরাণ
c) সেক শুভ দয়া d) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

23. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
a) গোলাপ b) মহাযাত্রা c) সিংহাসন d) গবেষণা

24. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—কার কবিতার লাইন?
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর b) ভারতচন্দ্র
c) কাজী নজরুল ইসলাম d) জীবনানন্দ দাশ

25. 'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?
a) ফারসি b) আরবি c) হিন্দি d) গুজরাটি

26. স্বোপার্জিত শব্দের অর্থ—
a) অবৈধ আয় b) অপহরণ
c) সম্পদ d) নিজের অর্জিত

27. কাঁদনা>কান্না—কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
a) অভিশ্রুতি b) অপিনিহিতি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

c) সমীভবন d) বিষমীভবন

28. 'সাগর' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
a) সাগরিকা b) জলধারা
c) পয়োধি d) বৈশ্বনর

29. Press note শব্দের সঠিক পরিভাষা কোনটি?
a) জ্ঞাপনপত্র b) চাহিদাপত্র
c) ইশতেহার d) সংবাদপত্র

30. ষাট বছর পূর্ণ হওয়াকে কী বলে?
a) হীরকজয়ন্তী b) রজতজয়ন্তী
c) সুবর্ণজয়ন্তী d) শতাব্দী

31. 'বায়স' শব্দের অর্থ কী?
a) কোকিল b) কাক
c) পাখি d) কবুতর

32. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস কোনটি?
a) পথের দাবি b) দত্তা
c) শ্রীকান্ত d) পল্লী সমাজ

33. নিচের বিপরীত শব্দযুগলের মধ্যে কোনটি অশুদ্ধ?
a) দিল-দরিয়া b) স্বপ্ন-বাস্তব
c) আসমান-জমিন d) খাতক-মহাজন

34. 'গাভী বিত্তান্ত' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
a) সেলিনা হোসেন b) রশীদ হায়দার
c) রাবেয়া খাতুন d) আহমদ ছফা

35. 'রপ্তানি' কোন ভাষার শব্দ?
a) ফারসি b) আরবি c) বাংলা d) তুর্কি

36. 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' ভ্রমণকাহিনির রচয়িতা কে?
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর b) যাযাবর
c) মুহম্মদ আবদুল হাই d) সৈয়দ মুজতবা আলী

37. What is the greatest of 3 consecutive integers whose sum is 24?
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

38. The largest 4 digit number exactly divisible by 88 is—
a) 9944 b) 9988
c) 9966 d) None of these

39. A contractor undertook to do a certain piece of work in 9 days. He employed certain number of men. But 6 of them being absent from the very first day, the rest could finish the work in 15 days. The number of men originally employed were—
a) 12 b) 15 c) 18 d) 24

40. A garrison of 500 men had provisions for 27 days. After 3 days, a reinforcement of 300 men arrived. For how many days will the remaining food last now?
a) 16 b) 15 c) 17 d) 18

41. The average age of a family of 6 members is 22 years. If the age of the youngest member is 7 years, then what was the average age of the family at the birth of the youngest member?
a) 16 b) 18 c) 20 d) 22

42. A 270m long train is moving at a speed of 25km/h. It will cross a man coming from the opposite direction at a speed of 2 km/h in—
a) 25 b) 30 c) 36 d) 45

43. The speed of a boat in still water is 25kmph. If it can travel 10km upstream in 1hr, what time it would take to travel the same distance downstream?
a) 15 b) 25 c) 30 d) 35

44. Price of a product is discounted by 20% and the reduced price is then discounted by 5%. The ultimate discount is—
a) 25% b) 24% c) 24.5% d) 23.5%

45. A's salary is 40% of B's salary which is 25% of C's salary. What percentage of C's salary is A's salary?
a) 10 b) 20 c) 30 d) 40

46. A candidate got 35% of the votes polled and he lost to his rival by 2250 votes. How many votes were cast?
a) 7500 b) 6200 c) 5600 d) 4700

47. If p- q = 6 and p2 + q2 = 116, what is the value of pq?
a) 20 b) 30 c) 40 d) 50

48. Two angels are complementary and their sizes are in the ratio 11 :4. What is the difference between the sizes of the two angles?
a) 70 b) 240 c) 420 d) 660

49. The difference between the circumference and radius of a circle is 74cm. Find the circle diameter.
a) 16cm b) 24cm c) 28cm d) 32cm

50. A bag contains 50p, 25p and 10p coins in the ratio 5 :9 :4, amounting to tk206. Find the number of coins of 25paisa type.
a) 200 b) 360 c) 375 d) 350

51. x and y are integers. If x = y < 12, and x > 8, which of the following can be a value of y?
a) 1 b) 4 c) 6 d) all of these.

52. 1/2 is what percent of 1/3?
a) 100% b) 125%
c) 150% d) 175%

53. If x + y > 1 - 2x, then—
a) x > 0 b) x < 0 c) x> 3 d) x = -2

54. If angles of measures (x- 2)0 and (2x + 5)0 are a pair of supplementary angles, Find

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

the measures.

a) 57, 123 b) 105, 75
c) 95, 85 d) 70, 110

55. If the average of 25, 30, 40 and x is 35, what is the value of x?

a) 44 b) 45 c) 48 d) 38

56. If sin x = 1, then tan x/2 = ?

a) 1 b) 0 c) 4 d) 7

57. The distance from the center of a circle to the circumference is—

a) arc b) diameter c) radius d) secant

58. When the diameter of a circle is tripled, the area of the circle will be increased by—

a) 3 times b) 6 times
c) 9 times d) 12 times

59. 6, 7, 9, 13, 21,—

a) 37 b) 39 c) 33 d) 43

60. (1000) 12 (10) 30 = ?

a) (1000) 2 b) 10 c) 500 d) 100

61. Colum Header is refer as—

a) Table b) Relation
c) attributes d) Domain

62. In mathematical term, table is referred as—

a) Relation b) attribute
c) tuple d) domain

63. The primary key must be—

a) Non Null b) Unique
c) Option A or B d) Option A and B

64. How long is an IPv6 address?

a) 32 bits b) 128 bits
c) 64 bits d) None of these

65. Virtual Memory consists of—

a) Static RAM b) Dynamic RAM
c) Magnetic Memory d) None

66. Which of the following is not a peripheral device?

a) Motherboard b) Scanner
c) Monitor d) None

67. Bridge works in which layer of the OSI model?

a) Application Layer b) Transport Layer
c) Data link Layer d) None

68. Bits stands for—

a) Binary information term b) Binary Digit
c) Binary tree d) None

69. The size of a sector in hard disk is—

a) 512 bytes b) 64 bytes
c) 510 bytes d) 1000 bytes

70. ____ is a process that reduces the degree of fragmentation.

a) Formatting b) Rebooting
c) Wiping d) Defragmenting

71. Fathometer is used to measure—

a) Rainfall b) Ocean depth
c) Earthquakes d) None of these

72. The 'Ashes' is associated with which sports?

a) Badminton b) Cricket
c) Tennis d) Football

73. IPCC is related to—

a) Environment b) Gas
c) Law d) Investment

74. The duration of The Bangabandhu Satellite- 1 is __ years.

a) 12 b) 17 c) 19 d) 15

75. Bangladesh got the membership of Commonwealth in—

a) 1974 b) 1972 c) 1975 d) 1973

76. The Surma flows through ____ district of Bangladesh.

a) Dhaka b) Sylhet
c) Bogra d) Dinajpur

77. Currency of Japan is—

a) rmb b) yuan
c) yen d) pound

78. Which is the oldest Civilization?

a) Sumerian b) Indian
c) Hebrew d) Akkadian

79. Where is 'Ground Zero'?

a) Greenwich b) India port
c) New York d) Munich

80. Which of the following is the largest ocean of the world?

a) Arctic b) Atlantic c) Pacific d) Indian

উত্তর :

1. d, 2. c, 3. a, 4. c, 5. d, 6. a, 7. b, 8. b ,9. a, 10. d,11. b,12. a,13. c,14. a,15. c,16. d, 17. a, 18. b, 19. c, 20. d, 21. d,22. a,23. b, 24. b, 25. d,26. d, 27. c, 28. c, 29. a, 30. a, 31. b, 32. a, 33. a, 34. d, 35. a, 36. c, 37. d, 38. a, 39. b, 40. b, 41. b, 42. c, 43. a, 44. b, 45. a, 46. a, 47. c, 48. c, 49. c, 50. b, 51. a, 52. c, 53. a, 54. a, 55. b, 56. a, 57. c, 58. c, 59. a, 60. a, 61. c, 62. a, 63. d, 64. b, 65. c, 66. a, 67. c, 68. b, 69. a, 70. d, 71. b, 72. b, 73. a, 74. d, 75. b, 76. b, 77. c, 78. a, 79. c, 80. c

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গ্র্যান্ড স্লাম-চূড়ায় নাদাল ও অন্যান্য

এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে ছেলেদের সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ের রেকর্ডে রজার ফেদেরারের পাশে বসেছেন রাফায়েল নাদাল। সুইজারল্যান্ড ও স্পেনের দুই মহাতারকা জিতেছেন ২০টি গ্র্যান্ড স্লাম।

১
পোল্যান্ডের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম একক জিতেছেন ইগা সিওনতেক। ফ্রেঞ্চ ওপেনের নারী একক জিতেছেন পোলিশ মেয়ে।

৩৫
গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপাজয়ী দেশ।

২৬
পুরুষ টেনিসে গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপাজয়ী দেশ।

২৮
নারী টেনিসে গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপাজয়ী দেশ।

সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী পুরুষ খেলোয়াড় (শীর্ষ ৫)

		দেশ	অস্ট্রেলিয়ান	ফ্রেঞ্চ	উইম্বলডন	ইউএস
২০	রজার ফেদেরার	সুইজারল্যান্ড	৬	১	৮	৫
২০	রাফায়েল নাদাল	স্পেন	১	১৩	২	৪
১৭	নোভাক জোকোভিচ	সার্বিয়া	৮	১	৫	৩
১৪	পিট সাম্প্রাস	যুক্তরাষ্ট্র	২	০	৭	৫
১২	রয় এমারসন	অস্ট্রেলিয়া	৬	২	২	২

সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নারী খেলোয়াড় (শীর্ষ ৫)

		দেশ	অস্ট্রেলিয়ান	ফ্রেঞ্চ	উইম্বলডন	ইউএস
২৪	মার্গারেট কোর্ট	অস্ট্রেলিয়া	১১	৫	৩	৫
২৩	সেরেনা উইলিয়ামস	যুক্তরাষ্ট্র	৭	৩	৭	৬
২২	স্টেফি গ্রাফ	জার্মানি	৪	৬	৭	৫
১৯	হেলেন উইলস মুডি	যুক্তরাষ্ট্র	০	৪	৮	৭
১৮	ক্রিস এভার্ট	যুক্তরাষ্ট্র	২	৭	৩	৬
১৮	মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা	যুক্তরাষ্ট্র	৩	২	৯	৪

কোন গ্র্যান্ড স্লামে কে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)

	খেলোয়াড়	দেশ	শিরোপা
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন	**নোভাক জোকোভিচ**	**সার্বিয়া**	৮
ফ্রেঞ্চ ওপেন	রাফায়েল নাদাল	স্পেন	১৩
উইম্বলডন	রজার ফেদেরার	সুইজারল্যান্ড	৮
ইউএস ওপেন	চার্ড সিয়ার্স	যুক্তরাষ্ট্র	৭
	উইলিয়াম লার্নেড	যুক্তরাষ্ট্র	৭
	বিল টিল্ডেন	যুক্তরাষ্ট্র	৭

কোন গ্র্যান্ড স্লামে কে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন (নারী)

	খেলোয়াড়	দেশ	শিরোপা
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন	**মার্গারেট কোর্ট**	**অস্ট্রেলিয়া**	**১১**
ফ্রেঞ্চ ওপেন	ক্রিস এভার্ট	যুক্তরাষ্ট্র	৭
উইম্বলডন	মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা	যুক্তরাষ্ট্র	৯
ইউএস ওপেন	মোলা ম্যালোরি	নরওয়ে	৮

গ্র্যান্ড স্লাম এককজয়ী দেশ

যুক্তরাষ্ট্র (৩৫০), অস্ট্রেলিয়া (১৬৩), গ্রেট ব্রিটেন (১০০), ফ্রান্স (৬৬), জার্মানি (৪০), স্পেন (৩৮), সুইজারল্যান্ড (২৮), সার্বিয়া (২৭), সুইডেন (২৬), চেকোস্লোভাকিয়া (১৫), রাশিয়া (১২), বেলজিয়াম (১১), ব্রাজিল (১০), আর্জেন্টিনা (৭), নিউজিল্যান্ড (৬), ইতালি (৫), রোমানিয়া (৫), চেক প্রজাতন্ত্র (৪), নরওয়ে (৪), ক্রোয়েশিয়া (৩), মিসর (৩), জাপান (৩), অস্ট্রিয়া (২), বেলারুশ (২), চীন (২), হাঙ্গেরি (২), নেদারল্যান্ডস (২), কানাডা (১), চিলি (১), ডেনমার্ক (১), ইকুয়েডর (১), লাটভিয়া (১), মেক্সিকো (১), পোল্যান্ড (১) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (১)।

ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম

ক্যারিয়ারে প্রতিটি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টই অন্তত একবার জেতা। এখন পর্যন্ত ৮ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী খেলোয়াড় ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন।

মডেল টেস্ট প্রস্তুতকরণ : নাজমুল হুদা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

একনজরে ফেদেরার বনাম নাদাল

ফেদেরার		নাদাল
৩৯	বয়স	৩৪
৮ আগস্ট ১৯৮১	জন্মতারিখ	৩ জুন ১৯৮৬
বাসেল, সুইজারল্যান্ড	জন্মস্থান	মানাকোর, মায়োর্কা, স্পেন
সুইজারল্যান্ড	দেশ	স্পেন
৬ ফুট ১ ইঞ্চি	উচ্চতা	৬ ফুট ১ ইঞ্চি
৮৫ কেজি	ওজন	৮৫ কেজি
ডানহাতি	খেলার হাত	বাঁহাতি
১৯৯৮	পেশাদার	২০০১
১২৪২/২৭১	জয়/হার	৯৯৯/৪
১৬	মুখোমুখি জয়	২৪
১০৩	শিরোপা	৮৬
২০	গ্র্যান্ড স্লাম	২০
১২,৯৯,৪৬,৬৮৩	প্রাইজ মানি (ডলার)	১২,২৯,০৫,২১৪

পুরুষ টেনিসে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী দেশ (শীর্ষ ৫)

যুক্তরাষ্ট্র	১৪৭
অস্ট্রেলিয়া	১০০
ফ্রান্স	৪৯
যুক্তরাজ্য	৪২
স্পেন	৩১

নারী টেনিসে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী দেশ (শীর্ষ ৫)

যুক্তরাষ্ট্র	২০৩
অস্ট্রেলিয়া	৬৩
যুক্তরাজ্য	৫১
জার্মানি	৩০
ফ্রান্স	১৭

গ্র্যান্ড স্লাম এককে সবচেয়ে সফল পাঁচ দেশ

দেশ	পুরুষ	নারী	মোট
যুক্তরাষ্ট্র	১৪৭	২০৩	৩৫০
অস্ট্রেলিয়া	১০০	৬৩	১৬৩
গ্রেট ব্রিটেন	৪৯	৫১	১০০
ফ্রান্স	৪৯	১৭	৬৬
জার্মানি	১০	৩০	৪০

ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী পুরুষ খেলোয়াড়

- ফ্রেড পেরি (যুক্তরাজ্য)
- ডন বাজ (যুক্তরাষ্ট্র)
- রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)
- রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া)
- আন্দ্রে আগাসি (যুক্তরাষ্ট্র)
- রজার ফেদেরার (সুইজারল্যান্ড)
- রাফায়েল নাদাল (স্পেন)
- নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া)

ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নারী খেলোয়াড়

- মরিন কনোলি (যুক্তরাষ্ট্র)
- ডরিস হার্ট (যুক্তরাষ্ট্র)
- শার্লি ফ্রাই (যুক্তরাষ্ট্র)
- মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)
- বিলি জিন কিং (যুক্তরাষ্ট্র)
- ক্রিস এভার্ট (যুক্তরাষ্ট্র)
- মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (যুক্তরাষ্ট্র)
- স্টেফি গ্রাফ (জার্মানি)
- সেরেনা উইলিয়ামস (যুক্তরাষ্ট্র)
- মারিয়া শারাপোভা (রাশিয়া)

গ্র্যান্ড স্লাম পূর্ণ করা

এক পঞ্জিকাবর্ষে ৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়। এখন পর্যন্ত ২ জন পুরুষ খেলোয়াড় ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন।

এক পঞ্জিকাবর্ষে ৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয় (পুরুষ)

১৯৩৮	ডন বাজ (যুক্তরাষ্ট্র)
১৯৬২	রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৬৯	রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)

এক পঞ্জিকাবর্ষে ৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয় (নারী)

১৯৫৩	মরিন কনোলি (যুক্তরাষ্ট্র)
১৯৭০	মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৮৮	স্টেফি গ্রাফ (জার্মানি)*

* গোল্ডেন স্লাম (স্টেফি গ্রাফ অলিম্পিক সোনাও জিতেছিলেন ১৯৮৮ সালে)

টানা গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড

পুরুষ একক		সাল
৬	ডন বাজ (যুক্তরাষ্ট্র)	১৯৩৭-৩৮
৪	রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)	১৯৬২
	রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)	১৯৬৯
	নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া)	২০১৫-১৬

নারী একক		সাল
৬	মরিন কনোলি (যুক্তরাষ্ট্র)	১৯৫২-৫৩
	মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)	১৯৬৯-৭১
	মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (যুক্তরাষ্ট্র)	১৯৮৩-৮৪
৫	স্টেফি গ্রাফ (জার্মানি)	১৯৮৮-৮৯

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

এক গ্র্যান্ড স্লামে টানা চ্যাম্পিয়ন

পুরুষ একক

		টুর্নামেন্ট	সাল
৭	রিচার্ড সিয়ার্স (যুক্তরাষ্ট্র)	ইউএস ওপেন	১৮৮১-৮৭
৬	উইলিয়াম রেনশ (যুক্তরাজ্য)	উইম্বলডন	১৮৮১-৮৬
	বিল টিল্ডেন (যুক্তরাষ্ট্র)	ইউএস ওপেন	১৯২০-২৫

(উন্মুক্ত যুগে)

	টুর্নামেন্ট	সাল	
৫	বিওর্ন বোর্গ (সুইডেন)	উইম্বলডন	১৯৭৬-৮০
	রজার ফেদেরার (সুইজারল্যান্ড)	উইম্বলডন	২০০৩-০৭
	রজার ফেদেরার (সুইজারল্যান্ড)	ইউএস ওপেন	২০০৪-০৮
	রাফায়েল নাদাল (স্পেন)	ফ্রেঞ্চ ওপেন	২০১০-১৪

এক গ্র্যান্ড স্লামে টানা চ্যাম্পিয়ন

নারী একক

		টুর্নামেন্ট	সাল
৭	মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)	অস্ট্রেলিয়ান ওপেন	১৯৬০-৬৬
৬	মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (যুক্তরাষ্ট্র)	উইম্বলডন	১৯৮২-৮৭
৫	সুজানে লেংলেন (ফ্রান্স)	উইম্বলডন	১৯১৯-২৩

অনুশীলন

১. টেনিস ইতিহাসের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম কোনটি?
ক) অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খ) ফ্রেঞ্চ ওপেন গ) উইম্বলডন ঘ) ইউএস ওপেন
উত্তর : উইম্বলডন।

২. কত সালে ইতিহাসের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮৫৭ খ) ১৮৭৭ গ) ১৮৮৪ ঘ) ১৯০০
উত্তর : ১৮৭৭।

৩. ইতিহাসের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন কে?
ক) রিচার্ড সিয়ার্স খ) বিল টিল্ডেন গ) স্পেনসার গোর ঘ) রড লেভার
উত্তর : স্পেনসার গোর।

৪. মেয়েদের গ্র্যান্ড স্লাম শুরু হয়েছে কত সালে?
ক) ১৮৫৭ খ) ১৮৭৭ গ) ১৮৮৪ ঘ) ১৯০০
উত্তর : ১৮৮৪।

৫. গ্র্যান্ড স্লাম এককজয়ী প্রথম নারী খেলোয়াড় কে?
ক) মার্গারেট কোর্ট খ) লোটি ডড
গ) হেলেন উইলস মুডি ঘ) মড ওয়াটসন
উত্তর : মড ওয়াটসন।

৬. নারী-পুরুষ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম একক জিতেছেন কে?
ক) মার্গারেট কোর্ট খ) রজার ফেদেরার
গ) সেরেনা উইলিয়ামস ঘ) রাফায়েল নাদাল
উত্তর : মার্গারেট কোর্ট (২৪)।

৭. টেনিসে উন্মুক্ত যুগ শুরু হয়েছে কত সালে?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৬৮ গ) ১৯৭১ ঘ) ১৯৬৬
উত্তর : ১৯৬৮।

৮. বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী সর্বশেষ খেলোয়াড় কে?
ক) রড লেভার খ) ডন বাজ গ) সেরেনা উইলিয়ামস ঘ) স্টেফি গ্রাফ
উত্তর : স্টেফি গ্রাফ (১৯৮৮)।

৯. ২০২০ সালে কোন গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি?
ক) অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খ) ফ্রেঞ্চ ওপেন
গ) উইম্বলডন ঘ) ইউএস ওপেন উইম্বলডন।

ফর্মুলা ওয়ান

জার্মানিতে আইফেল গ্রাঁ প্রি জিতে গ্রাঁ প্রি জয়ে জার্মান কিংবদন্তি মাইকেল শুমাখারকে ছুঁয়ে ফেললেন ব্রিটিশ ফর্মুলা ওয়ান রেসার লুইস হ্যামিল্টন। দুজনই জিতেছেন ৯১টি করে গ্রাঁ প্রি।

ফর্মুলা ওয়ানে সবচেয়ে বেশি গ্রাঁ প্রি জয়

মাইকেল শুমাখার, জার্মানি, ৯১
লুইস হ্যামিল্টন, ব্রিটেন, ৯১
সেবাস্তিয়ান ফেটেল, জার্মানি, ৫৩
আলান প্রস্ত, ফ্রান্স, ৫১
আয়র্তন সেন্না, ব্রাজিল, ৪১

সবচেয়ে বেশি ড্রাইভার্স চ্যাম্পিয়নশিপ

মাইকেল শুমাখার, জার্মানি, ৭
লুইস হ্যামিল্টন, ব্রিটেন, ৬
হুয়ান মানুয়েল ফাঙ্গো, আর্জেন্টিনা, ৫
আলান প্রস্ত ফ্রান্স, ৪
সেবাস্তিয়ান ফেটেল, জার্মানি, ৪

লুইস হ্যামিল্টনের যত রেকর্ড

- অভিষেক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গ্রাঁ প্রি জয় (৪, ২০০৭ সাল)।
- এক গ্রাঁ প্রিতে সবচেয়ে বেশি জয় (৮, হাঙ্গেরিয়ান গ্রাঁ প্রি)।
- সবচেয়ে বেশি গ্রাঁ প্রিতে জয় (২৫টি)।
- সবচেয়ে বেশি পোল পজিশন (৯৬)।
- এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট (৪১৩, ২০১৯)।
- সবচেয়ে বেশি পোডিয়াম বা সেরা তিনে (১৫৮)।

গ্রন্থনা : মোহাম্মদ সোলায়মান

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শান্তির 'নোবেল' পেল ভারত-পাকিস্তান

প্রায়ই মাঝরাতে বাসার কলবেল বেজে উঠছে। কিন্তু দরজা খুলে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ লাইন কেটে দিচ্ছে কে বা কারা। এই হয়রানি যেনতেন কাউকে করা হয়নি। ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় এবং নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তানের কূটনীতিকদের কেউ কেউ এমন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে দুই বছর আগে অভিযোগ করে উভয় দেশ। এই হয়রানির ঘটনার জন্য এ বছর শান্তিতে ইগ নোবেল দেওয়া হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানকে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ইগ নোবেল পুরস্কারের ৩০তম আসর। ১৯৯১ সালে ইগ নোবেলের প্রচলন শুরু হয় 'প্রথমে হাসাবে, তারপর ভাবাবে' স্লোগান সামনে রেখে।

খাল কেটে পানি আনতে ৩০ বছর

স্ত্রীর মৃত্যুশোকে আস্ত পাহাড় কেটে রাস্তা বানিয়েছিলেন ভারতের বিহার রাজ্যের গয়ার দশরথ মাঝি নামের এক ব্যক্তি। সেই একই এলাকার আরেক ব্যক্তি একাই তিন কিলোমিটার লম্বা খাল কেটেছেন। শুধু নিজের জন্য নয়, গ্রামের সবার কৃষিকাজে পানির জোগান দিতেই তিনি এ কাজ করেছেন। এ কাজে তাঁর সময় লেগেছে ৩০ বছর।

ওই বৃদ্ধের নাম লাঙ্গি ভূঁইয়া। তিনি বিহার রাজ্যের গয়ার লাহথুয়ার কোথিলাওয়া গ্রামের বাসিন্দা। সেখানে বর্ষার মৌসুমে পর্বতমালা থেকে পানি গড়িয়ে নদীতে যায়। নদী থেকে সেই পানি ব্যবহার করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বিষয়টি উপলব্ধি করেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টিজল গ্রামে আনতে খাল কাটা শুরু করেন লাঙ্গি।

মাছের মৃত্যুতে দেশজুড়ে শোক

দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রেসিডেন্ট, বিরোধীদলীয় নেতাসহ সর্বস্তরের মানুষ শোক জানাচ্ছেন। মোমবাতি প্রজ্বালন করা হচ্ছে, মৌন মিছিলও হচ্ছে। এই শোক একটি মাছের জন্য। এটির মৃত্যু যেন কেউই মেনে নিতে পারছে না। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ জাম্বিয়ার পরিস্থিতি এটি। দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় কপারবেল্ট ইউনিভার্সিটি (সিবিইউ)। এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি পুকুরের বাসিন্দা ছিল মাছটি। বয়স হয়েছিল ২২ বছর। এর মধ্যে

ওই পুকুরেই মাছটির কেটেছে ২০ বছর। এর নাম ছিল 'মাফিশি'। সিবিইউর শিক্ষার্থীদের কাছে মাছটি ছিল 'সৌভাগ্যের প্রতীক'। অনেকেই পরীক্ষায় ভালো করার আশায় মাছটিকে যত্ন করতেন, খাবার দিতেন। কেউবা প্রেম ভালো লাগা থেকেই মাফিশির খোঁজ নিতেন।

নারকেলগাছে চড়ে মন্ত্রীর ভাষণ

দেশে কোনো সংকট চললে জনগণকে সে বার্তা দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাধারণত সংবাদ সম্মেলন করে। সরকারের শীর্ষ ব্যক্তি কখনো কখনো জাতির উদ্দেশে ভাষণও দেন। তবে শ্রীলঙ্কার এক মন্ত্রী যা করেছেন, তা সম্ভবত কেউই করার চিন্তা করবেন না। তিনি রীতিমতো নারকেলগাছে চড়ে দেশবাসীকে নারকেলসংকটের বার্তা দিয়েছেন। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীলঙ্কায়। দেশটির নারকেল, ফিশটেইল পাম, তাল ও রাবার চাষ এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অরুন্দিকা ফার্নান্দো একটি সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে নারকেলগাছে চড়েছেন। এরপর একটি নারকেল হাতে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণে নারকেলসংকটের কথা জানিয়ে সবার উদ্দেশে বলেন, 'প্রতিটি অনাবাদি জমিতে নারকেল চাষ করা হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। একই সঙ্গে স্থানীয় শিল্পে জোগান বাড়াতেও উদ্যোগ নিতে হবে। এর মাধ্যমেই আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারব।'

গ্রন্থনা : সায়েম বিন রফিক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT